আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

আগস্ট, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩১শে আগস্ট, ২০২২

আরাকানে রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের দুর্বিষহ জীবনযাপনের খণ্ডচিত্র : উম্মাহ কি তাদের ভুলে গেছে?

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ২০১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের দিকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিত গণহত্যা চালায়। এ ছিল যুগের নব্য তাতারেরা হামলে পড়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। মুসলিম নারী-শিশুদের ওপর চালানো হয় পাশবিকভাবে গণধর্ষণ। পুরুষদের দেখলেই চালানো হচ্ছিল গুলি। বৌদ্ধ মগ জাতীর দেয়া আগুনে জ্বলে ছারখার হচ্ছিল আরাকানের মুসলিম গ্রামগুলো।

ওই সময় লাখ লাখ রোহিঙ্গা নিজেদের ধন-সম্পদ, গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান, সবুজ ফসলি জমি, পুকুর ভরা মাছ সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে প্রাণে বাঁচতে ছুটে চলেন অজানা গন্তব্যের দিকে। বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতসহ নানা দেশে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে তারা। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলিম আশ্রয় নেন প্রতিবেশী বাংলাদেশে। বর্তমানে অন্তত ১০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আশ্রয় কেন্দ্রে বন্দী অবস্থান জীবনযাপন করছেন।

তবে এখনো আনুমানিক ৬ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে রয়ে গেছেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, সেখানে তারা বর্ণবাদ, নিপীড়ন এবং চলাফেরায় কঠোর বিধিনিষেধাজ্ঞার মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

আরাকানে রয়ে যাওয়া মানুষদের একজন মুহাম্মদ। তিনি যে এলাকায় রয়ে গিয়েছিল তাদের গ্রামটি মিয়ানমার সেনাদের থেকে রেহাই পেয়েছিল। বর্তমানে গত দুই মাস ধরে এলাকাটি কিছুটা শান্ত। তবে এলাকাটি ঠিক কারাগারের মতো। মুহাম্মদ জানান, আমরা গ্রামের বাইরে যেতে পারিনা, কোন খাবার সংগ্রহ করতে পারছিনা।

সেখানে রয়ে যাওয়া মুসলিমরা কঠোর বাস্তবতার মুখে রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ও জীবিকা নির্বাহের মতো মৌলিক বিষয়গুলো থেকে বাধা দেয়াসহ তাদের চলাচলের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, গণহত্যার পর থেকে আনুমানিক ২ হাজার রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করেছে সেনারা। তাদের মধ্যে কয়েকশ শিশুকে সামরিক বাহিনীর অনুমতি ব্যতীত বাহিরে যাবার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছেন।

মুহাম্মদ নামে আরও জানান, "আমরা নামে মাত্র মানুষ, আমরা এখানে পশুর মত বসবাস করছি। এমনকি পশুরাও আমাদের থেকে সুখী, আমারা আমাদের দুঃখটুকুও প্রকাশ করতে পারি না। কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করতে পারিনা। কারণ হাসপাতালে যাবার অনুমতি প্রয়োজন। তাছাড়া হাসপাতালেও আমাদেরকে বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়।

ফোরটিফাই রাইটসের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ জাও উইন বলেন, রোহিঙ্গাদের জাতীয় ভেরিফিকেশন কার্ড (এনভিসি) নেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে চাপ দেয়া হচ্ছে। এই কার্ড তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হওয়া সত্বেও "বিদেশী বাঙালি" হিসেবে চিহ্নিত করবে। রোহিঙ্গারা যদিও এনভিসি কার্ড গ্রহণ করতে চাচ্ছেন

না, এরপরও এটি তাদের বাধ্য হয়ে করতে হবে। কেননা এটি ছাড়া এখানে তারা প্রয়োজনীয় কোন কাজই করতে পারবেনা। বিদেশি সংস্থার সাহায্যসহ সবকিছুতেই এটি প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গারা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর নিপিড়নের শিকার হচ্ছেন। একদিকে সামরিক বাহিনী অন্যদিকে আরাকান আর্মি। আরাকান আর্মি রাখাইনে ২০১৯ ও ২০২০ সাল থেকে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এবং বর্তমানে রাখাইন রাজ্যের বিশাল একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা।

মুহাম্মাদ সহ অনেক রোহিঙ্গা বলেছেন যে, তারা উভয় বাহিনীকেই কর দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আরাকান আর্মি পূর্বে থেকেই রোহিঙ্গাদের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। তবে রাজনৈতিক কৌশলের কারণে বর্তমানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদেরকে "বাঙালি" না বলে "মুসলিম" হিসেবে উল্লেখ করে। এটি রোহিঙ্গাদের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর। কারণ আরাকান আর্মি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাদেরকে মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করলে সেটি রোহিঙ্গাদের বিদেশি বলেই ইঙ্গিত বহন করে। ফলে তাদের কাছে বর্তমানে রোহিঙ্গারা টিকে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া অবাস্তব কিছু নয়।

আরাকান আর্মি যেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করছে এমন এলাকায় চলাচলের উপর মায়ানমার সামরিক বাহিনী কঠোর নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করেছে বলে জানা গেছে। রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীর গণহত্যার কারণে জনমতের কিছুটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেছে বলে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হলেও, বাস্তবতা আগের মতোই রয়েছে বলে জানিয়েছেন রয়ে যাওয়া রোহিঙ্গারা। কেউ কেউ ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৃহত্তর সংহতি না দেখানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। রাখাইন রাজ্যের উত্তরে মংডুর কাছে রয়ে যাওয়া বসবাসকারী আব্দুল কাদের বলেন, "তারা মুখ থেকে বলছে, তাদের হৃদয় থেকে নয়।"

রাখাইন রাজ্যে সামরিক বাহিনীর নির্ধারিত কেম্পে বসবাস করছেন অন্তত ১,২০,০০০ রোহিঙ্গা। তারা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সামরিক বাহিনী ও আরাকান আর্মির যুদ্ধে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে অনেক বেশি। রোহিঙ্গারা কাজের জন্য ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারছেনা। অন্যদিকে স্থানীয় মগ যুবকদের দ্বারা আক্রমণ ও ছিনতাইর ঘটনা বহুগুণ বেড়েছে। ৫০ কেজি চালের বস্তার দাম ইতিমধ্যে দ্বিগুণ হয়ে ৫০,০০০ কিয়াট হয়েছে। ক্যাম্পে বসবাসকারী একজন জানিয়েছেন, "আমি শুধু সকাল বেলায় খেয়েছি। তবে আমি অন্তত শাকসবজি হলেও সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিন্তু এমন অনেক পরিবার রয়েছে যারা শাকসবজিও ব্যবস্থা করতে পারে না। ছোট বাচ্চারা সকাল থেকে বাড়িতে শুয়ে আছে, অনেক পরিবার তাদের বাচ্চাদের খাওয়াতেও পারেনি।"

এখানের কেম্পগুলো খুব সংকীর্ণ, বর্ষাকালে টিনের ছাদ ফুটো হয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। আর গরমে অসহ্য গরম পড়ে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, সামরিক অভ্যুত্থানের পর রোহিঙ্গা শিবির ও গ্রামে যে সাহায্য পাঠানো হয়েছে তা বন্ধ করে দিয়েছে সামরিক বাহিনী। এর ফলে সেখানে মানবিক সমস্যা আরও বেড়েছে।

লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম আজ নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন। দেশ-বিদেশ সবখানেই তারা আজ বন্দী জীবনযাপন করছেন। এতদসত্ত্বেও আরাকানের রোহিঙ্গারা মুসলিম বলে কেউই তাদের দেশ উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। শুধুমাত্র মৌখক কিছু বিবৃতি আর মিথ্যা আশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে বিশ্ব সমাজ।

এব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবীদদের বক্তব্য, এটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত কোন অঞ্চল নয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব মিলিটারি সাহায্য প্রেরণ করবে। রোহিঙ্গারা মুসলিম, তাই তাদের সাহায্য করার বিষয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই কথিত সভ্য মানুষগুলোর। রোহিঙ্গা ইস্যুতে এটি স্পষ্ট যে, জাতিসংঘ বা কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় কেউই মুসলিমদের জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবে না।

কিছু বিশ্লেষণে এমন তথ্য উঠে এসেছে যে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলোটে সামরিক বাহিনীর কোঠর বিধিনিষেধ থাকায়, খ্রিস্টান মিশনারি ও তাদের দোসর পশ্চিমা এনজিওগুলো সেখানে খ্রিস্টবাদ প্রচারের মিশন বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি করতে পারছিল না। অপরদিকে চীন ও ভারতেরও সেখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল। তাই সকল কথিত পরাশক্তির সম্মতিতেই রোহিঙ্গা উচ্ছেদাভিযান বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে মত অনেক বিশ্লেষকের।

এদিকে আবার বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের প্রতি মিডিয়া ও কথিত চেতনাধারী সুশীলরা নানান প্রোপ্যাগান্ডা ছড়িয়ে তাদের প্রতি জনমতকে খেপিয়ে তুলছে। রোহিঙ্গাদের মধ্যে থাকা কিছু ডাকাত আর কুলাঙ্গারের কুকর্মের দায়ভার সকল অসহায় রোহিঙ্গার উপর চাপিয়ে দেওয়ার এই খেলা তারা শুরু করেছে মূলত ভারত ও পশ্চিমাদের প্রেসক্রিপশনে, এটাও দাবি করেছেন অনেকে। আর রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো ও ভাসানচরে সকল ইসলামি দলের প্রবেশ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া, এবং সেখানে পশ্চিমা এনজিওগুলোকে সাহায্যের নামে খ্রিস্টবাদ প্রচারের মিশন বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়াটা কিসের আলামত- সেটাও আজ এক বিরাট প্রশ্ন। বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসন কি তাহলে ঐ এলাকায় পশ্চিমাদের খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার সামনে নতি স্বীকার করে নিয়েছে কি না - এই প্রশ্নও এখন বোদ্ধামহলে উচ্চারিত হচ্ছে।

এর চেয়ে বড় প্রশ্ন- মুসলিম উম্মাহ কি বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেওয়া এবং এখনো আরাকানে সামরিক বাহিনীর বন্দুকের নলের সামনে থেকে যাওয়া তাদের মুসলিম ভাইদের কথা ভুলে গেছে? বা তাদেরকে কি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে? আর এই অঞ্চলে বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর নানা রকম গেইমপ্ল্যানের কোন প্রভাব কি পুরো অঞ্চলে পরবে না? দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিমদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে গভিরভাবে ভাবনা-চিন্তা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞমহল।

স্বাভাবিকভাবেই এখন আরো যে প্রশ্নটির উদয় হয়, তা হলো- রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য এখন কী করনীয়? যেসব মুসলিমরা এতকাল কথিত গণতান্ত্রকে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভের মাধ্যম মনে করেছেন, তারা আরাকানসহ নির্যাতিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর জন্য এখন তাদের মনভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবেন কি না?

এজন্য হকপন্থী আলেমরা বলছেন, এখন সময় এসেছে হকের শিবির আর বাতিলের শিবির আলাদা হয়ে যাওয়ার; এই দুই-এর মাঝামাঝি কোন 'ছাড় দেওয়ার' রাস্তার অস্তিত্ব নেই- এটা এখন স্পষ্ট। সময় এসেছে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সকল তন্ত্র-মন্ত্র পরিহার করে বাস্তবতা অনুধাবন করার। এবং নববী আদর্শে ফিরে আশা ও মানহাজ অনুসরন করার মাধ্যমে রোহিঙ্গাসহ নির্যাতিত মুসলিমদ উম্মাহকে গৌরবময় সম্মানের আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সেই সাথে সময় এসেছে বিশ্বমানবতাকে সত্যিকারের মুক্তির পথ দেখানোর; যে কারণে আল্লাহ তাআলা আমদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন- সেই দাবি পূরণ করার।

অনুবাদক ও সংকলক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র: :

1. Five years after the crackdown, Myanmar's remaining Rohingya 'living like animals'- - https://tinyurl.com/2p87v9yt

---

এক মাসে তিনটি মাদ্রাসা গুঁড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার

হিন্দুত্ববাদী ভারতে বিজেপি-শাসিত আসামে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ক্র্যাকডাউন অব্যাহত রেখেছে। আজ ৩১ আগস্ট বুধবার আরেকটি ইসলামিক মাদ্রাসা ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার।

অন্যায়ভাবে চালানো ভাঙচুরকে বৈধতা দিতে হিন্দুত্ববাদী সরকার বলছে যে, এ মাদ্রাসাগুলো নাকি ভারতীয় উপমহাদেশের জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ সংগঠন আল-কায়েদা (একিউআইএস) এবং বাংলাদেশ-ভিত্তিক আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) সাথে জড়িত।

এক মাসেই তিনটি মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। চলতি মাসে তৃতীয়বারের মতো ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে মারকাজুল মা-আরিফ কোরয়ানিয়া মাদ্রাসাটি। হিন্দুত্ববাদীরা এক্সিলেটর দিয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট মনমুগ্ধকর ভবনগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানের মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক সহ ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার।

গত ২৯ আগষ্ট সোমবার, বারপেটা জেলার হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ একটি মাদ্রাসা ভেঙে দিয়েছে এবং এই মাসের শুরুতে মরিগাঁও জেলায় আরেকটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে।

বঙ্গাইগাঁওয়ের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সুপার স্বপ্ননীল ডেকা সাংবাদিকদের বলেছে, "মঙ্গলবার চালানো অভিযানের সময় জিহাদি গোষ্ঠীর সাথে জড়িত সন্দেহে আমরা বুধবার সকালে কাবাইতারিতে অবস্থিত মাদ্রাসাটি ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।"

এই মাসের শুরুতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিল যে, রাজ্যটি ইসলামিক মৌলবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। আর আসামের হিন্দুত্ববাদী ঢেউ-এর প্রভাব বাংলাদেশে পরবে না - মুসলিমরা যেন এই ভুল ধারণায় আটকে না থাকেন - এমনটা অনুরধ করেছেন বিশ্লেষকগণ। হিন্দুত্ববাদী নেতারা আর তাদের এদেশীয় দালালরা যতই আশ্বাসবাণী শুনাক না কেন, উইক্রেন যুদ্ধের প্রভাব এখান পরছে, অথচ বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া আসাম রাজ্যের মুসলিম নিধনের কোন প্রভাব বাংলাদেশে পরবে না - এমন ধারণা করা দিনে দুপুরে বোকামি!

আসলে হিন্দুত্ববাদীদের কাছে সকল মুসলিমই মৌলবাদী। কারণ তাদের অযৌক্তিক যুক্তি হল- যারাই কুরআন হাদীস মানে তারাই মৌলবাদী। আর কোন ব্যক্তির মুসলিম থাকতে হলে অবশ্যই কুরআন হাদীস মানতে হবে,

ইসলামি বিধিবিধান মানতে হবে। কিন্তু এসমস্ত হিন্দুরা এতটাই উগ্র যে, তারা মুসলিমদের সামান্য হালাল খাবার খাওয়াকেও মেনে নিতে পারে না।

আর এখন তো তারা গোটা উপমহাদেশকেই মুসলিমশূণ্য করতে চাইছে; তাই মুসলিমদের দ্বীনি প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গ মাদ্রাসা ধ্বংস ও আলেমদের গ্রেফতার করতে উঠে-পরে লেগেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা। তাই ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন মোকাবেলায় প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথা খোলা নেই বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Assam government demolishes third Madrasa in a month - https://tinyurl.com/2j6mpe9p

2. VIDEO LINK - https://tinyurl.com/msnn6yrn

3. YT link- https://tinyurl.com/4mkha2eh

মধ্যপ্রদেশে মসজিদ ভাঙচুর, মুসলিমদের কেটে ফেলার প্রকাশ্য স্লোগান

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা একেরপর এক মুসলিমদের মসজিদ, মাদ্রাসা ভেঙ্গে চলেছে। যে মসজিদ গুলো অনেক ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক, সেগুলোকে হিন্দুত্ববাদী আইন আদালতের মাধ্যমে চক্রান্ত করে ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে। এবং তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অজুহাতেই মু‍ুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোকে ভাঙচুর করছে।

এবার ভারতের মধ্যপ্রদেশের উদয়নগরে সামান্য বিষয়কে পুঁজি করে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়িঘর দোকানপাটে হামলা চালিয়েছে। মসজিদ ভাঙচুর করেছে। মসজিদের মিনারা ভেঙ্গে দিয়েছে, কোরআন শরীফগুলোও মাটিতে ফেলে দিয়েছে উগ্র হিন্দুরা। মসজিদ ভাঙচুরের সময় তারা স্লোগান দিয়েছে- "মুসলিমদেরকে কাটা হবে এবং অন্যান্য মসজিদগুলোকে ভাঙ্গা হবে।"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী মুসলিম ব্যক্তি মসজিদ ভাঙচুরের এবং হামলার বিবরণ দিয়েছেন যে, ২৭ আগস্ট শনিবার উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমাবেশ করে এবং মুসলিম বিদ্বেষী স্লোগান দিতে শুরু করে। পরে উত্তেজিত হিন্দুরা আমাদের জামে মসজিদ ভাঙচুর করে, মসজিদের জানালা, পাইপ, পাখা ভাঙচুর করে। এমনকি কোরআন শরীফ গুলো মাটিতে ফেলে দেয়। মসজিদের আশেপাশে মুসলিমদের দোকান, বাড়িঘর গুলোতে হামলা চালায়। মুসলিমদের একটি গাড়ি, দুটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়। মসজিদের স্পিকার গুলোকে মাটিতে ফেলে দেয়।

উদয়নগরের বাসিন্দা জনাব শেখ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হামলাকারীদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুদের সাথে সন্ত্রাসী বজরং দল এবং আরএসএসসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি গুণ্ডারাও উপস্থিত ছিল। হিন্দুত্ববাদী সেরা যাদব এবং শুভমের মত নেতৃত্বদানকারী সন্ত্রাসীরা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সামনে থেকে মসজিদসহ মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কোন অপরাধীকেই এখনো গ্রেপ্তার করেনি।

তাই মুসলিমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, কারণ যেকোনো সময় এই হিন্দুত্ববাদীরা অন্যান্য মুসলিমদের ওপর ও হামলা চালাতে পারে। এই ভয়ে অনেক মুসলিম সাময়িকভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা দিনের পর দিন মুসলিমদের উপর অন্যায় জুলুম ও হামলা চালিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে। মুসলিম নারীদের অপহরণ করে ধর্ষণ করছে, খুন করছে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ অজুহাতে মুসলিমদেরকে হতাহত করছে। এ নিয়ে কথিত কোন মানবাধিকার সংস্থা কিংবা অমুসলিম জাতিসংঘ কখনোই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেনি। কথিত বুদ্ধিজীবিরাও নিশ্চুপ।

আর মসজিদ ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে কোন মিডিয়া বা কথিত 'অসাম্প্রদায়িক' বুদ্ধিজীবী কথা বলবেও না। কারণ এখানে মুসলিমদের ইবাদতখানা ভাঙ্গা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোন মন্দির ভাঙতো, যদিও তা হিন্দুত্ববাদীদের নিজেদের কোন্দলের কারণেই হোক না কেন, তবুও হিন্দুত্ববাদী ও তাদের দালাল মিডিয়া-বুদ্ধিজীবীরা হাইলাইট করে প্রচার করত। পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো দখল করে নেওয়ার হুমকিও আমরা শুনতে পেতাম।

এটা প্রমাণিত সত্য যে, মুসলিমদের জান মাল ও ইবাদতখানাগুলো হেফাজতের জন্য যা কিছু করার, তা মুসলিমদেরকেই করতে হবে। কেননা মুসলিমদের বিপদ-আপদে কখনোই অন্যরা এগিয়ে আসবে না। আর গাদ্দার শাসকেরা তো অনেক আগেই নিজেদের ও মুসলিমদের ভবিষ্যৎ শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তাই এ সমস্ত মিডিয়া-বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বর্জন করে, মুসলিমদের উচিত অমুসলিমদের এঁকে দেওয়া সীমান ভুলে নিজেদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, এবং হক্কানি উলামাদের আহব্বানে সারা দিয়ে অনাগত অনিবার্য সংঘাত মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়া।

তথ্যসূত্র:

----

1. MP: Tensions High After Mosque Vandalised in Dewas District
- https://tinyurl.com/yc7mxs9v

- https://tinyurl.com/2p93webr

ব্যাপক সামরিক মহড়া চলার মধ্যেই ভিক্টোরি-কমান্ডোদের নতুন ভিডিও প্রকাশ করলো তালিবান

সম্প্রতি আফগানিস্তান জুড়ে ব্যাপক সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ইমারাতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের প্রতিটি সামরিক ইউনিট উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। আর তা খুব জোরালোভাবেই সারা দেশে দ্রুতগতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

তালিবান সরকার কর্তৃক তড়িঘড়ি এই উচ্চমানের সামরিক প্রশিক্ষণ জনমনে নানান প্রশ্ন ও আশার জন্ম দিচ্ছে। ফলে বিশ্লেষকরাও এর কারণ খোঁজে বের করতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই তালিবানদের এই সামরিক মহড়াকে আসন্ন ব্যাপকতর সংঘাতের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে উল্লেখ করছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'ডুরান্ড-লাইন' নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে উত্তেজনা পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে কয়েকগুণ বেড়েছে। অপরদিকে পাকিস্তান প্রশাসন আফগানিস্তানে হামলা চালাতে মার্কিন বাহিনীকে তাদের ভূখন্ড ও আকাশসীমা ব্যাবহার করতে দিচ্ছে। ফলে আফগানিস্তানে প্রতিদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনগুলি উড্ডয়ণ ও টহল দিতে দেখা যাচ্ছে। এমনকি পাকিস্তানের নজরদারি ড্রোনও ভূপাতিত করেছেন তালিবান প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। অন্যদিকে পাক-সরকার ও পাক-তালিবানদের মধ্যকার আলোচনাও ফলপ্রসু হচ্ছে না। যেখানে আলোচনাকালীন যুদ্ধবিরতির মধ্যেই হামলা চালাচ্ছে গাদ্দার পাকি-বাহিনী।

একই সময়ে প্রতিবেশী তাজিকিস্তান ও ইরানের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সীমান্তে সংঘাত লেগেই আছে। যেখানে ইরান সীমান্ত রেখায় দেশটির বর্ডারগার্ডের বাড়াবাড়ি এবং আফগান অভিবাসীদের উপর সামরিক বাহিনীর জুলুম নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অপরদিকে উজবেকিস্তান সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তালিবান সরকার কয়েকদফা আলোচনা ও বৈঠকের পরেও আফগানিস্তানের আটকে রাখা সামরিক সরঞ্জাম ও বিমানগুলি ফেরত দিচ্ছে না তারা। এর ফলে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব বলেছেন যে, প্রতিবেশীরা যদি আলোচনার মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ফিরত না দেয়, তাহলে আমরা তা সামরিকভাবে আদায় করতে বাধ্য হবো।

এদিকে পশ্চিমা রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তারাও পশ্চিমা দেশগুলোকে তালিবানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দুই দশক ধরে আফগান নারীদের নির্যাতন আর প্রতিদিন গড়ে ৫ জন শিশুকে হত্যা করে এখন আবার তারা কথিত নারী স্বাধীনতা আর শিশু অধিকারের বুলি আওড়াচ্ছে। তাদের মতে আফগানিস্তান থেকে পশ্চিমাদের প্রত্যাহার নাকি একটি বড় ভুল ছিল। আফগানিস্তান নাকি এখন বিশ্বের জন্য নিরাপত্তা হুমকি হয়ে উঠেছে।

তাই বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এসব পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই হয়তো তালিবান সরকার দেশের সমস্ত সামরিক ইউনিটগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে সামরিক মহড়া দিচ্ছে। সেই সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ার বিশেষ সামরিক ক্যাম্পগুলিতে হাজার হাজার যুবককে উন্নত সব সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আর এমনই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রায় ৩৯ মিনিটের একটি সামরিক মহড়ার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে তালিবানদের স্পেশাল ফোর্স "ভিক্টোরি-কমান্ডো"র বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও চিত্র দেখানো হয়েছে।

আল-হিজরাহ স্টুডিও থেকে প্রকাশিত "ভিক্টোরি-কমান্ডো" ফোর্সের নতুন ভিডিওটি দেখুন...

(বি.দ্র. -ডিলিট হওয়ার আগেই ভিডিওটি সরাসরি ইউটিউব থেকে দেখেনিন, কিংবা কোনো অ্যাপের মাধ্যমে ডাউনলোড করে নিন ইনশাআল্লাহ)

ইউটিউব লিংক - https://youtu.be/eRT2GlK2Cew

ডাউনলোড লিংক- (.mp4) 720p 581 MB

https://archive.org/details/victory-commando

https://gofile.io/d/rkUkvp

https://file.fm/u/at23w78yp

ডাউনলোড লিংক- (.mp4) 360p 169.4 MB

https://archive.org/details/victory-commando-.mp-4-360p

https://gofile.io/d/RTQViF

https://file.fm/u/bssvkkezf

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || আগস্ট ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/08/31/58857/

৩০শে আগস্ট, ২০২২

ফটো রিপোর্ট | অত্যন্ত উচ্চমানের সামরিক প্রশিক্ষণে ব্যস্ত সময় পার করছে তালিবান

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশটির বিশেষ পুলিশ ইউনিটকে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জানা যায় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের সকল স্পেশাল ফোর্সগুলিকে এই উন্নত প্রশিক্ষণের অধীনে সারা দেশে দ্রুতগতিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

জানা যায় যে, ইমারাতে ইসলামিয়া দেশের সকল সামরিক ইউনিটগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় করতে নতুন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে, এবার লোগার প্রদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৮০০ সৈন্য তাদের মাসিক পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। যারা এখন দেশের যেকোনো সেবার জন্য প্রস্তুত।

প্রশিক্ষিত এই সৈন্যরা, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত উন্নত সামরিক কৌশল এবং বিশেষ দক্ষতা শিখেছেন। তাঁরা শীঘ্রই ইমারাতে ইসলামিয়ার বিশেষ বাহিনীর পদে তাদের ব্যবহারিক পরিষেবা শুরু করবে। ইনশাআল্লাহ।

মূলত ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা নতুন এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অসাধারণ সক্ষমতা অর্জন করছেন। তারা যেমনিভাবে তাকওয়াবান, তেমনি সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিবেদিতপ্রাণ, কৌশলী, ধৈর্যশীল, উচ্চ মনোবল ও শৃঙ্খলায় তাঁরা অতুলনীয়। তাঁরা আফগান জনগণের জন্য আস্থা ও শান্তির প্রতীক, কিন্তু শত্রুর জন্য তাদের রয়েছে শুধু রাগ ও ক্রোধ।

একজন কমান্ডার জানান, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে আমরা ভেঙে পড়ব না, আমরা ক্লান্ত হব না, আমরা জনগণ থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নেব না এবং আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হব না। আমরা দৃঢ় ঈমানের আলোয় সজ্জিত ও শক্তিশালী এক বাহিনী। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এই পথে অবিচল থাকবো।

লোগার প্রদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/08/30/58854/

শারীরিক চর্চায় রত মুসলিম যুবকদের গ্রেফতার করে সন্ত্রাসী হিসেবে প্রচার

হিন্দুত্ববাদীরা ছলে বলে কৌশলে মুসলিমদের বদনাম করতে মাঠে নেমেছে। তারা চাইছে কোনভাবে মুসলিমদের উপর দোষ চাপিয়ে পুরিপুরি মুসলিম গণহত্যার কাজ শুরু করে দিতে। সেই অপচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এবার গত ১৩ জুলাই পাটনা পুলিশ তিনজন মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল।

গ্রেফতারকৃত তিন মুসলিম ব্যক্তি হলেন আতহার পারভেজ, ঝাড়খণ্ড পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ জালালুদ্দিন এবং আরমান মালিক। তাদের নামে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) মামলা হাতে নিয়েছে এবং দুটি এফআইআর দায়ের করেছে। অথচ, তারা কোন ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত নয়।

মানবাধিকার কর্মীদের একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল তদন্ত করে খুঁজে পেয়েছে যে পাটনার ফুলওয়ারি শরীফে আটককৃতরা নিরাপত্তা বাহিনী এবং হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার অভিযোগ ও অপপ্রচার অনুযায়ী কোনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

করেননি। হলুদ মিডিয়া ঘটনাটিকে ব্যবহার করে মুসলিম সম্প্রদায়কে বদনাম করেছে। এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে মেরুকরণ করে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে।

এখানে উল্লেখ্য। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলতে তারা মুসলিমদের ফরজ বিধান জিহাদকে বুঝায়। আর শারীরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া তো যেকোন ব্যক্তির অধিকার। কিন্তু মুসলিমরা নিলেই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের মনে জিহাদের আতঙ্ক জেগে উঠে, জুলুমের রাজত্ব হারানর ভয় জেগে উঠে। তাই তারা মুসলিমদের সামান্য শারীরিক কসরতটুকুও মেনে নিতে পারে না।

এবিষয়ে পাটনার সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) মানবজিৎ সিং ধিলোন বলেছে যে, "তারা নিজেদের মাঝে মিটিং করেছে এবং শারীরিক দিয়েছে যেমন আরএসএস শাখাগুলিকে শারীরিক প্রশিক্ষণ এবং লাঠি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।" তাহলে প্রশ্ন হল, তারা আরএসএস'এর প্রশিক্ষণ নেওয়া কাউকে কেন গ্রেফতার করে না? উত্তরটা এখন সবার কাছে স্পষ্ট।

পিইউসিএল (পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ) এর একটি দল ঘটনাটির সত্যতা বের করতে এলাকা পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় লোকজন ও অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে।

দলটি ১৮ আগস্ট পাটনায় প্রকাশিত তার ফ্যাক্ট-ফাইন্ড রিপোর্টে বলেছে, "পাটনার ফুলওয়ারি শরীফে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে,তারা কোনও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছিল না। এমন জনবসতিপূর্ণ জায়গায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ তোলা অত্যন্ত অবাস্তব।" মূলত মুসলিমদের বনাম করতেই এমনটা করা হয়েছে।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একেরপর এক মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই তালে হাওয়া দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো। একই চিত্র চলছে বাংলাদেশেও। হিন্দুরা নিজেরাই অপরাধ মূলক কাজ করে দোষ চাপিয়ে দেয় মুসলিমদের উপর। আর তাদের মিডিয়াগুলো সেসব রটনা যাচাই ছাড়াই প্রচার করে। এরা সকলে মিলে যেকোন অজুহাতে মুসলিম গণহত্যা ত্বরান্বিত করতে চাইছে; সে সতর্কতা পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাও দিয়েছেন। মুসলিমদের তাই এখন প্রতিরোধ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. No Terror Activities in Phulwari Shareef, Media Vilifying Muslims: Fact-Finding Report - https://tinyurl.com/4exyj4tp

---

চিকিৎসায় বাধা ইসরাইলের : বিনা চিকিৎসায় ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যু

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় সন্ত্রাসী ইরাইলি বাধার কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ৬ বছর বয়সি এক ফিলিস্তিনি শিশু। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজা উপত্যকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইসরাইলি

সেনাদের বাধার কারণে নেয়া যায়নি। অবশেষে রোববার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ৬ বছর বয়সি শিশু ফারুক আবু আবুল-নাজা।

বিবরণ অনুযায়ী, জেরুজালেম আল-কুদস শহরের হাদাসা এইন কেরেম হাসপাতালে আবুল-নাজার চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিল। কারণ, গাজার কোনো হাসপাতালে তার রোগের চিকিৎসা ছিল না। কিন্তু ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনি শিশুটিকে গাজা থেকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হাসপাতালটিতে নিয়ে যেতে দেয়নি।

হাদাসা হাসপাতালে আবুল-নাজার চিকিৎসার তারিখ ছিল গত জানুয়ারি মাসে। এজন্য সেখানে যেতে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের কাছে তার পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু সে আবেদন পর্যালোচনার নামে মাসের পর মাস সময় ক্ষেপণ করতে থাকে সন্ত্রাসী ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। আর এভাবে শিশুটিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ইসরাইলিরা।

উল্লেখ যে, দখলদার ইসরাইল ২০০৭ সালে গাজা উপত্যকার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। এর ফলে উপত্যকায় ব্যাপকভাবে বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ে এবং জীবনযাত্রার মান ভয়ঙ্করভাবে নিচে নেমে যায়।

উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিদের এমন অমানবিক অবরোধের পরও বিশ্ববাসী এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সন্ত্রাসবাদী পশ্চিমা বিশ্ব আফগানিস্তানে সিনেমায় নারীর দৃশ্য না থাকার ফলে মানবাধিকার ও নারী অধিকার খর্ব হয়েছে বললেও, ফিলিস্তিনে অবরোধের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবার বিষয়টি তাদের চোখে পড়ে না।

তথ্যসূত্র:

১। ইসরাইলি বাধায় চিকিৎসার অভাবে মারা গেল ফিলিস্তিনি শিশু- - https://tinyurl.com/yckbf78k

---

সেনা প্রত্যাহার না হলে কেনিয়ার রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে হামলার হুমকি আশ-শাবাবের

সম্প্রতি কেনিয়ায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এমনই এক মুহূর্তে কেনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে সামনে সামনে রেখে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

উক্ত চিঠিতে কেনিয়ার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বার্তা প্রদান করে আশ-শাবাব, যাতে কেনিয়ান সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী নীতির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোকপাত করা হয়েছে। বার্তায় বলা হয়, "কঠিন প্রতিযোগীতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের মাধ্যমে কেনিয়ান জনগণ নতুন এক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছে। সেই সাথে আরেকটি সুযোগ পেয়েছে সোমালিয়ায় কেনিয়ার অবৈধ আক্রমণের ব্যাপারে ভেবে দেখার। নির্বাচনের পুরো সময়জুড়ে পদপ্রার্থীরা সোমালিয়ায় আগ্রাসনের ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল। তাদের এই মৌনতা কেবল যুদ্ধকে বিলম্বিতই করবে, আর পশ্চিমাদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। একই সাথে কেনিয়ার জনগণ ও তাদের জাতীয় স্বার্থকে প্রবল ঝুঁকিতে ফেলবে।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিগত ১১ বছর ধরে সোমালিয়ায় চলমান কেনিয়ান আগ্রাসনে কেনিয়ার সেনারা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যেই এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। কেনিয়ান সেনারা তাদের ঘাঁটিতেই অবরুদ্ধ। যারা বাংকার থেকে বেরই হতে পারছে না। অপরদিকে মুজাহিদিনরা ক্রমেই কেনিয়ার সীমানার আরো অনেক ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে সামরিক অভিযান পরিচালনা করছেন। তারা কেনিয়ান সেনা ও সামরিক স্থাপনাসমূহে সফল অভিযান চালাচ্ছেন। আর কেনিয়ান সরকার দেশের মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে, কেনিয়ান সেনাদের হতাহতের সংখ্যা গোপন করছে। এমনকি তারা নিজ সেনাদের দাফনেও গাফিলতি করছে, ফলে গণকবরে তাদের দাফন করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে এরপর কেনিয়ান সেনাদের পৈশাচিক নৃশংসতার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়। তুলে ধরা হয় সোমালিয়ায় সামরিক অভিযানের নামে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা, জীবিকা কেড়ে নেওয়া ও লুটতরাজ করা সম্পর্কে। বলা হয় কেনিয়ান মুসলিমদের উপর দমন-পীড়ন, গুম ও গ্রেফতার সম্পর্কে।

এরপর কেনিয়ায় বসবাসরত মুসলিমদের উক্ত বার্তায় আহবান করা হয়, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থাকতে। তাদের বলা হয়, কেনিয়ান ও সোমালি মুসলিমদের সম্মিলিতভাবে দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। এসময় কুরআনুল কারীমের সূরা আত-তাওবাহ এবং আন-নাহল এর দুটি আয়াত এর উদ্বৃতি দিয়ে জনগণকে জিহাদ এবং হিজরতের আহবান করা হয়।

বিবৃতিতে সাধারণ কেনিয়ান জনগণ এবং সরকারকে লক্ষ্য করে বলা হয়, "আমরা বারবার আপনাদেরকে অবৈধ সামরিক আগ্রাসনের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছি। যতক্ষণ না আপনাদের সরকার মুসলিম ভূমির উপর আগ্রাসন অব্যাহত রাখবে, মুসলিমদের স্বার্থে আমরাও কেনিয়ার ভূখন্ডে আমাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখবো। আমরা কেনিয়ার শহরগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাবো, যতক্ষণ পর্যন্ত কেনিয়ার সেনারা আমাদের শহরগুলোতে অবস্থান করছে।"

"যদি নবনিযুক্ত সরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন অব্যাহত রাখে, তাহলে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীনও এই ওয়াদা করছে যে, তাঁরা শুধু দখলদার সেনা নয়, বরং কেনিয়ার প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানতে থাকবেন। যতদিন না সকল কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, যতদিন না আল্লাহর শরীয়াহ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, ততদিন আমরা আঘাত হানতে থাকবো। আর কেনিয়ার সরকারের কার্যক্রমই দেশটির ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে, তারা কোন পথে হাঁটবে। অতএব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।"

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে কনে গ্রেফতার, ইহুদি বর্বরতার শেষ কোথায়?

বিয়ে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আহকাম। দীর্ঘ অপেক্ষার কাঙ্ক্ষিত এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়েও ফিলিস্তিনিদের জীবনে নেমে এলো ইহুদি বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতা। ফিলিস্তিনি এক বর-কনের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুন্দর দিনটিকে মুহূর্তে মাটি করে দিল জালিম ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

গতকাল ২৮ আগস্ট অধিকৃত পশ্চিম তীরের আররাবা শহরে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকেই কিনা কনেকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল দখলদার ইহুদি বাহিনী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিয়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ওই কনেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বর্বর ইহুদি সেনারা।

অভিযান চালানোর সময় সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনারা টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে বিয়ের অনুষ্ঠান নষ্ট করে দেয়। বরকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সদস্য সন্দেহে অভিযানটি চালায় ইহুদিরা। এ সময় সেনারা বরকে গ্রেফতার করতে চাইলে কনেসহ অনেকেই বাধা প্রদান করে। এই সুযোগ বর পালিয়ে গেলে বেপরোয়া ইহুদিরা কনেকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

ইসরাইল সন্ত্রাসবাদের এমন বর্বর নজির স্থাপনের পরও কথিত সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, কথিত জাতিসংঘ, আরব-অনারব সবাই চুপ। অন্যদিকে, মন্টিনেগ্রোতে অলস ব্যাক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আয়োজিত অনুষ্ঠান প্রচারে ব্যস্ত দালাল মিডিয়াও এই ঘটনা নিয়ে কোন নিউজ করেনি! হলুদ মিডিয়ার কাছে মন্টিনেগ্রোর এমন নিরর্থক বিষয় ফলাও করে প্রচার করার মতো 'গুরুত্বপূর্ণ' মনে হলেও, ফিলিস্তিনি মুসলিম নারীকে বিয়ের আসর থেকে তার স্বামীর বদলে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অমানবিক নির্যাতনের খবরের কোন গুরুত্ব নেই তাদের কাছে।

মূলত মুসলিম হবার কারণেই কেউ ফিলিস্তিনের পক্ষে কেউ কথা বলছেনা। বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের কোন মানবাধিকার নেই, বেঁচে থাকার অধিকার নেই, কথা বলার অধিকার নেই। আর নিজেদের অধিকার নিজেরা আদায় করে নেওয়া ছাড়া মুসলিমদের সামনে আর কোন পথও নেই।

তথ্যসূত্র:

----

1. Police arrest bride in wedding dress in northern town as wanted groom flees-- https://tinyurl.com/7d5mhbke

2. ভিডিও লিংক-- https://tinyurl.com/yc3crj9z

3. ভিডিও লিংক- - https://tinyurl.com/3d59xurr

জরুরী অবস্থায় হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক জনগণের মাঝে ত্রাণ বিতরণের ৩টি ভিডিও চিত্র

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। দলটি তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জরুরি অবস্থার সময়গুলোতে মানুষদের পাশে বিভিন্ন সহায়তা প্যাকেজ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন।

সম্প্রতি দেশটিতে তীব্র খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাজার মানুষ। আর এসব ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সহায়তা করতে একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করেছে আশ-শাবাব। এই কমিটির জোরালো প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান পাচ্ছেন।

চলতি বছরের আগস্টে দলটির অফিসিয়াল আল-কাতায়াইব মিডিয়া এ নিয়ে একটি ভিডিও সিরিজ প্রচার শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত এই সিরিজের ৩টি ভিডিও সম্প্রচার হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনীটি চলতি বছরই সবচাইতে বেশি ত্রাণ বিতরণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে দেশের খরায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী এবং পানি বিতরণ। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বাড়িঘর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। আর এই ভিডিওগুলিতে সেই সব সাহায্য প্রচেষ্টারই কিছু কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছে আশ-শাবাব।

এদিকে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকার এই বছর খরায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ধীরগতি দেখিয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত বড় বড় তহবিলগুলো রাজনীতিবিদরা নিজেরাই ভোগ করেছে। কেউ কেউ আবার দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তা ব্যয় করেছে। এসব তহবিলের অর্থ খরচ করে তারা নির্বাচনে বিজয়ী হতে মাঠে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। আর এটি এমন সময় ঘটেছে, যখন মানুষ অনাহারে দিনাতিপাত করছিলো, দেশে দুর্যোগ চলছিলো।

যাইহোক আশ-শাবাব উমারাগণ এই পরিস্থিতিতে জনগণকে ভুলে জাননি। তাই তাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা দেশে ত্রাণ বিতরণ আর পুনর্বাসন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আল-কাতাইব কর্তৃক খরায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে সম্প্রচারীত ৩টি ভিডিও দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/08/30/58831/

২৯শে আগস্ট, ২০২২

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী কাশ্মীরি ছাত্রকে খুন

ভারতের গুজরাটে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক কাশ্মীরি মেধাবী ছাত্রকে খুন করা হয়েছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের বাসিন্দা তিনি। গত ২৮ আগস্ট ফাঁসিতে ঝুলানো অবস্থায় তাঁর রহস্যজনক লাশ উদ্ধার করা হয়।

সামির আহমদ নামের এই কাশ্মীরি ছাত্র গুজরাটের সর্দার পেটেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা নিয়ে এমএসসি করছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার মেধা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ধরণা করা হচ্ছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় ছাত্রদের হিংসার শিকার হয়েছেন তিনি।

তাঁর পিতা মুহাম্মদ শফি জানিয়েছেন, "আমার ছেলে কাপুরুষ ছিল না, সে আত্মহত্যা করতে পারে না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলিবল দলের ক্যাপ্টেন ছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেধাবী ছিল। আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই।"

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমরা চরম প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন। উপমহাদেশের ইহুদি খ্যাত হিন্দুরা মুসলিমদের প্রতি চরম হিংসার কারণে তুচ্ছ অযুহাতের সূত্র ধরে হত্যা করা এখন রুটিন মাফিক ঘটনা।

মুসলিমদের হত্যা করে ঘটনা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা, মুসলিমদের হত্যাকারীদের সাজা মওকুফ করে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার মতো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা। এবং অদূর ভবিষ্যতে এ সন্ত্রাসবাদ কোথায় গিয়ে থামে কারো জানা নেই।

এ অবস্থায় উপমহাদেশের মুসলিমদের নিজেদের রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার উচিৎ বলে মনে করেন ইসলামি বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. 22-year-old Kashmiri student found hanging in Gujarat- - https://tinyurl.com/4tyhxcu2

ভারতে আবারো মুসলিমদের নামাযে হিন্দুত্ববাদীদের বাঁধা

হিন্দুত্ববাদী ভারত কথিত গণতন্ত্রের দেশ দাবি করলেও মুসলিমদের কোন কিছুরই অধিকার নেই। মুসলিমদের হিজাব, নামাজ, কুরবানী, হালাল খাবার গ্রহণ সবক্ষেত্রেই হিন্দুত্ববাদীদের অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা।

কিছুদিন আগে লুলু মলে মুসলিমরা নামাজ পড়ার কারণে হিন্দুত্ববাদীরা বাধা দিয়েছিল। এবার গত ২৮ আগস্ট শনিবার হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্যরা ডিবি সিটি মলে মুসলিমদের নামাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। তারা হুমকি দিয়েছে, যদি এখানে নামাজ আদায় বন্ধ না করা হয় তবে তারা সেখানে হনুমান চালিসা পাঠ করবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের কর্মীরা ভোপালের সবচেয়ে বড় মলে নামাজ পড়ার কারণে আপত্তি জানিয়ে বিশৃঙ্খা তৈরী করছে। শুধু তাই হিন্দুত্ববাদী উগ্র গুণ্ডারা নামাজরত ১০-১২ মুসল্লিকে আটক করে হয়রানি করেছে।

বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্বে থাকা বজরং দলের বিভাগ সহ-সংযোজক অভিজিৎ সিং রাজপুত বলেছে, "আমরা গত এক মাস ধরে তথ্য পাচ্ছি যে কিছু লোক ডিবি মলের দ্বিতীয় তলায় নামাজ পড়ে। আমরা আজ সেখানে পৌঁছে ১০ থেকে ১২ জনকে নামাজরত অবস্থায় আটক করেছি।"

সন্ত্রাসী অভিজিৎ আরো বলেছে, "আমরা মলের নিরাপত্তা প্রধানের সাথে কথা বলেছি এবং তাদেরকে নামাজ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি, অন্যথায় বজরং দলের সদস্যরা সেখানে হনুমান চালিসা এবং সুন্দর কাণ্ড পাঠ করবে।"

এদিকে, উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার ধুলেপুর গ্রামে মসজিদ-মাদ্রাসা না থাকায় মুসলিম বাসিন্দারা এলাকার দুটি বাড়িতে নামাজ আদায় করতেন। মুসলিমদের নামাজ বন্ধ করতে ছজলেট থানায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৫ (২) এর অধীনে ১৬ থেকে ২৬ জনের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। এই সামান্য বিষয়ে মামলা নিয়েও মুসলিমদের হয়রানি করবে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। অথচ, হিন্দুরা গুম-খুন-ধর্ষণের মত অপরাধ করলেও মুসলিমরা মামলা করতে গেলে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মামলা নেয় না। মুসলিমদের উপর হয়রানি বন্ধেও কোন পদক্ষেপ নেয় না হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় কখনোই হিন্দুত্ববাদী আইন আদালত এগিয়ে আসবে না। যা করার মুসলিমদেরকেই করতে হবে। আর এই সত্যটাই হক্কানি উলামাগণ অনেক বছর ধরে মুসলিমদের বুঝিয়ে এসেছেন, যা আজ মূল্য দিয়ে অনুধাবন করতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Indian Express: Tension in Moradabad village over offering of mass prayer, 26 booked - https://tinyurl.com/56dnue5k

---

মার্কিন ড্রোন পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করছে : হুশিয়ারী তালিবানের

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব বলেছেন যে, মার্কিন ড্রোনগুলি পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যাবহার করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছে। এটি প্রতিরোধ করা উচিত।

গতকাল ২৮ আগস্ট রবিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে জাতির কাছে সরকারি জবাবদিহিমূলক কর্মসূচি আয়োজন করে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন। রাজধানীতে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভি ইয়াকুব এবং চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ক্বারী ফসিহউদ্দিন হাফিজাহুমুল্লাহ্।

সংবাদ সম্মেলন থেকে মুহাম্মদ ইয়াকুব (হাফি.) জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র মনুষ্যবিহীন (ড্রোন) বিমানগুলো তৃতীয় একটি দেশের আকাশসীমা হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছে। যে ড্রোনগুলি আফগানিস্তানের আকাশে টহল দিচ্ছে। আর আফগানিস্তানের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে মার্কিন ড্রোনগুলির এধরণের টহল একটি দেশের সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা বন্ধ করা উচিত। আর তৃতীয় কোনো দেশের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তার ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ব্যবহার করবে। কেননা এটি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন। আর এমনটি চলতে থাকলে এর শেষ পরিণতির জন্য তারাই দায়ী থাকবে।

এসময় সাংবাদিকরা জানতে চান যে, কোন তৃতীয় দেশের ভূখন্ড ব্যাবহার করে আফগানিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশ করছে মার্কিন ড্রোনগুলি?

সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মোল্লা ইয়াকুব (হাফি.) বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছাড়ার আগে আমাদের রাডার সিস্টেমগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে গিয়েছে, তাই কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব না। তবে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তথ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন বিমানগুলি পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করছে।"

এরপর সাংবাদিকরা বলেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগস্টের শুরুতে বলেছিল যে, আল-কায়েদা নেতা ড. আয়মান আয-যওয়াহিরি (হাফি.) আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন। এবিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

এর জবাবে মৌলভি ইয়াকুব বলেন, "আফগানিস্তানে আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের প্রধান নিহত হওয়ার বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দাবি মাত্র।"

২৮শে আগস্ট, ২০২২

বোরকা পরায় ইবি ছাত্রীকে শিক্ষিকার হুমকি, শিবির ট্যাগ লাগিয়ে হেনস্তা

পর্দা মুসলিম নারীদের অলঙ্ঘনীয় ফরজ বিধান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি ইসলামী শরিয়া বিধান না থাকায় মুসলিম নারীরা পদে পদে বোরকা, হিজাব এবং পর্দার কারণে ইসলামবিদ্বেষী কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন; হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। তাদেরকে বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে পর্দায় থাকা, বোরকা পরিধান আর শালীনতা মেনে চলাকে অসম্ভব করে তুলছে ইসলাম বিদ্বেষী চক্র। এসমস্ত কথিত মুক্তমনা আর ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারীরা মুসলিম নারীদেরকে বেহায়া, নির্লজ্জ বানাতে চায়।

গত সপ্তাহে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরকা পরা শিক্ষার্থী কে হেনস্থা করার পর, এবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) হলে আবাসিকতার জন্য সাক্ষাৎকারে বোরকা পরে অংশ নেওয়ায় শিবির ট্যাগ দিয়ে এক ছাত্রীকে হেনস্তা

করেছে মাহবুবা সিদ্দিকা নামের এক শিক্ষিকা। অথচ, সে নাকি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। সে খালেদা জিয়া হলের হাউজ টিউটর।

গত ২৩ আগস্ট হলের সিট বরাদ্দের জন্য সাক্ষাৎকারে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া ভুক্তভোগী ছাত্রী এক ছাত্র নেতার মাধ্যমে হেনস্তা না করার অনুরোধ করলে, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আবারো ভুক্তভোগীকে ডেকে হুমকি দেয় অভিযুক্ত শিক্ষিকা। বিষয়টি ফেসবুকে জানাজানি হলে বোরকা পরায় শিবির ট্যাগ দেয়া ও হেনস্তা করার তীব্র নিন্দা জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এদিকে বিভিন্ন সময় হলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে ওই শিক্ষিকা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে বলেও জানিয়েছে একাধিক শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, গত ২৩ আগস্ট খালেদা জিয়া হলের আবাসিকতা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার নেয় হল প্রশাসন। এ সময় বোরকা পরিহিতা ঐ ছাত্রীকে হেনস্তা করা হয়। পরে ওই ছাত্রী তার আত্মীয় এক সাবেক ছাত্র নেতাকে বিষয়টি জানান। পরে মাহবুবা সিদ্দিকার সাথে যোগাযোগ করে ওই ছাত্রীকে হেনস্তা না করার অনুরোধ করেন। পরে ২৪ আগস্ট হল প্রভোস্টের কার্যালয়ে ভুক্তভোগী ছাত্রীকে আবারো ডাকে মাহবুবা সিদ্দিকা। সে প্রভোস্টের কার্যালয়ে গেলে তাকে নানাভাবে হেনস্তা করে ও হুমকি দেয় ওই মাহবুবা সিদ্দিকা। এ সময় হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা সাথী, হাউজ টিউটর নাজমুল হুদা ও মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে।

এ সময় ভুক্তভোগীর রুমমেট বোরকা পরায় তাকে শিবির হিসেবে আখ্যা দেয় ঐ শিক্ষিকা। এছাড়া একই কারণে ভুক্তভোগী ছাত্রীকেও নানাভাবে শিবির প্রমাণের চেষ্টা করেছে। এ সময় বোরকা পরার ব্যাপারে মাহবুবা সিদ্দিকা বলেছে, 'সে আগে কেমন ছিলো আর এখন কি হয়েছে। একেবারেই আমুল পরিবর্তন। আমাদের তো সন্দেহ হবেই।'

একই সময় ছাত্রনেতা সাগরের মাধ্যমে অনুরোধ করার বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলেছে, 'আমি রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ছিলাম। চিনো তুমি আমারে? আমি কত পাওয়ার চালাইছিলাম তুমি জানো? তোমার এলাকার মেয়র টিটু ভাইকে চিনো? বইল্লা ঐখানে তোমারে পুইত্তা ফালামু। আমার বাড়ি কোথায় জানোস? আমার সাথে ফাইজলামি না? এলাকায়ও টিকতে পারবা না।' শিক্ষিকা নামধারী ঐ সাবেক ছাত্রলীগ নেত্রীর এ কেমন ভাষা! এরাই নাকি প্রগতিশীল, এরাই নাকি স্বাধীনতার চেতনাধারী!

ভুক্তভোগী ছাত্রী আরো বলেন, 'আমি হিজাব পরি আর হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাই না। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে বলা হয়েছে আমি নাকি শিবির করি। এছাড়া আমাকে একই কারণে হেনস্তা করেছেন ও হুমকি দিয়েছেন।'

মুসলিমদের অবহেলা আর গাফিলতির কারণে আজ সর্বক্ষেত্রেই ইসলামবিদ্বেষী, নাস্তিকমনা আর ব্যক্তি পূজারীরা ক্ষমতার দাপট নিয়ে বসে আছে। তারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে উপহাস করছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। ইসলামী পোশাককে বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করছে। তারা ইসলামের সামান্য নিদর্শনকেও মানতে পারেনা। তারা চায় মুসলিমরাও পশ্চিমাদের মত বেহায়া হয়ে যাক।

ইসলামিক চিন্তাবিদগণ তাই মুসলিমদেরকে এখনই সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন যদি সোচ্চার না হলে, অচিরেই এমন সময় আসবে যখন পাশের দেশ ভারতের মতো বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলামিক পোশাক নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এখনই এসব ইসলামবিদ্বেষীদের প্রতিরোধ না করা গেলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

----

১. বোরকা-পরা-নিয়ে-ইবি-ছাত্রীকে-শিক্ষিকার-হুমকি-অতঃপর.. - https://tinyurl.com/yc5xnehj

---

সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা : হতাহত ১৫ বুরকিনান সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে এক বিস্ফোরণের ঘটনায় দেশটির ১৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ৯ আগস্ট বুরকিনা ফাঁসোর বাম প্রদেশে একটি অতর্কিত হামলার কবলে পড়ে দেশটির ''FDS' সামরিক বাহিনী। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয় এবং ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর আঞ্চলিক বুরকিনা-বে শাখা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। শাখাটি জানিয়েছে যে, বুরকিনান প্রশাসনের সশস্ত্র 'FDS' বাহিনীর সদস্যরা যখন রাস্তা অতিক্রম করছিল, তখন তাদের সামরিক কনভয় লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এরপরে মুজাহিদগণ কনভয়টির সেনা সদস্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। আর তখনই হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

বুরকিনা ফাঁসোর সরকার সম্প্রতি আল-কায়েদা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিকে ইসলামি বিশ্লেষকগণ পশ্চিম আফ্রিকায় জেএনআইএম'এর ইসলামি সীমানা বৃদ্ধির পক্ষে অনুকুল বলে মন্তব্য করেছেন, যার সঠিক ব্যাবহার প্রতিরোধ যোদ্ধারা করবেন বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেছেন তাঁরা।

এক বছর পর ফিলিস্তিনি নারীর লাশ ফেরত দিল মানবতার শত্রু ইসরাইল

বিনা বিচারে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের হত্যার পর তাদের লাশ ফেরত না দেওয়ার, কিংবা মৃত্যুর অনেক দিন পর এমনকি অনেক বছর পর লাশ ফেরত দেওয়ার এক অমানবিক চর্চা শুরু করেছে বর্বর ইসরাইল। পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে একের পর একে নিজেদের রেকর্ড ছাড়িয়ে মানবতার সকল সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে জায়নবাদী এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি।

গত বছর জুন মাসে ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে গাড়ি চালানো অবস্থায় দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর টার্গেট করা গুলিতে নিহত হন এক ফিলিস্তিনি নারী। মাই আফানা নামের ঐ নারী ফিলিস্তিনের একটি কলেজের শিক্ষিকা ছিলেন। নিজ কর্মস্থলে যাবার সময় মাত্র ২৯ বছর বয়সেই সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে নিহত হন তিনি। তিনি ছোট্ট এক মেয়ে সন্তানের মা ছিলেন।

গুলিতে খুন হওয়ার পর এই সম্মানিত নারীর লাশকে নিয়ে যায় নাপাক ইহুদি সেনারা। দীর্ঘ এক বছর পর গত ২৪ আগস্ট এ নারীর লাশ ফেরত দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। একজন সম্মানিতা নারীর লাশের সাথে এমন অসভ্য আচরণ করার পরেও কেউ কিচ্ছুটি বলছে না।

ফিলিস্তিনি কমিশন অফ ডিটেনিজ জানিয়েছেন, তিনি ছাড়াও ইসরাইলের কাছে আরও ১০৪ জন নিহত ফিলিস্তিনি আটক রয়েছে। বিভিন্ন সময় নানা অযুহাতে খুন ও ইসরাইলি কারাগারে বন্দী অবস্থায় নিহত লাশ আটকে রেখেছে ইসরাইল। বছরের পর বছর ধরে লাশ আটকে থাকলেও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করছেনা জালিম ইসরাইল।

কথিত নারীবাদী আর প্রগতিবাদীরা শুধুমাত্র নারীদের অশ্লীল পোশাক পরার আর নোংরামির সীমা অতিক্রমের প্রতিযোগিতা করার 'স্বাধীনতা'র পক্ষে কথা বলে। সম্মানিতা স্বাধীনা নারীদের ইজ্জত-আব্রুর বা শালীন পোশাকের স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা একদমই মাথা ঘামায় না, টু শব্দও করে না। এমনকি নারীর লাশের সাথে এমন অমানবিক আচরণের পরেও কথিত 'সভ্য' জগত আর মানবতার ধ্বজাধারীরা একদম নীরব।

মুসলিম জাতির দুর্বলতা আর মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর গাদ্দারীর সুযোগ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই করে যাচ্ছে জালিম ইহুদিরা। উম্মার সম্মানিত নারীদের সাথে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর সাথে যে ব্যবহার করছে ইতিহাসে তা বিরল।

তথ্যসূত্র:

----

1. ‘Israel’ hands over body of slain Palestinian woman killed last year by Israeli forces - https://tinyurl.com/bdd5fa8k

---

২৭শে আগস্ট, ২০২২

আফগানিস্তানে সিআইএ’র মনস্তাত্ত্বিক লড়াই : তালিবানের বিরুদ্ধে এবার গর্ভবতী নারী হত্যার 'নিরেট' প্রপ্যাগান্ডা!

ঘটনাটি ২০১০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারীর এক রাতের। ক্রুসেডার মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট ঘোষণা করেছে যে, তারা আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের খাতাবা এলাকায় একদল (তালিবান) বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে। এসময় তারা একটি ঘরে আটকে রাখা ৩ মহিলার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে। যাদেরকে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো।

ন্যাটোর এমন দাবির পর পরই ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত মিডিয়াগুলো বিশ্বের সামনে এটিকে "তালিবান কর্তৃক একটি অনার কিলিং" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

জানা যায় যে, ঐ ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া নিহতদের মধ্যে দুই নারীই ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। সব মিলিয়ে ঐ বাড়িতে মোট ৭ জন নিহত হন।

হলুদ মিডিয়াগুলো সংবাদটিকে তখন খুব ফলো করে প্রচার করে। যার মাধ্যমে তারা "তালিবানদের হিংস্র এবং গর্ভবতী মহিলাদের হত্যাকারী" হিসেবে বিশ্বের সামনে ছবি আঁকার চেষ্টা করে। অপরদিকে এই হামলা দ্বারা মিডিয়াগুলি আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের বৈধতা দিতে বিশ্বকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, এই "বর্বর" তালিবানদের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতেই ন্যাটো আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে।

হামলার বিষয়ে পেন্টাগনের বিবৃতি

আমরা হামলার মূল ঘটনার সত্যতা জানার আগে, অভিযানটি নিয়ে সিআইএ ও পেন্টাগনের প্রোপাগান্ডা মূলক বিবৃতিটি একবার দেখে নিই -

"সিআইএ-এর তথ্যের ভিত্তিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে পাকতিয়া প্রদেশে একটি যৌথ অভিযান চালায় ন্যাটো-আফগান বাহিনী। যেখানে জঙ্গিদের কার্যকলাপের তদন্ত করতে গিয়েছিল সামরিক বাহিনী। পরে যৌথ বাহিনী গার্ডেজ জেলার খাতাব গ্রামের একটি আবাসিক কম্পাউন্ড ঘেরাও করে। তখন বিদ্রোহীরা কম্পাউন্ড থেকে তাদের উপর গুলি চালায়। তখন সেখানে উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই শুরু হয়, বেশ কিছু বিদ্রোহী নিহত হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুরুষ, মহিলা ও শিশু পালিয়ে যায়। তবে ন্যাটো বাহিনীর হাতে ৮ বিদ্রোহী আটক হয়। কম্পাউন্ডের ভিতরে, সৈন্যরা তিনজন মহিলার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। সেনারা ঘরে ঢুকার আগেই যাদেরকে গলা কেটে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।"

প্রোপাগ্যান্ডার জন্য সিআইএ-র ভুল টার্গেট নির্ধারণ

আফগান যুদ্ধের শুরু থেকেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা "সিআইএ" তালিবানদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধেরই একটি অংশ ছিলো তালিবানদের বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এতে সিআইএ সফলও ছিলো।

কিন্তু ২০১০ সালে, প্রোপাগান্ডার অংশ হিসাবে পাকতিয়ায় পরিচালিত হামলাটি ছিলো সিআইএ-এর একটি ভুল টার্গেট নির্ধারণ। ফলে তাদের এই প্রোপাগান্ডা জনগণের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে। কেননা তারা উক্ত প্রোপাগান্ডার জন্য যেই বাড়িটিকে টার্গেট করেছিলো, তা ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রশিক্ষিত এবং তাদেরই হয়ে কাজ করা গোলাম তাজিক পুলিশ কমান্ডার মোহাম্মদ দাউদ শারাবুদ্দিনের। তাছাড়া এই পরিবারের একাধিক ব্যাক্তিই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ফলে এই পরিবার কণ্ঠস্বর দেশের জনগণ সহজেই চিনতে সক্ষম হয়। অপরদিকে সিআইএ'র প্রোপাগ্যান্ডার বস্তুতে পরিণত হওয়া এমন হাজারো পরিবার রয়েছে, যাদের কণ্ঠস্বর বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছাতে পারেনি। কেননা তারা ছিলেন বেসামরিক হতদরিদ্র জনগণ।

যাইহোক, তখন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করে পাকতিয়া প্রদেশের পুলিশ প্রধান আজিজ আহমেদ ওয়ার্দাকী। তিনি জানান যে, বাড়িতে মার্কিন বাহিনীর হামলায় নিহতদের ৩ জন ছিলেন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। যাদেরকে মার্কিন বাহিনী "তালিবান জঙ্গি" বলে দাবি করেছে। তিনি বলেন, বাড়িতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি এমন সময় ঘটেছে, যখন বাসিন্দারা একটি শিশুর জন্মদিন উদযাপন করছিল।

আফগান সংবাদ মাধ্যম pajhwoh কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশটির সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম দস্তগীর জানান যে, মার্কিন বিশেষ বাহিনী দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাকতিয়া প্রদেশে একই পরিবারের চার সদস্যসহ একজন জেলা গোয়েন্দা প্রধানকে গুলি করে হত্যা করেছে। যেখানে গোয়েন্দা কর্মকর্তা দাউদ এবং তার পরিবারের সদস্যরা তার ছেলের জন্মদিন উদযাপন করছিলো। কিন্তু বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশী সেনারা গোয়েন্দা কর্মকর্তার বাসভবনে অভিযান চালায়। তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে দাউদ, তার ভাই জহির, অ্যাটর্নি অফিসের একজন কর্মচারী এবং তিনজন নারী রয়েছেন।

নৃশংস হত্যাকান্ডের বিবরণ

দুঃখজনক যে, সিএনএন সহ পশ্চিমা মিডিয়াগুলো এই হামলার সামান্যতম তদন্ত ও সন্দেহ ছাড়াই ঘটনাটিকে এমনভাবে প্রচার করেছে, যেমনটা ন্যাটো দাবি করেছে। একইসাথে মিডিয়াগুলি হামলার প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকার বাসিন্দাদের দাবিকেও তখন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছে।

ফলে সংবাদ মাধ্যম 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' এর সাংবাদিক আমির শাহ, হামলার বিষয়ে পেন্টাগনের দাবির পর্যালোচনা শুরু করেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে তিনি নিহতদের স্বজনদের সাথে ফোনে কথা বলেন। যখন তারা নিহতদের মৃত্যুর জন্য ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীকেই দায়ী করে।

পরিবারের হামিদুল্লাহ নামক এক সদস্য জানান যে, তারা প্রায় ২০ জনের মত বাড়িতে একটি ছেলের জন্মদিন উদযাপন করতে জড়ো হয়েছিলেন। আর মার্কিন বিশেষ বাহিনীর একটি দল কম্পাউন্ডটি ঘিরে ফেলে। তখন

একজন লোক এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে উঠানে বের হয়ে আসেন। ঠিক তখনই মার্কিন বাহিনী তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর পুলিশ কমান্ডার দাউদ বাড়ি থেকে বের হন ঘটনার বিষয়টি জানার জন্য। তখন মার্কিন বাহিনী তাকেও গুলি করে হত্যা করে।

এরপর বর্বর মার্কিন বাহিনী বাড়ির অন্যদের জোর করে উঠোনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে এবং তাদের হাত পিঠের পিছনে বেঁধে রাখে। এরপর হামিদুল্লাহ আর বিস্তারিত বলতে পারেন নি, বরং তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

Commentary

U.S.-led forces in Afghanistan are committing atrocities, lying, and getting away with it

COMMENTARY | March 22, 2010

Jerome Starkey recently reported for The Times of London about a night raid on Feb. 12 in which U.S. and Afghan gunmen opened fire on two pregnant women, a

Abdul Ghafar mourns at the grave of a family member killed in a NATO night raid on Feb. 12. (photo: The Times)

পরিবারের অন্য একজন সদস্য জানান, মহিলাদের প্রথমে গুলি করে হত্যা করে মার্কিন বাহিনী। এরপর তাদেরকে আলাদা একটি কক্ষে নিয়ে যায় সেনারা। সেখানে নিয়ে মহিলাদের কাপড় সরিয়ে তথ্য নষ্ট করতে শুরু করে মার্কিন সেনারা। প্রথমে তারা ধারালো ছুরি দিয়ে গুলি লাগার স্থানগুলো কাটে ফেলে এবং বুলেট বের করতে গর্ভবতী মহিলাদের পেটও কর্তন করে। এরপর তারা বুলেটের স্থানগুলো মেডিসিন দিয়ে ধুয়ে ফেলে। সর্বশেষ মহিলাদের গলা কেটে তাদের মৃত দেহগুলো ঝুলিয়ে দেয় সন্ত্রাসী মার্কিন সেনারা।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের এক মাসেরও (১৬ মার্চ) বেশি সময় পরে, "টাইমস অফ লন্ডন" এই ঘটনা সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যাতে উঠে আসে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ন্যাটোর বানানো গল্পের সত্যতা। যাতে প্রকৃতপক্ষে ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে বাসিন্দাদের দেওয়া ভয়ঙ্কর সব তথ্য উঠে আসে।

দুনিয়াজুড়ে নিজেদের সকল অন্যায় যুদ্ধের পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে আনতে এবং জনমতকে প্রভাবিত করতে এভাবেই সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা তার হলুদ মিডিয়া-কে ব্যাবহার করে মিথ্যা-বানোয়াট তথ্য প্রচার করে থাকে। আফগানিস্তানে আগ্রাসনের ২০ বছর ধরেই তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য সব প্রোপ্যাগান্ডা চালিয়ে আসছে, যা এখনো চলমান। আফগান ছেড়ে যাওয়ার পরেও তারা এখন আফগান নারীদের শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক প্রোপ্যাগান্ডা চালাচ্ছে। আবার আফগআনিস্তানের সাময়িক আর্থিক মন্দার জন্য তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তালিবান

প্রশাসনকেই দায়ী করার প্রানান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তারা যে জোচ্চুরি করে আফগান সাধারণ জনগনের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আটক করে রেখেছে, সেই বিষয়ে কিন্তু তাদের দালাল মিডিয়াগুলো তেমন কিছুই বলে না। কি নিকৃষ্ট পর্যায়ের মিথ্যুক আর নির্লজ্জ এরা!

এখন তারা আফগান নারীদের শিক্ষা আর শিশুদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার! আর যখন বিদেশি আগ্রাসন চলাকালে তাদের 'সভ্য' সৈনিকরা হাজার হাজার আফগান নারীকে হত্যা-ধর্ষণ করেছে, এবং হাজার হাজার শিশুকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, দালাল মিডিয়া বা ডলার-পোষ্য কথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে তখন তাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছুটি বলতে শোনা যায়নি। তবে উম্মাহর নারী-শিশুদের জান-মাল-ইজ্জত রক্ষায় যারা বদ্ধপরিকর, সেই মহান মুজাহিদদের বেলায় তারা তিলকে তাল বানিয়ে মিথ্যা-বানোয়াট রটনা রটাতে যারপরনাই সিদ্ধহস্ত।

নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে তারা উম্মাহর সেই মহান সন্তানদেরকে জনগনের সামনে কলুষিত করার চেষ্টা করেছে ও করছে, যারা কিনা নিজের সন্তানের হাসিমুখের পরোয়া না করে আগ্রাসী শত্রুর মোকাবেলায় নিজেদের যান-মাল উজার করে দিচ্ছেন, যাদের দিন-রাত কাটে উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনে রবের সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তায়, যাদের দিন কাটে যুদ্ধের ময়দানে আর রাত কাটে জায়নামাজে।

তবে, ষড়যন্ত্র সর্বশেষে ষড়যন্ত্রকারীর উপরই বর্তায়। অটল মনোবল আর পর্বত-টলানো বিশ্বাসের সামনে মিথ্যা ফিকে হয়ে যায়, আঁধার চিড়ে বের হয়ে আসে আলো। সন্ত্রাসী মার্কিনীদের এই মিথ্যাচার তাদেরকে না রক্ষা করতে পেরেছে আফগানিস্তানে, আর না রক্ষা করতে পারছে সোমালিয়া এবং অন্যান্য ভূখণ্ডে। তাদের এই চতুর্মুখি ষড়যন্ত্র আর প্রোপ্যাগান্ডার জাল ছিন্ন করে উম্মাহর বীর সন্তানেরা অচিরেই নতুন দিগন্তের সুচনা করবেন ইনশাআল্লাহ্। আফগানের মতোই বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে তাঁরা উড়াবেন উম্মাহর বিজয়কেতন। সত্য প্রবল বেগে উদ্ভাসিত হচ্ছে, আর মিথ্যা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হতে যাচ্ছে; কারণ মিথ্যার ধর্মই হলো- তা ধ্বংসশীল।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

তথ্যসূত্র:

1. Bodies found gagged, bound after Afghan 'honor killing' http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/02/12/afghanistan.bodies/index.html
2. How Americans are propagandized about Afghanistan https://www.salon.com/2010/04/05/afghanistan_34/
3. https://www.nytimes.com/2010/04/06/world/asia/06afghan.html?hp

---

পবিত্র কাবার ইমামকে ১০ বছরের কারাদন্ড দিলো জালেম সৌদি শাসকগোষ্ঠী

পবিত্র কাবা শরীফের প্রধান ইমাম শায়খ সালেহ আল-তালিবকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন সৌদি আরব সরকার। এর আগে তিনি আদালতের রায়ে জামিন পেয়েছিলেন। কিন্তু সৌদি আরবের দালাল শাসকগোষ্ঠী তার জামিন বাতিল করে এই সাজা ঘোষণা করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গণমাধ্যম মিডল ইস্ট আই'এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কী কারণে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখা জানায়নি সৌদি সরকার। ৪৮ বছর বয়সী আল-তালিবকে ২০১৮ সালের আগস্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন তিনি কাবার ইমাম ছিলেন। সে সময় তিনি খুৎবায় পবিত্র ভূমি মক্কা-মদিনায় পশ্চিমা গানের কনসার্ট, সিনেমাহল চালুসহ শরিয়াতের বিধিনিষেধের সাথে সৌদ শাসকগোষ্ঠীর অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে সৌদি শাসকগোষ্ঠী।

পবিত্র ভূমি মক্কা-মদিনায় যারাই ইসলামের পক্ষে কথা বলছেন তাদেরকেই বরণ করতে হচ্ছে অন্ধকার কারাগার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জন্মভূমি আজ যেন পশ্চিমাদের জন্য স্বর্গরাজ্য! আর হকপন্থীদের জন্য কারাগার। বহু বছর ধরেই হকপন্থী আলেমদের সাথে এরকম করে আসছে সৌদির শাসকগোষ্ঠী।

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে মুহাম্মদ বিন সালমানের ইসলাম বিরোধী অপকর্মের বিরোধিতা করায় বন্দী উলামায়ে কেরামের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে শায়খ ওয়ালিদ আল-সিনানী, শায়খ আলী আল-খুদাইর, শায়খ নাসির আল-ফাহদ, শায়খ আহমদ আল-খালিদি, শায়খুল মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-উলওয়ান, শায়খ খালেদ আর-রশিদ, শায়খ সাউদ আল-হাশিমি, শায়খ সুলাইমান আল-রাশোদী,শায়খ আব্দুল্লাহ আল-হামিদ, শায়খ ইব্রাহীম আল-সাকরান, শায়খুল মুহাদ্দিস আব্দুল আজীজ আত-তারিফী অন্যতম। এছাড়াও আরও বহু আলেম সৌদি শাসকদের রোষানলে পড়ে কারাগারে দিনযাপন করছেন।

বর্তমান সৌদি শাসকগোষ্ঠী শরিয়াতের পক্ষাবলম্বনকারী আলেমদের উপর এতটাই বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তাদের একেকজনকে ২৫ থেকে ৩০ বছরের কারাদন্ড দিয়ে বন্দী করে রেখেছে। আমারা দোয়া করছি আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁদেরকে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন, আমীন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Saudi Arabia: Former imam of Mecca's Grand Mosque jailed for 10 years-- https://tinyurl.com/54nerp2x

---

মালিতে কুফ্ফার বাহিনীর মৃত্যুদূত হয়ে আবির্ভূত হচ্ছে আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ফলে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও রুশ ভাড়াটিয়া সেনা ওয়াগনার অনেকটাই দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আঞ্চলিক গণমাধ্যমগুলো দাবি করছে যে, চলতি মাসের শুরু থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত দেশটিতে প্রায় **২৪** টিরও বেশি অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা। যার মধ্যে **১০** টিই চালানো হয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স ও রুশ ভাড়াটিয়াদের উপর, ২টি অভিযান চালানো হয়েছে আইএস সন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, যার একটি এখনো চলমান রয়েছে। মুজাহিদগণ তাদের বাকি অভিযানগুলো চালিয়েছেন গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর উপর।

তবে প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর অফিসিয়াল সংবাদ মিডিয়া এখন পর্যন্ত ১১টি হামলার তথ্য নথিভুক্ত করেছে।

যার একটি চালানো হয়েছে গত ৭ আগস্টে মালির কুরী অঞ্চলে, যেখানে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হাতে ৩ মালিয়ান সেনা বন্দী হওয়া সহ আরও ৫ সেনা নিহত হয়েছে; বন্দীদের মাঝে উচ্চপদস্থ এক অফিসারও ছিলো। এছাড়াও মুজাহিদগণ বেশ কিছু যান ও অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

'জেএনআইএম' এর মিডিয়া শাখা আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে জানা গেছে যে, দলটির বীর যোদ্ধারা চলতি মাসে মালির বোনি এবং তোউলা অঞ্চলেও ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

যার একটি চালানো হয় গত ১৬ আগস্ট, বোনি অঞ্চলে। যেখানে মুজাহিদগণ রুশ ভাড়াটে "ওয়াগনার" বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। এতে সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় যানটিতে থাকা সেনারা হতাহত হয়। তবে এই হামলায় রুশ ভাড়াটে বাহিনীর কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার বিবরণ জানা যায় নি।

এর পরের দুটি হামলা চালানো হয় গত ২১ আগস্ট মালির তোউলা অঞ্চলে। উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের উভয় হামলার টার্গেটে পরিণত হয় মালিয়ান ও রুশ ভাড়াটিয়া বাহিনীর যৌথ সামরিক ইউনিটগুলো। অঞ্চলটিতে মুজাহিদদের অতর্কিত হামলার ফলে দিশাহারা হয়ে পড়ে কুফ্ফার বাহিনীর সৈন্যরা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েকটি সাঁজোয়া যান। এদিকে হামলার আকস্মিকতা সামলাতে না পেরে ওয়াগনার ও মালিয়ান সেনারা পজিশন ছেড়ে পিছু হটে, এবং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তবে পালানোর চেষ্টা করার আগেই মুজাহিদদের আঘাতে বেশ কিছু রুশ ও মালিয়ান সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই সাথে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর ফেলে যাওয়া দুটি মোটরসাইকেলও জব্দ করেন।

বিশ্লেষকরা তাই আশা প্রকাশ করেছেন যে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় দিশেহারা রাশান ভাড়াটেরাও অতি দ্রুতই হয়তো ক্রুসেডার ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মালি ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করবে, ইনশাআল্লাহ্।

পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি : বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বার্তা

পার্বত্যাঞ্চলে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় পাহাড়ি আঞ্চলিক দুই সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর মধ্যে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

গত ২৬ আগস্ট ভোর ৫ টায় গোলাগুলি শুরু হয়ে আনুমানিক কয়েকঘন্টা ঘন্টা এই বন্দুক যুদ্ধ চলে। থেমে থেমে দিনভর গুলির শব্দ শোনা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এর আগে গত ২৪ আগস্টও তাদের মধ্যে ভয়াবহ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় উভয় পক্ষই শত শত রাউন্ড গুলি বিনিময় করে। ঘটনার সময় আহত ও নিহতদের লাশ সন্ত্রাসীরা সরিয়ে ফেলায় এবং ঘটনা স্থল দুর্গম ও উপজাতি সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় হতাহতের সঠিক খবর জানা যায়নি। তবে স্থানীয়রা জানিয়েছেন হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি।

উভয়ই সশস্ত্র সংগঠনই পার্বত্য অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসব উপজাতি সন্ত্রাসী বাংলাদেশিদের দখলদার আখ্যা দিয়ে থাকে। এবং নিজেদের চট্টগ্রামের প্রকৃত নাগরিক মনে করে তারা। এ দুটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে আরো অনেক সশস্ত্র দলের উপস্থিতি রয়েছে। শুরুতে তারা কথিত শান্তিবাদী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, ধীরে ধীরে তারা পার্বত্য অঞ্চলে আলাদা নতুন খ্রিস্টান রাজ্য গড়ে তুলতে কাজ শুরু করে।

এগুলোর মধ্যে কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে খ্রিস্টানদের এ সংগঠনটি বাংলাদেশ বিরোধিতায় সবার শীর্ষে। সম্প্রতি অনলাইনে পোস্ট কর বিভিন্ন ভিডিওতে তারা স্বাধীন পার্বত্য অঞ্চল গঠনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে অচিরেই হামলা শুরু করার কথা বলেছে। তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে পূর্ব-ভারত ও মিয়ানমারের খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতেও। জানা যায় তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করছে পশ্চিম বিশ্বের কিছু দেশসহ ভারত ও মিয়ানমার সরকার।

এখানে উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাশেল যখন বাংলাদেশে সফর করেছিল, সেসময় সে পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি সন্ত্রাসীদের পক্ষে কথা বলেছে বলে জানা গেছে। তাদের অভিযোগ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেখানে উপজাতি সন্ত্রাসীদের সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। তাদের এই অভিযোগের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলের সন্ত্রাসীরা আন্তর্জাতিক মদদপুষ্ট।

ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, এসব সন্ত্রাসীরা যখন পার্বত্য অঞ্চলে আলাদ খ্রিস্টান রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চূড়ান্ত উদ্যোগ নিবে, তখন কথিত এই জাতিসংঘ তাদের পক্ষেই কাজ করবে। যেমনটা তারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরকে আলাদা একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র হতে কাজ করেছে। তাই এখনই যদি বাংলাদেশের মানুষ এ বিষয়ে সচেতন না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আলাদা একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র।

তথ্যসূত্র:

১। বাঘাইছড়িতে পাহাড়ি আঞ্চলিক দুই সশস্ত্র সংগঠনের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত - https://tinyurl.com/3k2t2vh4

আসামে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফের গুলিতে মুসলিম মৎস্যজীবী খুন

আসামের দক্ষিণ সালমারা জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মনিরুজ্জামান নামে একজন মুসলিম জেলেকে গুলি করে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তিনি গত ২৪ আগস্ট বুধবার রাতে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলতে গিয়েছিলেন। তখনই হিন্দুত্ববাদী সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যরা তাকে গুলি করেছে।

দক্ষিণ সালমারা জেলার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (বর্ডার) সাইফুর আলি পিটিআই নিউজ এজেন্সিকে গুলির ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেছে, মনিরুজ্জামান, যিনি মাছ ধরার জন্য জাল ফেলতে গিয়েছিলেন, তাকে গুলি করেছে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ। এবং বাড়ি ফেরার পথে তিনি মারা গেছেন।

এক মুসলিমকে খুন করার পর দক্ষিণ সালমারায় মুসলিমদের মাঝে ভয় ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মুসলিমদের ভয় দেখাতে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে উপস্থিতি বাড়িয়ে কড়াভাবে টহলদারি করেছে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল গাদ্দার পুলিশ।

এভাবেই নিরপরাধ মুসরিমদের খুন করে চলেছে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী। সীমান্তজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে মারাঠা বর্গিদের এই উত্তরসুরিরা। এপার-ওপার কোন দেশের মুসলিমদেরকেই বাদ দিচ্ছে না সন্ত্রাসী বিএসএফ। অথচ আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে কোন হিন্দু নিহত হওয়ার খবর খুব কমই শুনেছি।

পাঠক তাই বুঝে নিন, হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ কি উদ্দেশ্যে সীমান্তে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের হত্যার বিষয়টা সকলের গা-সওয়া করা, এবং সীমান্তে তাদের যেকোনো আগ্রাসনকেও সাধারণ বিষয় বানিয়ে ফেলা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Assam: Muslim Fisherman shot dead near Bangladesh border, locals allege BSF personnel fired - https://tinyurl.com/3ypcty9t

---

২৬শে আগস্ট, ২০২২

পিএইচডিধারীদের শিক্ষকতায় প্রত্যাখ্যান- কাশ্মীরি মুসলিমদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের এক নির্বিবেক আচরণ

মুহাম্মাদ তাহির, ৩৬ বছর বয়সী এই যুবক ২০০৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং সেই বছরই কাশ্মিরে ফিরে আসেন। তাহির তখন ছিলেন অনেক খুশি কারণ তার চিন্তায় তখন বিরাজ করছিল তাঁর সুন্দর ভবিষ্যৎ। তার বাবা ছিলেন একজন দোকানদার, সাত জনের পরিবারে একমাত্র

উপার্জনকারী ব্যক্তি। তাহিরের পরিবার তার পোস্ট-গ্র্যাজ্যুয়েশন শেষে তার কর্মজীবন শুরু করার ব্যাপারে ছিল অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত।

তাহির যখন কাশ্মিরে আসেন, তখন সেখানে শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হবার শেষ সুযোগ ছিল। তাহির যেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে এবং তার যেন সময় নষ্ট না হয় সেজন্য তার মা নিজের গহনা বিক্রি করে দেন। এরপর তাহির তাঁর বিশের দশকের শুরুর দিকেই "শান্তি ও দ্বন্দ্ব শিক্ষা" (পিস এন্ড কন্‌ফ্লিক্ট স্টাডিজ)-এ তার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। একই বিষয়ে তিনি জাপানের 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জাপান'-এ তাঁর দ্বিতীয় পোস্ট-গ্র্যাজ্যুয়েশন সম্পন্ন করেন।

জাপানে একই বিষয়ে দ্বিতীয় দফায় পোস্ট-গ্র্যাজ্যুয়েশন সম্পন্ন করার ব্যাপারে তাহির বলেন যে, ২০১০ সালের কাশ্মির বিদ্রোহ সেখানের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই পড়াশোনাকে ব্যাহত করে। এবং এ কারণেই তিনি জাপানে গিয়ে একই বিষয়ে দ্বিতীয় দফায় তার পোস্ট-গ্র্যাজ্যুয়েশন সম্পন্ন করেন।

জাপান থেকে তিনি আয়ারল্যান্ডের 'ডাবলিন সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভর্তি হন। সেখানে তিনি "রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পিএইচডি শেষে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই সহকারী অধ্যাপক হিসাবে চাকরি পান। তার পরিবার তখন খুশি ছিল। কিন্তু এক বছর পরেই ২০২০ সালে কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

তাহির নিশ্চিত ছিলেন যে, কাশ্মীরে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কোথাও চাকরি পেয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে যান যখন কাশ্মীরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে 'অপর্যাপ্ত' হিসেবে গণ্য করা হয়।

তখন পর্যন্ত স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক জার্নালে '১০টি প্রকাশনা' (পিয়ার-রিভিউ করা জার্নালগুলিতে দুটি) এবং 'জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষায়' [এনইটি টেস্ট- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পক্ষ থেকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে 'সহকারী অধ্যাপক' এবং 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ও সহকারী অধ্যাপক' এর জন্য ভারতীয় নাগরিকদের যোগ্যতা নির্ধারণে পরিচালিত একটি পরীক্ষা] পাস করা সত্ত্বেও, তাঁকে কাশ্মীরে শিক্ষকতার অযোগ্য বলে মনে করা হয়।

আজ এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু তাহির এখনও বেকার। তার শিক্ষকতার কর্মজীবন পুনরায় শুরু করতে না পারায় তিনি এখন হতাশ, তাঁর জীবন বিষণ্ণ। তিনি এখন তাঁর সামান্য সঞ্চয় এবং কয়েক মাস ধরে 'অতিথি অনুষদের সদস্য' (গেস্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার) হিসাবে কাজ করেই বেঁচে আছেন।

কাশ্মীরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত যে বিষয়ে পড়ানো হয় সেই বিষয়ের প্রার্থীদেরই নিয়োগ দেবার প্রচলন আছে। 'স্বজাতীয়' কোন বিষয়ের ডিগ্রীধারীদের তারা সেক্ষেত্রে গ্রহণ করে না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গাতেই প্রার্থীরা "শান্তি ও দ্বন্দ্ব শিক্ষার" মতো 'স্বজাতীয়' যেকোন বিষয়ে মাস্টার্স করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

কাশ্মিরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাজনীতি ও প্রশাসন' বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খালিদ ওয়াসিম বলেন, 'স্বজাতীয়' বিষয়ের ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের শিক্ষকতার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড কাশ্মীরে প্রচলিত তা শিথিল

করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, ইউজিসি'র যে গাইডলাইন আছে তা কাশ্মীরে সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় না। তিনি এটিকে কাশ্মীরি শিক্ষার্থীদের প্রতি 'অবিচার' এবং 'বৈষম্যমূলক' আচরণ বলেও অভিহিত করেন।

হিন্দুত্ববাদী ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে তাঁদের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে 'মানসিক টর্চার' করা হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই একটি অংশ বলে মনে করেন অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ। মুসলিমদেরকে হতাশ ও বিষণ্ণময় জীবন যাপন করতে বাধ্য করে তাঁদের দিশেহারা করা হিন্দুত্ববাদীদের অনেক দিনেরই একটি পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনায় তারা এখনও পর্যন্ত বেশ সফল।

তবে বর্তমানে কাশ্মীরের মুসলিমরা আগের যেকোন সময়ের চেয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক বেশি মরিয়া। তাই হিন্দুত্ববাদীদের এ ধরণের পরিকল্পনা তাদের জন্যই বুমেরাং হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞগণ। কারণ, বাস্তবতা ইতিমধ্যে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অস্ত্র আর ত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা আসে না।

অনুবাদক ও সংকলক : আবু উবায়দা

তথ্যসূত্র:

1. Why Hundreds Of Kashmiri Scholars Are Rejected For Teaching Jobs In Kashmir Universities, Colleges - https://tinyurl.com/k8mk3eed

---

বাংলাদেশে 'USAID' সংস্থার প্রকাশ্য শরিয়াত বিরোধী কার্যক্রম

পশ্চিমারা সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য ওঁত পেতে থাকে। মুসলিমদের শরিয়াতের বিধিনিষেধ থেকে সরিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করাতে তাদের কার্যক্রম এখন পুরো পৃথিবী জুড়েই। বাংলাদেশে এমন অসংখ্য সংস্থা রয়েছে যেগুলো নিরলসভাবে ইসলাম বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে, যেন এ দেশের মুসলিমরা আর কখনোই নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠতে না পারে। ফলে ভুক্তভোগীরা আর কখনই পশ্চিমা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজের বিরোধীতা করার যোগ্যতা থাকবেনা।

এসব সংস্থার মধ্যে 'ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট'(USAID) নামক মার্কিন এ সংস্থাটি ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশে তাদের মিশন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। জীবন বাঁচাতে, দারিদ্র্য কমাতে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাসহ নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের সস্তা স্লোগান তুলে মুসলিম জাতিকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে এরা।

সম্প্রতি এ সংস্থাটি বাংলাদেশে শরিয়াত অনুযায়ী বৈধ বিয়েকে বাল্যবিবাহ নাম দিয়ে বন্ধ করতে তথাকথিত ১০ লাখ মানুষের গণস্বাক্ষর নিয়েছে। এবং গত ২০ আগস্ট এ সংক্রান্ত জাঁকজমকপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন

করে নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরার কাছে কথিত গণস্বাক্ষর পত্রটি জমা দিয়েছে, যাতে করে হালাল বিয়েগুলোতে আরও বেশি বেশি বাঁধা সৃষ্টি করা যায়। এবং কিশোর-কিশোরীদেরকে ফ্রিমিক্সিং-এর নামে অবাধ যৌনতা ও বেহায়াপনার সাগরে ভাসিয়ে নেওয়া যায়। এই আয়োজনে যুক্ত ছিল ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট মিশন ডিরেক্টর ক্যাথরিন ডি স্টিভেনস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ সরকারের তথাকথিত নারী উন্নয়নের জন্য হাসিনা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য তারা একসাথে কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন-আইন ব্যবস্থা, বাদ দিয়েছে আল্লাহ মনোনীত ওয়াহীভিত্তিক ইসলামি শাসন। আর এই শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে গড়ে তুলেছে নিজেদের অনুগত গোলাম শ্রেণি। যারা সব সময় তাদের প্রভুদের গোলামী করে যাচ্ছে। যারা গণতান্ত্রিক আইন বাস্তবায়নের জন্য শরিয়াতে বৈধ কাজকে নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ কাজকে বৈধতা দিচ্ছে। আর এসব বিষয় সহ নানান দ্বীনবিরোধী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করতে চায় তারা।

সংস্থাটিকে নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে শরিয়াত বিরোধী এসব কাজ করতে সুযোগ দেয়ায় দালাল সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এর পরিচালকরা। মূলত এরা সকলে মিলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধর্মহীন একচোখা একটি প্রজন্ম বানানোর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

এখন তাই সময় এসেছে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করার; কারা মুসলিম জাতিকে সাহায্যের আড়ালে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে চাইছে, আর কারা ইসলাম ও মুসলিমের জন্য নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে চিনে রাখার।

তথ্যসূত্র :

১। বাল্যবিবাহ নিরসনে ১০ লাখ মানুষের স্বাক্ষর মন্ত্রীকে হস্তান্তর- - https://tinyurl.com/msey8u5t

---

নতুন লিংক : হারাকাতুশ শাবাবের "গ্রীন ব্যাটালিয়ন" এর হৃদয় জুড়ানো ভিডিও

হারাকাতুশ শাবাবের “গ্রীন ব্যাটালিয়ন” সামরিক ইউনিটের হৃদয় জুড়ানো ভিডিও - এই শিরোনামের সংবাদটির ডাউনলোড লিংক সমূহ অধিকাংশ অকার্যকর হয়ে যাওয়ায়, আমরা পাঠকের সুবিধার্থে নতুন কিছু ডাউনলোড লিংক দিয়েছি। আশা করি পাঠক এই লিংকগুলো থেকে চমৎকার এই ভিডিওটি ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ্।

উল্লেখ্য, মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের ভিডিওগুলোর কল্যাণ থেকে উম্মাহকে বঞ্চিত করতে ইসলামের শত্রুরা সর্বদাই তৎপর। তাই আমরা লিংকগুলো প্রকাশ করার পর দ্রুততম সময়ে ডাউনলোড করা হলে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব ইনশাআল্লাহ্।

তাছাড়া, শেয়ার করা অনেকগুলো লিংক থেকে অনেক সময় এক্টিভ লিংক খুঁজে বের করে সেখান থেকে ডাউনলোড করা যায় ইনশাআল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2022/08/26/58771/

২৫শে আগস্ট, ২০২২

৬ মাস ধরে অনশনরত নির্দোষ ফিলিস্তিনি বন্দী, মুক্তি দিতে অস্বীকার

দখলদার ইসরাইলের কারাগারে বন্দি ৮ মাস ধরে। ৪০ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি খলিল আওয়াদেহ্ কোন অভিযোগ ছাড়াই পাচ্ছেন এই সাজা। যেটিকে প্রশাসনিক আটকাদেশ হিসেবে আখ্যা দেয় সন্ত্রাসী ইসরাইল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সশস্ত্র সংগঠন ‘প্যালেস্টানিয়ান ইসলামিক জিহাদ’ এর সাথে জড়িত এই ফিলিস্তিনি।

ইসরায়েলি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মার্চ মাস থেকে রুখে দাঁড়ান তিনি। ঘোষণা দেন অনশন ধর্মঘটের। ১৭০ দিন পেরিয়ে গেলেও খলিল অনড় অবস্থানে। হাসপাতালে লড়ছেন মৃত্যুর সাথে। তবুও, তাকে মুক্তি দিতে নারাজ ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট।

খলিল বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা জন্মগতভাবেই অবিচল ও স্বাধীনতাকামী। স্বাধীনতাকামী সবার প্রতি সংহতি জানাতেই এ অনশন-ধর্মঘট। প্রশাসনিক আটকাদেশ স্থগিতের মাধ্যমে আমাকে এ অবস্থান থেকে হঠাতে পারবে না। কারণ, কোনো অপরাধ করিনি আমি। আমি নিঃশর্ত মুক্তি চাই।

খলিলের স্ত্রী দালাল আওয়াদেহ্ বলেছেন, খলিলের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রশাসনিক আটকাদেশ স্থগিত করলেন সুপ্রিম কোর্ট। তাকে রোগী হিসেবে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। যেখানে, পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে পারবেন।

খলিলের বাবা মোহাম্মদ আওয়াদেহ্ জানান, আমরা তার্কুমিয়া ক্রসিংয়ে গিয়েছিলাম। যাত্রাপথের দীর্ঘ ভোগান্তি আর দুই ঘণ্টা অপেক্ষার পর সেনারা জানালেন, খলিলের সাথে দেখা করতে পারবো না। কারণ, আগের রাতেই বাতিল করা হয়েছে অনুমতি।

খলিলের আইনজীবী আহলাম হাদ্দাদের দাবি, মুক্তির আবেদন খারিজ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার শামিল। কারণ, নিজ অবস্থান থেকে সরবেন না ফিলিস্তিনি বন্দী। খলিল স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন ধর্মঘটে অনড় থাকবেন তিনি। কিন্তু, হঠাৎ করেই তিনি প্রাণ হারাতে পারেন। হাসপাতাল থেকে আদালতে পাঠানো

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যেকোনো মুহূর্তে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে তার। অথবা, একসাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হবে। যে অবস্থা থেকে বেঁচে ফেরা অসম্ভব।

ইসরায়েলের কারাগারে বর্তমানে সাজাভোগ করছেন ৪ হাজার ৪শ' ফিলিস্তিনি। যাদের ৬৭০ জন প্রশাসনিক আটকাদেশের আওতায় বিনা দোষে বন্দী জীবন পার করছেন।

কথিত মানবতাবাদী আর প্রগতিশীলরা যে কোন তুচ্ছ বিষয়ে মানবাধিকারের স্লোগান তুললেও, মুসলিমদের বেলায় কোন কথা থাকে না তাদের। খলিলের ব্যাপারে তাদের এই নীরবতা আবারো প্রমাণ করেছে যে, তাদের দৃষ্টিতে মুসলিমদের কোন মানবাধিকার নেই। আর এইসব কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোও পশ্চিমাদের হাতের পুতুল; পশ্চিমাদের ইশারাতেই মানবতাবাদীদের মানবতার পারদ উঠা-নামা করে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel court denies release of Palestinian hunger striker - https://tinyurl.com/jck852fm

---

হারাকাতুশ শাবাবের "গ্রীন ব্যাটালিয়ন" সামরিক ইউনিটের হৃদয় জুড়ানো ভিডিও

সোমালিয়া ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। বর্তমান সময়ে দলটিকে আল-কায়েদার সবচাইতে সক্রিয় এবং শক্তিশালী শাখা মনে করা হয়। গত জুলাই মাসে দলটির অফিসিয়াল মিডিয়া শাখা "আল-কাতাইব ফাউন্ডেশন" থেকে একটি বিস্ময়কর ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যাতে আশ-শাবাবের "গ্রীন ব্যাটালিয়ন" ইউনিটকে অভূতপূর্ব সামরিক মহড়া এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে।

আল-কায়েদার সিনিয়র নেতা এবং আরব উপদ্বীপের প্রাক্তন আমীর শহীদ শাইখ "কাসিম আর-রিমি" রহ এর নামানুসারে সামরিক ক্যাম্পটির নামকরণ করা হয়। আর এই ক্যাম্প থেকে স্নাতক হওয়া আশ-শাবাবের গ্রীন ব্যাটালিয়নের যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের দৃশ্যগুলো নিয়ে একটি অসাধারণ ভিডিও উপস্থাপন করা হয়। ভিডিওটিতে "গ্রীন ব্যাটালিয়ান" বাহিনীটিকে সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা ক্যাম্পটিতে শারীরিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

আশ-শাবাব তাদের এই বিশেষ সেনাবাহিনীকে একটি অজ্ঞাত এলাকায় প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভিডিও থেকে এটা স্পষ্ট যে, হারাকাতুশ শাবাব তাদের যোদ্ধাদের তালিবানদের আদলে গড়ে তুলছে এবং একটি নিয়মতান্ত্রিক সামরিক বাহিনীতে রূপ দিচ্ছে। এধরণের সামরিক প্রশিক্ষণের দৃশ্য পূর্বে শামের ময়দানে দেখা গেলেও পরে তা খোরাসানের যুদ্ধের ময়দানেও একের পর এক দেখা যেতে থাকে; যা পরবর্তীতে তালিবানদের কাবুল বিজয়ের পথকে সহজ করে দেয়। তাই মনে করা হচ্ছে, একইভাবে আশ-শাবাবও সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু বিজয়ের পূর্বে তাঁর বাহিনীকে সব ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে।

ভিডিওটিতে হারাকাতুশ শাবাবের উচ্চপদস্থ নেতাদেরও দেখা যায়, যাদের অনেককে ধরতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পুরুস্কার ঘোষণা করে রেখেছে।

https://alfirdaws.org/2022/08/25/58756/

আসামে হিন্দুত্ববাদী সরকারের নতুন 'পলিসি'তে ১৫ লাখ মুসলিম খাদ্য ঝুঁকিতে

হিন্দুত্ববাদী ভারতের কথিত সেকুলাররা সকলের সমান অধিকারের কথা মুখে বললেও পদে পদে মুসলিমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে এনআরসি নিয়ে আসামের হিন্দুত্ববাদী সরকার সেখানে বসবাসরত মুসলিমদের হয়রানি করেছে। তাদেরকে ভিনদেশী আখ্যা দিয়ে ভিটা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার আয়োজন করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

আসামে বসবাসরত মুসলিমদের অধিকাংশই দরিদ্র। ফলে তাদেরকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে অর্জিত ভর্তুকিযুক্ত খাবারের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। যা তারা ২০ বছর আগে থেকে পেয়ে আসছে।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিমদেরকে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে ১২ সংখ্যার আধার কার্ড সনাক্তকরণ নম্বরের একটি নতুন নিয়ম জারি করেছে। যার ফলে এখন শুধু রেশন কার্ড দিয়ে এ সুবিধা পাওয়া যাবে না। আধার কার্ডের সাথে লিঙ্ক করাতে হবে। অথচ, অধিকাংশ মুসলিমদের আধার কার্ড করার সুযোগই দেয়নি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

আসামে, হিন্দুত্ববাদী সরকার ২০১৭ সালে আধার নিবন্ধন বন্ধ করে দেয়, যখন জনসংখ্যার মাত্র ৭% মুসলিম নথিভুক্ত হয়েছিল। ফলে বিপুল সংখ্যক লোক নিবন্ধন থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে প্রায় ১৫ লাখ মুসলিম খাদ্য ঝুঁকিতে পড়েছে।

আসামে বসবাসকারী ৪০ বছর বয়সী আশরাফ আলী একজন দিনমজুর। তার স্ত্রী মইফুল বেগম। এই দম্পতি গত ১৫ বছর ধরে অনেক কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তারা ভাড়া করা একটি টিনের ঝুপড়িতে থাকেন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সী মইফুল বেগম গুয়াহাটির চারটি আলাদা বাড়িতে রান্না বান্না এবং পরিষ্কারের কাজ করেন। দিনে সাত ঘণ্টার বেশি কাজ করে তার প্রতি মাসে ৫,০০০-৬,০০০ টাকা আয় হয়। তার স্বামী আশরাফ আলী দিনমজুরী করে আরো কিছু টাকা পান।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনে মইফুল বেগমের চার সদস্যের পরিবার প্রতি মাসে ২০ কেজি করে চাল পেতেন। এর পরিপূরক হিসেবে তারা প্রায় ১৫ কেজি চাল কিনতেন। এভাবেই অতি কষ্টে তাদের জীবন চলতো। এখন তাদের আধার কার্ড না থাকায় রেশন থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

ফলে গত তিন মাসে তাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। দিন মজুর মোহাম্মদ আশরাফ আলী বলেছেন, "এখন, আমরা যে সামান্য মজুরি পাই, তা দিয়ে আমরা কোনওভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম। আমরা দরিদ্র মানুষ, ভর্তুকিযুক্ত খাবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতো। কিন্তু এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছে।"

আসামে শুধু একটি পরিবার নয়, হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষী নিয়মের কারণে ১৫ লাখ মানুষ খাদ্য ঝুঁকিতে পড়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে বয়কট করে আগ্রাসন চালাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার তাগিদ দিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। যেন এক মুসলিম আরেক মুসলিমের বিপদে আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারণ হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে কল্পিত রাম রাজত্ব কায়েমের দ্বিবাস্বপ্নে বিভোর। তারা চায় মুসলিমদের সমস্যায় ফেলে তাদেরকে আরো দুর্বল করতে, যাতে তাদেরকে সহজেই গণহত্যার টার্গেটে পরিণত করা যায়।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ্

তথ্যসূত্র :

1. Scroll: In Assam, an Aadhaar-NRC logjam threatens to cut off 15 lakh people from vital food rations - https://tinyurl.com/58tw9y72

২৪শে আগস্ট, ২০২২

বিদেশ ভ্রমণের কারণে বৃদ্ধ মুসলিম দম্পতিকে কারাদণ্ড; বিনা অপরাধে আটক উইঘুর যুবক

শুধুমাত্র বিদেশে ভ্রমণের 'অপরাধে' এক বৃদ্ধ উইঘুর দম্পতিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিলো চীনের ইসলাম বিদ্বেষী বর্বর প্রশাসন। সেই উইঘুর দম্পতি হলেন তুরসুন বারাত (৬৯) এবং জাহিদেম হেল্পেহাজি (৬৬)।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্টের মাধ্যমে জানা যায় যে, উক্ত দম্পতি তুরস্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন। এবং এই ঘুরতে যাবার কারণেই তাদের গ্রেপ্তার করে চীনা প্রশাসন। এবং পরবর্তীতে তাঁদের উভয়কেই ২০ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে দেশটির আদালত।

এই ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উইঘুর মুসলিমদের দেশের বাইরে ঘুরতে যাওয়াকেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করে নিষ্ঠুর ইসলাম-বিরোধী চীনা প্রশাসন। এছাড়াও মুসলিমদের ধর্ম পালনকে তারা 'উগ্র' কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং মুসলিমদেরকে ধর্ম পালন থেকে বিরত রাখতে তারা সার্বক্ষণিক মুসলিমদের ওপর নজরদারি করে।

অন্যদিকে মেমেতেজিজ আবলিয নামের ১৯ বছর বয়সী এক যুবককে বিনা কারণে আটক করেছে চীনা প্রশাসন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্ট থেকে জানা যায় যে, আবলিযকে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে প্রেরণ করেছে তারা। তবে ডিটেনশন ক্যাম্পে প্রেরণের পর তাঁর সাথে কি হয়েছে, সেটি এখনও জানা যায় নি- বলছেন বিভিন্ন সমাজকর্মীরা।

উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী চীনা প্রশাসন। ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরী করে সেখানে জোরপূর্বক মুসলিমদের শেখানো হচ্ছে চীনা সংস্কৃতি। মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বের করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করা হচ্ছে নতুন নতুন সব কৌশল। এমনকি মুসলিমদের অঙ্গ অপসারণের মতো অবৈধ কাজও সেখানে চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডিটেনশন ফেরত বিভিন্ন মুসলিম।

মুসলিম উলামাগণ বলছেন, উম্মাহের সবসময় উচিত উইঘুর মুসলিমদেরকে ভুলে না যাওয়া। তাঁদের জন্য যথাসম্ভব নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া। বিশেষ করে চীনা প্রশাসনের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া এবং উম্মাহকে উইঘুর মুসলিমদের দুর্দশার বিষয়টি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর সাধ্যমত নির্যাতিতের পক্ষে ও জালেমের বিপক্ষে নববী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Elderly #Uyghur Muslim Couple Jailed For Going Abroad - https://tinyurl.com/mryevb3j

2. 19 years old innocent Uyghur man was detained in Chinese death camp - https://tinyurl.com/yh8d6mxf

---

সামরিক প্রশিক্ষণের দুর্দান্ত ভিডিও-ফুটেজ নিয়ে নির্মিত "আল-মুয়িদ্দুন লিল-ক্বিতাল" এর নতুন পর্ব প্রকাশ

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান কয়েক বছর ধরেই "আল-মুয়িদ্দুন লিল-ক্বিতাল" শিরোনামে প্রচারমূলক একটি সামরিক ভিডিও সিরিজ প্রকাশ করে আসছে। সম্প্রতি দলটির অফিসিয়াল উমর মিডিয়া থেকে এই সিরিজের ৯ম পর্ব প্রকাশিত হয়েছে।

টিটিপি কর্তৃক প্রকাশিত নতুন এই সামরিক ভিডিওতে বেশ কিছু নতুনত্বও এসেছে। যা পুরানো প্রশিক্ষণের ভিডিওগুলোতে দেখা যায় নি। যেমন এরমধ্যে রয়েছে "নৌ-যুদ্ধ" এর প্রশিক্ষণ, অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনা। সেই সাথে প্রশিক্ষণের ধরণ দেখে মনে হতে পারে যে, এটা আফগান তালিবানদের কোন সামরিক ইউনিটের প্রশিক্ষণের দৃশ্য। যা আফগানিস্তানের কোন দূর্গম অঞ্চলে দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে "আল-মুয়িদ্দুন লিল-ক্বিতাল" (যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত) সিরিজের ৮ম পর্বটি মুক্তি পায় চলতি বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

https://alfirdaws.org/2022/08/24/58738/

নবী (ﷺ)-কে নিয়ে আবারো কটুক্তি : ধৃষ্টতা দেখালো বিজেপি মন্ত্রী রাজা সিং

মুসলিমদের গাফলতির সুযোগ নিয়ে কিছুদিন পর পরই মুসলিমদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবি এবং কটুক্তিমূলক মন্তব্য করে ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতাকর্মীরা।

কয়েক মাস আগেই নুপুর শর্মা নামে এক নিকৃষ্ট মহিলা ও নবীন জিন্দাল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে নিয়ে কটুক্তি করেছিল। এমনকি তখন তারা প্রকাশ্যে মিছিল করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে কটূক্তি শুরু করেছিল। তাদের এক নিকৃষ্ট দেবতাকে নবীজির পিতা বলে সম্বোধন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল এই গো-পূজারীরা। । নাউযুবিল্লাহ। । আমাদের এই মূল্যহীন জীবন তাঁর (ﷺ) জন্য কুরবান হোক।

তাদের তো কোন বিচার হয়নি, বরং এই ঘটনায় প্রতিবাদকারী মুসলিমদের উপর খড়গহস্ত হয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ; অন্যদিকে অপরাধীদের দিয়েছিল কড়া নিরাপত্তা। আর এই বিচার না হওয়াতেই দুঃসাহস আরও বেড়ে গেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার প্রিয়নবী (ﷺ)-কে নিয়ে কটুক্তিকর মন্তব্য করেছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি মন্ত্রী রাজা সিং। সে তেলেঙ্গার হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির মন্ত্রী। হিন্দুত্ববাদী রাজা সিংকে নুপুর শর্মার করা মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে শোনা গেছে।

গত ২২ আগস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে সে নবী মোহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে এমন অবমাননাকর মন্তব্য করে। তার এই বাজে মন্তব্যে শহরজুড়ে মুসলিমরা প্রতিবাদে নেমেছেন। মুসলিমদেরকে সাময়িকভাবে শান্ত করতে তাকে আটক করেছে হায়দারাবাদের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কয়েকদিন পরেই তাকে ছেড়ে দিতে দেখা যাবে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনকে। আগে যারা এমন অন্যায় করেছিল তাদেরও কোন বিচার করেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

হিন্দুত্ববাদীরাও জানে যে, তারা বাকস্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে যাই করুক, তাদের কোন বিচার হবে না। আর মুসলিমরাও তন্ত্র-মন্ত্রের জালে আটকে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, প্রাণপ্রিয় নবীকে নিয়ে কটুক্তি করে তাদের কলিজায় আঘাত দেওয়ার পরেও, তারা তার সঠিক জবাব দিতে পারছে না। ফলে হিন্দুত্ববাদীদের সাহস বেড়ে যাওয়ায় তাদের অপকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। যদি মুসলিমরা সঠিকভাবে তাদেরকে শরীয়তনির্ধারিত পাওনাটুকু আদায় করে দিতে পারতো, তাহলে তারা এমন করার সাহস পেত না।

মুসলিমদেরকে তাই প্রিয়নবী (ﷺ)-এর ইজ্জত হেফাজতকল্পে এবং নিজেদের জান-মাল-আব্রুর রক্ষার্থে নববী মানহাজ অনুযায়ী প্রতিরোধ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। সেই সাথে নবী-অবমাননাকারিদেরকেও তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, আর সেটা হচ্ছে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর ব্যাবস্থা করা।

আমাদের পিতা-মাতা-সন্তান এবং আমাদের এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার জীবন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্য কুরবান হোক!

তথ্যসূত্র:

----

1. BJP MLA arrested in Hyderabad for comments on Prophet - https://tinyurl.com/mrybc2ux

---

পর্দা করে ভাইভা পরীক্ষায় আসায় ছাত্রীকে জঙ্গি বলে হেনস্তা

ইসলামি শরিয়াতের অনুপস্থিতিতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

এবার বোরখা পরে শরয়ী পর্দা মেনে ভাইভাতে (মৌখিক পরীক্ষা) অংশ নেওয়ায় ছাত্রীকে জঙ্গি বলে হেনস্তা করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন।

জানা যায়, গত ২১ আগস্ট ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ৪র্থ সেমিস্টারের 'Business Statistics-2 ও (FIN-222) কোর্সের ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পর্দা করায় এক ছাত্রীকে 'মৌলবাদী জঙ্গী' বলে সম্বোধন করে এবং ভাইভাতে ম্যানার জানেন না বলে হেনস্তা করে। পরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সিনিয়রদের জানালে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

অভিযুক্ত শিক্ষক পর্দানশীন ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, আপনি কি ভাইভা দেওয়ার ম্যানার শিখেন নাই? ভাইবা দেয়ার ম্যানার হলো মুখ খুলে আসতে হবে। এতো পড়াশোনা করে কি করবেন আগে মেনারস শিখেন। আপনি এইভাবে ভাইবা দিতে আসছেন জঙ্গী মৌলবাদীদের মতো। নিকাব খুলেও তো ভাইবা দেওয়া যায়।

এছাড়াও, ওই রুমে ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয় ভার্সিটি এডমিশন দিসেন কেমনে, ছাত্রীটি তখন উত্তর দেন তখন পর্দার বুঝ ছিলো না জানতাম না পর্দা যে ফরজ, বুঝ আসার পর থেকে পর্দা করা শুরু করেছি। স্যার তখন বলল, মুখ খোলা রেখেও তো পর্দা করা যায়। আর তখন আপনি এডাল্ট ছিলেন আর একটা এডাল্ট মেয়ে তো সব বুঝে। আমি বলেছি স্যার সবাই তো আর পর্দার বুঝটা আগে থেকে পায় না। আমি নাকি তর্ক করেছি তাই আমাকে বের করে দিয়েছে।

ওই ছাত্রী জানিয়েছেন যে, কথিত সংবিধানেও যেখানে যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমার পর্দা নিয়ে পারসোনাল এট্যাক করা হয়েছে। এমনকি একাডেমিক টপিকের চেয়ে বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি আমি পর্দা করা নিয়ে।

একই ব্যাচের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলার অভিযোগ রয়েছে। ভাইবাতে গিয়ে ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের কথা বলে হেনস্তা করে সে। বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা, মেয়েরা এত সুন্দরী হয় কিভাবে, কি ধরণের ছেলে পছন্দ - এসব জানতে চায় ঐ নামধারী শিক্ষক।

আর এই লম্পটদেরকেই আপনি দেখবেন পর্দার বিরুদ্ধে অধিক সোচ্চার। কারণ নারীরা শরিয়াহ মেনে পর্দা করলে এই লম্পটরা এদের চোখের চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষক সম্পর্কে আরও বলেন, মেয়েদের একাডেমিক খুবই কম প্রশ্ন করে সে। ছেলেদের সাথে পারসনাল কথা বলে না, একাডেমিকই বলে। পর্দা করা মেয়েদেরকে সে নাকি বিভিন্ন সময়ে হেনস্তা করে বিভিন্ন কথা বলে।

মুসলিমদের দুর্বলতার ফলে আজ প্রত্যেটি অঙ্গনে ইসলামবিদ্বেষী শক্তি প্রকাশ্যে আমাদের দ্বীন পালন নিয়ে কটাক্ষ করছে। শরিয়াত বিরোধী নোংরা পোশাককে বলা হচ্ছে ম্যানার আর শরিয়াত অনুযায়ী পর্দা করাকে বলা হচ্ছে জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের আলামত। ইসলামের সামান্যতম উপস্থিতিও এরা মেনে নিতে চাইছে না! এদের চেয়ে উগ্রবাদী আর কেউ আছে কি?

আজকে এই পর্দানশীন ছাত্রীকে হেনস্তা করায় ওই শিক্ষকের কী কোন শাস্তি হবে? হবে না। অথচ, গত কিছুদিন আগে নরসিংদীতে যখন একজন বয়স্ক নারী নোংরা পোশাক পরিহিত এক মেয়েকে শালীন পোশাক পড়তে অনুরধ করেন, এবং পরবর্তীতে বেয়াদবি করায় তার সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়ান, তাঁকে কিন্তু ঠিকই আটক করেছিল দালাল সরকার।

ইসলামপ্রিয় জনগণকে তাই এজাতীয় ইসলামবিদ্বেষী ঘটনার বিরুদ্ধে এখনি সোচ্চার হতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ; নাহলে এরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধর্মহীন করার চক্রান্ত বাস্তবায়নে সফল হয়ে যেতে পারে।

প্রতিবেদক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র :

১। পর্দা করে ভাইভাতে আসায় ছাত্রীকে জঙ্গি বলার অভিযোগ- - https://tinyurl.com/2p8trcsm

---

কাশ্মীরের অস্তিত্ব বিলীনে নতুন ষড়যন্ত্র, অকাশ্মীরি ভারতীয়দের ভোটাধিকার প্রদান

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগার কাশ্মীর। যুগ যুগ ধরে চলা দখলদার ভারতীয় আগ্রাসন সেখানে নতুন মাত্রা যোগ করছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কাশ্মীরে নিজেদের দখলদারিত্ব ঠিকিয়ে রাখতে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার হাতে নিচ্ছে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্র ও কৌশল।

এবার কাশ্মীরি নয় এমন যে কোন ভারতীয়কে কাশ্মীরে ভোটার হওয়ার এবং জমি কেনার সুযোগ দিতে সংবিধান বদলেছে দখলদার ভারত সরকার। এর মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে প্রায় ২৫ লাখের মতো ভোটার নিবন্ধিত হতে পারে বলে জানিয়েছে অঞ্চলটির একজন ঊর্ধ্বতন নির্বাচন কর্মকর্তা।

আগস্ট ২০১৯ সাল পর্যন্ত ভারত-শাসিত কাশ্মীরে ভোটদানের অধিকার শুধুমাত্র তার স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। এবং অঞ্চলের বাইরে থেকে আসা ভারতীয়দের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন, জমি কেনা এবং স্থানীয় সরকারী চাকুরী করা নিষিদ্ধ ছিল। সন্ত্রাসী ভারত ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত করার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেয়। এবং বর্তমানে কাশ্মীরে নিজেদের দখলদারিত্ব ঠিকিয়ে রাখতে কাশ্মীরি নয় এমন যে কোন ভারতীয়কে ভোটাধিকারের সুযোগ দিচ্ছে। নতুন ভোটারদের মধ্যে এই অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয়রা, বিশেষভাবে ভারতীয় সামরিক কর্মী, সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মচারী এবং ভারতীয় শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এভাবে মূলত তারা কাশ্মীরের ডেমোগ্রাফি বদলে দিতে চাইছে।

অথচ এই হিন্দুত্ববাদীরাই আসামে লাখ লাখ মুসলিমকে নাগরিকত্ব তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এখন তাদেরকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। এমনকি হিন্দুত্ববাদী নেতার পুরো ভারতজুড়ে মুসলিমদের ভোটাধিকার বাতিল করতে আইন করতে চাচ্ছে। আর তারাই কিনা এখন কাশ্মীরের বাসিন্দা না হওয়া সত্বেও হিন্দুদের কাশ্মীরের নাগরিকত্ব দিতে চাইছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মূলত এর মাধ্যমে ভারতীয়দের কাশ্মীরের নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে। কারণ কথিত গণতান্ত্রিক আইনে নাগরিক ছাড়া কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনা। ধীরে ধীরে এই ভারতীয়রাই একদিন কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দাতে পরিনত হবে। আর এর মাধ্যমে ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন করে কাশ্মীরের স্বাধীনতার শেষ আশা-আকাঙ্ক্ষাও নিঃশেষ করে দিতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

তবে হিন্দুত্ববাদীদের এই দিবাস্বপ্ন স্বপ্ন ধূলিধূসরিত হবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা সেখানের স্বাধীনতাকামী মুসলিম যুবকরা ইতোমধ্যেই জালিম ভারতীয় দখলদারদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছেন। বিশ্লেষকরা আশা করছেন, এই প্রতিরোধ যুদ্ধ একটি শরিয়া-শাসিত স্বাধীন কাশ্মীর অর্জনের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

----

1. Uproar in Kashmir as India allows voting rights to non-locals - https://tinyurl.com/e957yedt

---

২২শে আগস্ট, ২০২২

ভারতে উদ্ধার ৪৪ জেলেকে কারাগারে বন্দী, মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনভারতে উদ্ধার ৪৪ জেলেকে কারাগারে বন্দী, মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলারডুবির পর গত কয়েকদিন ধরে ভেসে গিয়ে ভারতে অবস্থান করা ৪৪ জনকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ ও সেদেশের কারাগারে বছরের পর বছর ধরে বন্দি থাকা বাংলাদেশি জেলেদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলেদের পরিবার, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ীসহ উপকূলবাসীরা।

আজ ২২ আগস্ট সকাল ১০টায় দেশের বৃহত্তম মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে পাথরঘাটা বিএফডিসি ঘাটে এ মানববন্ধন করেন কয়েক হাজার জেলে, মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতি, ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, বিএফডিসি মৎস্য আড়তদার মালিক সমিতি, বিএফডিসি মৎস্য পাইকার সমিতি।

বক্তারা বলেন, প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে প্রচুর ট্রলার ডুবে যায় এবং জেলেদের প্রাণহানি ঘটে। দেশের পুষ্টির চাহিদা এবং রাজস্বের স্বার্থে জেলে তথা মৎস্যজীবীদের নিয়ে কেউ ভাবছে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর সাগরে মাছ শিকার করতে যান উপকূলের জেলেরা। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে কখনো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবার কখনো ঢেউয়ের তোড়ে বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করে ভেসে যান ভারতীয় জলসীমায়।

তারা বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশী জেলেরা ভারতে প্রবেশ করলেও আমাদের জেলেদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করা হয়, মামলা দিয়ে জেলহাজতে রাখা হয়। বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশী জেলেরা ভারতের কারাগারে কারাবরণ করছেন। অথচ কখনো কখনো ভারতের জেলেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও নিজেরা

ইচ্ছে করেও বাংলাদেশী জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে; কিন্তু তাদেরকে সসম্মানেই আদর-যত্ন করে তাদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমাদের জেলেদের বেলায় যত আইনের মারপ্যাচ দেখায় ভারত।

উল্লেখ যে, ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলার ডুবে গিয়ে অসংখ্য জেলে ভাসতে ভাসতে ভারতে চলে গিয়ে এখন অসুস্থ অবস্থায় জেলে আটক রয়েছেন। আবার কয়েক শ' জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছে। তাদের এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারা মারা গেছে না জীবিত আছে তা কেউ জানে না।

স্বজন ও ট্রলার মালিকেরা জানিয়েছেন, সাগরে থাকলে হয়তো ভাসতে ভাসতে আসলেও লাশটা আসতো। এখন তো বেঁচে থেকেও না বাঁচার মতো। বাংলাদেশী হওয়ার কারণে দুর্বল ভেবে প্রত্যেক বার প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদী ভারত এমন আচরণ করার পর প্রতিকার ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণির কথিত বন্ধু রাষ্ট্র। দালাল শাসকগোষ্ঠী সব সময় নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ভারতের কাছে মাথানত করে, দেশের সকল সুবিধা ভারতকে দিয়েছে। বিনিময়ে আগ্রাসী শত্রু ভারত আমাদের সর্বক্ষেত্রে নিপিড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১। ঝড়ে ভেসে যাওয়া ৪৪ জনসহ ভারতের কারাগারে বন্দি সব জেলের মুক্তি দাবি - https://tinyurl.com/463zc9tz

---

আবারো ফায়ারিং স্কোয়াডে ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো আশ-শাবাব

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, মার্কিন ও সোমালি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করা ৬ গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইসলামি আদালত।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য মতে, গতকাল ২১ আগস্ট রবিবার সোমালিয়ার শাবেলি অঞ্চলের কুনিয়া-বারো শহরে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এরাও আগের আটককৃত গুপ্তচরদের মতোই প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার আমেরিকা ও সোমালি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতো। এর মাধ্যমে তারা আশ-শাবাবের কয়েকজন কমান্ডারকে শহীদ এবং মার্কিনীদের বিমান হামলা চালাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্বে মুজাহিদদের হাতে ধরা পড়া কয়েক গুপ্তচরের তথ্যের ভিত্তিতে এই গুপ্তচরদের ধরতে অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা টিম। ফলে এই ৬ জন সহ বেশ কিছু গুপ্তচরকে বন্দী করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ। পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মুজাহিদগণ ইসলামি আদালতে সোপর্দ করেন। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণীত হলে ইসলামি আদালত তাদের ব্যপারে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে।

পরে গত রবিবার, কুনিয়া-বারো শহরের একটি উন্মুক্ত মাঠে জনসম্মুখে ফায়ারিং করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন মুজাহিদগণ।

মুসলিমদের পিটিয়ে খুনের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার বিজেপির নেতার, খুনিদের মুক্ত করার ঘোষণা

ভারতে হিন্দুত্ববাদী শাসকদের প্রকাশ্য মদতেই চলছে মুসলিম হত্যার কাজ। মুসলিম হত্যার পিছনে রয়েছে তাদের প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা। এগুলো অনেকটাই এখন ওপেন সিক্রেট।

এবার ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী জনতা পার্টির রাজস্থানের নেতা এবং বিজেপি বিধায়ক জ্ঞান দেব আহুজা। সে বলেছে আমরা ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে পিটিয়ে খুন করেয়েছি। পিটিয়ে খুন করার জন্য আমি আমার সমর্থকদের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করেছি।

গত ২০ আগস্ট টুইটারে একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ আহুজাকে সমর্থকরা ঘিরে বসে আছে। আর সে মুসলিমদের কোথায় কোথায় কত সালে পিটিয়ে খুন করেছে তার বর্ণণা দিচ্ছে।

সে বলেছে "আমরা এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে পিটিয়েছি, সেটা লালাওয়ান্দি হোক বা বেহরোর। তবে এই এলাকায় এই প্রথম কাউকে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটল। আমি আমার লোকদের হত্যার জন্য মুক্ত হস্তে দিয়েছি। খুন করতে গিয়ে যারা আটক হয়েছে আমরা তাদের বেকসুর খালাস এবং জামিন নিশ্চিত করব।

হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা ২০১৮ সালে লালাবাদনিতে আকবর খানের এবং ২০১৮ সালের শেষের দিকে বেহরোরে পেহলু খানের কথা উল্লেখ করে বলেছে, 'দু'জনকেই আমাদের হিন্দু সমর্থকরা পিটিয়ে হত্যা করেছে।' উগ্রবাদী আহুজা মুসলিমদের যারা গবাদি পশু পরিবহন বা জবাই করার সাথে জড়িত, তাদেরকে হুমকি দিয়েছে। তারাও কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারন করেছে।

এটাই মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের প্রকৃত চেহারা। এরাই মুসলিম হত্যার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের সমর্থকদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করছে। মুসলিম হত্যার পর যদি কোন খুনি ধরা পড়ে যায়, তাকে মুক্ত করার জন্য সর্বদিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করছে, জামিনের ব্যবস্থা করছে, মামলা খারিজের ব্যবস্থা করছে।

আর হিন্দুত্ববাদীরা যখন দেখছে ,মুসলিমদেরকে খুন করার পরেও তাদের কোন বিচার হচ্ছে না কিংবা আটকা পড়ে গেলেও তাদের প্রভুরা তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করছে, তখন তাদের ভিতরে লালিত মুসলিম বিদ্বেষ আরো বেশি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। কারণে অকারণেই তারা মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে, বাড়িঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে, মুসলিম নারীদেরকে অপহরণ, ধর্ষণ, এমনকি খুন করছে। কারণ, তারা জানে- তাঁদের কিছুই হবে না।

আর বাংলাদেশেও যে ধীরে ধীরে এমন অবস্থার দিকে যাচ্ছে বা অনেকটা চলে গিয়েছে, সেটা বুঝা যায় যখন দালাল প্রধানমন্ত্রী ও তার চেলা-চামুণ্ডারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের 'আপনজন' ঘোষণা দেয়, আর নবী

অবমাননার ঘটনা ঘটলেই আইডি হ্যাক হওয়ার গল্প শুনিয়ে মুসলিমদের উপর গুলিবর্ষণ করে। আর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেই দিলেন।

উপমহাদেশের পরিস্থিতি যখন মুসলিমদের জন্য দিন দিন আরও টলটলায়মান হচ্ছে, বিপদ যখন আরও ঘনীভূত হচ্ছে, তখন মুসলিমদের সামনে হক্কানি আলেমদের আহব্বানে সারা দিয়ে নববি মানহজ অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোন পথ খলা নেই।

তথ্যসূত্র:

----

1. “We lynched five persons so far;” Rajasthan BJP leader caught on camera - https://tinyurl.com/469yfey2

2. VIDEO LINK: - https://tinyurl.com/35wftt8j

২১শে আগস্ট, ২০২২

আশ-শাবাবের ইতিহাসে দীর্ঘতম অবরোধ : হায়াত হোটেলে হতাহত ১৭০ এরও বেশি শত্রু

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ২০০৮ সাল থেকে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা "হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন" এর ব্যানারে তাদের শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করেন। যা আজও চলমান রয়েছে। প্রতিরোধ বাহিনীটি গত (১৯/০৮/২২) শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানী মোগাদিশুর সবচাইতে সুরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত গভার্নমেন্ট নিয়ন্ত্রিত 'হায়াত হোটেল' অবরোধ করেন এবং সেখানে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। যা আজ ২১ আগস্ট দ্বিপ্রহরের বেশ কিছুক্ষণ পর শেষ হয়েছে। জানা যায় যে, পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারের বিরুদ্ধে আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে পরিচালিত বীরত্বপূর্ণ অভিযান সমূহের মধ্যে এখন পর্যন্ত এটিই সবচাইতে দীর্ঘতম অভিযান।

বরকতময় এই অভিযানটি শুরু হয়েছিলো দু'টি ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে। পরে যা সুসম্পন্ন করেছেন হারাকাতুশ শাবাবের একদল কিংবদন্তি লড়াকু সৈনিক।

আশ-শাবাবের এই কিংবদন্তি লড়াকু যোদ্ধাদের প্রতিহত করতে "হায়াত হোটেল" অভিযানে অংশগ্রহণ করে ক্রুসেডার আমেরিকা ও স্যেকুলার তুরস্কের প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্স ছাড়াও ৫ টি সামরিক ইউনিট। কিন্তু তাদের কুফফার বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা করেও এই অভিযান প্রতিহত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে শুক্রবার শুরু হওয়া অভিযান রবিবার পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়।

আর দীর্ঘ এই যুদ্ধে আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধাদের হামলায় ৭ মন্ত্রী, ৪ কর্নেল এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ সামরিক বাহিনীর ৬৩ এরও বেশি গাদ্দার নিহত হয়। এছাড়াও অভিযানের সময় আহত হয় আরও ১০৭ এরও বেশি গাদ্দার। যাদের মাঝে দেশটির পুলিশ বাহিনীর প্রধান এবং গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সহ উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা রয়েছে।

এই বিপুল সংখ্যক গাদ্দারের হতাহতের ঘটনায় সামরিক বাহিনী যেনো তাদের সকল প্রশিক্ষণই ভুলে যায়। ফলে তারা তাদের মিত্রদের উদ্ধার না করেই ভবন লক্ষ্য করে বিভিন্ন ভারী অস্ত্র ও শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, সেই সাথে তুর্কি এবং মার্কিন বাহিনীর ড্রোনগুলি থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে। ফলশ্রুতিতে হায়াত হোটেলে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসের পর সামরিক বাহিনী ঘোষণা করেছে যে, তারা ধ্বংসস্তুপ থেকে মাত্র ৩ জন আশ-শাবাব যোদ্ধার দেহ খুঁজে পেয়েছে।

এবিষয়ে আশ-শাবাবের সামরিক মুখপাত্র শাইখ আবু মুস'আব (হাফি.) জানান যে, আমাদের অভিযানটি ছিলো বহুমখী। যার প্রথম পর্ব ছিলো এক ঝড় তোলা, যাতে দীর্ঘ সময় ধরে এটি চলমান থাকে। দ্বিতীয়ত, চিহ্নিত গাদ্দারদের নিশ্চিহ্ন করা, এবং বাকিদের হত্যা না করেই হোটেল থেকে সরিয়ে দেওয়া। এরপর আমাদের অধিকাংশ কমান্ডো সুস্থাবস্থায় নিরাপদ স্থানে বেরিয়ে আসা এবং অন্য কয়েকজন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। আলহামদুলিল্লাহ্, এর সম্পূর্ণটাই হয়েছে আমাদের সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী। যার জন্য আমরা পূর্ব থেকেই সবকিছু প্রস্তত করে রেখেছিলাম।

ফলে অভিযানের প্রথম রাতেই অনেককে হোটেল থেকে সরানো হয়, এবং আজ অভিযানের শেষ মহূর্তে অধিকাংশ মুজাহিদই সুস্থাবস্থায় হোটেল থেকে নিরাপদ স্থানে বেরিয়ে আসেন। এসময় তাদেরক বের হতে সহায়তাকারী এবং শেষ পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার জন্য ভিতরে কয়েকজন মুজাহিদ থেকে যান।

মুখপাত্র আরও জনান যে, "পশ্চিমা-সমর্থিত নতুন প্রেসিডেন্ট হাসান এই ভূমিতে পূণরায় তার ক্রুসেডার মিত্রদের নিয়ে এসেছে। সে দাবি করেছে, মুজাহিদদের ঐক্যকে সে চূর্ণবিচূর্ণ এবং তাদের শক্তিকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু তার এই দাবি ও ক্রুসেডারদের আগমনের পর মুজাহিদদের হামলা বেড়েছে। আর আজকের হামলার মাধ্যমে আমরা তার দাবির উল্টোটা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছি। এই হামলায় তাদের সৈন্য, সামরিক অফিসার, এমপি-মন্ত্রী এবং এজেন্টরা পিষ্ট ও ধ্বংস হয়েছে। তারা এখন জানাজা ও শোকসভায় নিয়ে পড়ে রয়েছে। এটাও জানিয়ে রাখি, তার পূর্বসূরিরাও আমাদেরকে একই দাবি এবং হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু তারা শেষ হয়ে গেছে। অপরদিকে আশ-শাবাবের সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁরা এখন পূর্বের চাইতেও আরও শক্তিশালী হয়ে দাড়িয়ে আছে।"

"আমি জানি, প্রেসিডেন্ট হাসান একজন বোকা লোক, যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, অথচ এর জন্য সে মোটেও প্রস্তত ছিলো না।"

"জেনে রাখুন! আপনি গণতন্ত্র, ধর্মহীনতা এবং কুফরি সংবিধানের জন্য লড়াই করছেন, যাতে আপনি পরাজিত হবেন। কেননা আমরা এমন একটি ধর্মের জন্য লড়াই করছি, যাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বিজয় এবং ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাআ'লার সামনে তোমার শক্তি এবং কৌশল কিছুই না।"

মুখপাত্র জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "শত্রুরা পরাজিত হয়েছে, আপনারা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না, শত্রুদের কথায় কান দিবেন না। আর শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা মুজাহিদদের পাশে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন। যাতে করে আপনারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে, দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি উপভোগ করতে পারেন।"

দুই মুসলিম শিশু এক হিন্দু কর্তৃক অপহরণ ও ধর্ষণের শিকার, একজন খুন

মুসলিমদের দুর্বলতা আর উদাসিনতার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীদের দুঃসাহস বেড়েই চলেছে। তারা জানে যতই অপরাধ করুক আইন আদালত তাদের পক্ষেই থাকে। ফলে তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না আবাল বৃদ্ধা বনিতা কেউই; সকল বয়সের মুসলিমরাই তাদের পৈশাচিক আচরণের শিকার হচ্ছেন।

এবার উত্তরপ্রদেশে এক হিন্দু যুবক দুই মুসলিম নাবালিকা কিশোরীকে বাড়ির পাশ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এক মেয়ের নাম শিফা তার বয়স ৫ বছর। আরেক মেয়ের নাম সানিয়া তার বয়স ৯ বছর। ২৫ বছর বয়সী হিন্দুত্ববাদী কপিল কাশ্যপ প্রথমে তাদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বড় মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করে। আর ছোট মেয়েটিকে ধর্ষণ করে মারা গেছে মনে করে আখ ক্ষেতে ফেলে যায়।

এ মর্মান্তিক ঘটনাটি গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের মোদিনগর এলাকায় ঘটেছে। জানা যায়, "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেয়ে-শিশুরা তাদের বাড়ির বাইরে খেলছিল। তখন উগ্রবাদী হিন্দু কপিল কাশ্যপ এসে তাদেরকে পাশের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে দেওয়ার কথা বলে সাইকেলে তুলে নেয়। দোকানে না গিয়ে সে তাদের নিয়ে একটি জঙ্গলে চলে যায়। সেখানেই বড় মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করে। অপর একজনকেও ধর্ষণের পর খুন করতে যাচ্ছিল, যখন নাবালিকাটি তার খপ্পর থেকে পালাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এদিকে, মেয়েরা গভীর রাত হয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না আসায় তাদের খুঁজতে থাকে তাঁদের পরিবার। অনেক খোঁজাখুজি করেও তাদের না পেয়ে মুসলিম পরিবারটি হয়রান হয়ে যায়। আশেপাশেও বিষয়টি জানাজানি হয়। অবশেষে সকলের খোঁজাখুজির পর গভীর রাতে ছয় বছর বয়সী শিফা মেয়েটিকে অজ্ঞান অবস্থায় আখ ক্ষেতে পাওয়া যায়। পরে তার জ্ঞান ফেরার পর সে পুরো ঘটনা পরিবারকে জানায় কিভাবে তাদের অপহরণ করা হল।

তার বিবরণ অনুযায়ী বড় মেয়ে সানিয়ার মরদেহ পরদিন শুক্রবার জঙ্গলের পাশের একটি খামার থেকে উদ্ধার করা হয়। এবং হিন্দুত্ববাদী কপিল কাশ্যপকে আটক করা হয়। প্রথমে সে অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করে। পরে সে স্বীকার করে যে, ৯ বছর বয়সী সানিয়াকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। এমন নির্মম ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া ছোট মেয়েটি এখনো স্বাভাবিক হতে পারছে না। সে এখনো শক ও ট্রমায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

কাশ্যপকে যদিও আটক করা হয়েছে, কিন্তু দেখা যাবে কয়েকদিন পরেই হিন্দু হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের কোন বিচারই হবে না। যেমনটা হয়নি ৮ বছর বয়সী শিশু আসিফার ক্ষেত্রে। তাকে

বাবা-ছেলে আর মন্দিরের পুরোহিত মিলে অপহরণ করে, কয়েকদিন পর্যন্ত পালাক্রমে ধর্ষণ করে মাথা থেতলিয়ে খুন করেছিল। তাদেরকেও আটক করা হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের ছেড়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

এমনিভাবে সঠিক বিচার হয়নি বিলকিস বানুর গণধর্ষণকারী হিন্দুদের। গত ১৫ই আগস্ট গুজরাটের হিন্দুত্ববাদী সরকার প্রশাসন বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের ক্ষমা ঘোষণা করেছে; অথচ তাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল। তবুও মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করায় সেই সমস্ত ধর্ষকদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানিয়েছে, মিষ্টি বিতরণ করেছে জঘন্য নরপিশাচ হিন্দুত্ববাদীরা। হয়ত কপিল কাশ্যবের ক্ষেত্রেও এমনটাই হবে। আর ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে মুসলিমরা।

ফলে অন্যান্য হিন্দুদের মধ্যেও এমন ঘৃণ্য কাজ করার দুঃসাহস হচ্ছে। যদি সঠিক বিচার হতো, তাহলে এমন কাজ করার কথা মনেও ভাবতো না তারা। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা এবং তাদের দোসরেরা কখনোই মুসলিমদের উপর হামলা-হত্যা কিংবা মুসলিম নারীদের অপহরণ বা গণধর্ষণের মতো ঘটনার বিচার করেনি বা করবে না- এটা স্পষ্ট। তবুও যদি মুসলিমরা এখনো সেই কথিত স্যেকুলার আইন-আদালতের উপরই ভরসা করে বসে থাকে, তাহলে সেটা হবে বিপদ দেখে গর্তে মুখ লুকিয়ে 'বিপদ চলে গেছে' ভাবার মতো বোকামি।

তাই মানব রচিত সিস্টেমের ভরসায় বসে না থেকে মুসলিমদেরকে নিজেদের নারী-কন্যা-শিশুদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের লক্ষে নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসতে এবং অনাগত ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘাত মকাবেলার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদ ও হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: Minor Muslim girls aged 5 and 9 raped by 25-year-old, one murdered, another rescued - https://tinyurl.com/523fjwzc

2. NewsClick : Bilkis Bano Case: 11 Convicts set Free by Gujarat Government Under its Remission Polic – https://tinyurl.com/2p84kp5u

---

রাবি হলে ছাত্রকে নির্যাতন, টাকা ছিনতায়ি এবং আবরার ফাহাদের পরিণতির হুমকি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে হলকক্ষে আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার পাশাপাশি গলায় ছুরি ঠেকিয়ে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী নেতা ভাস্কর সাহা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সে। শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার হলে দীর্ঘ ৩ ঘন্টা নির্যাতন চালানো হয় ও ছাত্রের উপর।

ভুক্তভোগী ছাত্র সামছুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। আর অভিযুক্ত ছাত্র ভাস্কর সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

সামছুল ইসলাম জানায়, নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করে পরিবার চালান তিনি। পাশাপাশি ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যয়ভারও বহন করতে হয় তাকে। শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে রুমে ডেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ভাস্কর সাহা। কিন্তু চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে প্রায় ৩ ঘণ্টা তথা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আটকে রেখে ভুক্তভোগীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে ছাত্রলীগের ঐ হিন্দু নেতাসহ আরও কয়েকজন।

এসময় তার কাছে থাকা বিভিন্নজনের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের প্রায় ২০ হাজার টাকা জোর করে ছিনিয়ে নেয় ছাত্রলীগ নেতা। তাছাড়া এসব কথা সাংবাদিক কিংবা পুলিশকে জানালে বুয়েটের আবরার ফাহাদের মতো তাকেও মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

সামসুল ইসলাম আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্ভিসিং কাজ করার জন্য ছাত্রলীগ নেতা চাঁদা দাবি করে এবং আমি ৫ হাজার টাকা দিতে চাই। ৫ হাজার টাকা হবে না বলে রুমে ডেকে নিয়ে আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

সামছুল ইসলাম নিজের নিরাপত্তা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ দিলে, ভাস্কর সাহা উল্টো সামছুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্ত করে বলেছে- এ ঘটনায় আমি জড়িত নই। প্রতিপক্ষ আমাকে ফাঁসাতে এমন চক্রান্ত করেছে।

এদেশ ও জাতি সকলেই এখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি। ছাত্রলীগের হিন্দুত্ববাদী সাহারা দিনের পর দিন মুসলিম ছাত্রদের সাতে দুর্ব্যবহার করছে। নির্যাতনের কথা কাউকে জানালে আবরার ফাহাদের পরিনতির হুমকি দেয়া হচ্ছে।

দালাল আওয়ামী সরকারের ভারত ও হিন্দু-তোষণ নীতির কারণেই এদেশে ঘাপটি মেরে থাকা হিন্দুত্ববাদের এজেন্টরা মুসলিমদের উপর এখন রীতিমত অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষাবোর্ডে, এমনকি ছাত্ররাজনীতিতে পর্যন্ত এদের দুর্দান্ত প্রতাপ এখন। আর ভাস্কর সাহার এই ঘটনা ছাত্রলীগের ব্যাপক হিন্দুয়ানীকরণের বিষয়টি আমাদেরকে আবারো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

তথ্যসূত্র:

১। রাবি শিক্ষার্থীর ২০ হাজার টাকা কেড়ে নিল ছাত্রলীগ নেতা!- - https://tinyurl.com/2s3edzvc

২০শে আগস্ট, ২০২২

মানবাধিকার সংস্থায় এবার তালা দিল সন্ত্রাসী ইসরাইল

ইসরাইল এবার ফিলিস্তিনি মানবাধিকার ও দাতব্য সংস্থাগুলোর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। অধিকৃত পশ্চিমতীরে গত ১৮ আগস্ট ইসরাইলি সেনারা ফিলিস্তিনি এসব মানবাধিকার ও দাতব্য সংস্থার অফিসে হানা দেয়। এ সময় ২০ বছর বয়সি এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে খুন করা হয়। এরপর সেখান থেকে সব কাগজপত্র জব্দ করে এগুোর দরজা ঢালাই করে বন্ধ করে সিলগালা করে দেয় ইসরাইলি সেনারা।

ইসরাইলের দাবি ফিলিস্তিনি এসব মানবাধিকার সংস্থা সশস্ত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত।

সন্ত্রাসী ইসরাইলের এসব মনগড়া অভিযোগ ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থাগুলো অস্বীকার করে জানিয়েছে, মূলত ইসরাইলের দখলদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বহির্বিশ্বে যেন তাদের আগ্রাসনের খবর পৌঁছাতে না পারে, এজন্যই এমন ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিয়েছে তারা।

মানবাধিকার সংগঠন আল-হক জানিয়েছে, ইসরাইলি সেনারা বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে রামাল্লাহ শহরে অবস্থিত তাদের কার্যালয়ে অভিযান চালায়। এর পর একে একে ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল প্যালেস্টাইন, দ্যা বিসান সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভলপম্যান্ট, দ্যা ইউনিয়ন অব প্যালেস্টিনিয়ান ওম্যানস কমিউনিটিস এবং দ্যা অ্যাগরিকালচারাল ওয়ার্ক কমিটির অফিসে অভিযান চালায়।

উল্লেখ্য, গতবছর ইহুদিবাদী ইসরাইল নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ফিলিস্তিনের ৬ মানবাধিকার সংগঠনকে সন্ত্রাসী তালিকায় ফেলে। এর পর থেকেই এসব সংগঠনের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করছে ইসরাইলি বাহিনী।

১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংগঠন আল-হক, ডিফেন্স ফর চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল প্যালেস্টাইন, দ্যা বিসান সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভলপম্যান্ট, দ্যা ইউনিয়ন অব প্যালেস্টিনিয়ান ওম্যানস কমিউনিটিস এবং দ্যা অ্যাগরিকালচারাল ওয়ার্ক কমিটিসকে ২০২১ সালে সন্ত্রাসী তালিকায় ফেলেছে ইসরাইল।

ইসরাইল ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত মানবতাবিরোধী অপরাধ করে গেলেও এখন উল্টো মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী তালিকায় ফেলেছে। আসল সন্ত্রাসীরাই কিনা তাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদেরকে 'সন্ত্রাসী' তকমা দিচ্ছে; আর বিশ্ব নিরবে তাকিয়ে তামাসা দেখছে। এরপরও পশ্চিমা সন্ত্রাসীরা দখলদার ইসরাইলের পক্ষে থাকবে- এটাই বাস্তবতা।

এ অবস্থায় ইসরাইল ও তাদের রক্ষক পশ্চিমা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যতীত ফিলিস্তিন উদ্ধারের অন্য কোন পথ নেই বলে জানিয়েছেন হকপন্থী আলেম-উলামা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel shuts down Palestinian Authority offices suspected of terrorism- - https://tinyurl.com/27er3axr

---

ইসলাম গ্রহণ করায় ১৩ বছর ধরে চলছে হিন্দুত্ববাদীদের হয়রানি

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপরে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালায়। আর কেউ নতুন মুসলিম হলে তার হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতন মুষলধারে বর্ষণ করতে থাকে। তারা মুসলিমদেরকে জোর করে হিন্দু বানানোর চেষ্টা চালায় কিন্তু কোন হিন্দু ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য দেখে মুসলিম হলে তারা সে নব মুসলিমদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে।

এমনই একজন নব মুসলিম জিনি ওরিশার বাসিন্দা। সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বর্তমানে উত্তর প্রদেশের রামপুরে বসবাস করেন।

তিনি জানিয়েছেন, ১৩ বছর আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকেই তিনি নানাভাবে হিন্দুত্ববাদীদের হয়রানের শিকার হচ্ছেন। এমন কোন দিন বাদ নেই যেদিন তিনি কোন না কোন ভাবে এই হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। এমনকি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসনও তাকে হয়রানির করছে। "অথচ, আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক।"

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম অবলম্বন করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হয়রানি করা হচ্ছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ গ্রহণ করলে এটাকে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা অথবা মত প্রকাশের অধিকার বলতো।

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আরো জানিয়েছেন, "আমি তো খারাপ কিছু করছি না বরং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি। তাহলে কেন আজকে ১৩ বছর পরেও আমাকে হয়রানি করা হচ্ছে আমি বিবাহ করেছি, আমার সন্তানাদি আছে, তবুও কেন পুলিশ আমাকে কিছুদিন পরপর তুলে নিয়ে যায়? আমাকে অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, এই নির্যাতন আমাকে আর কতদিন সহ্য করতে হবে?"

সর্বশেষ তিনি ভিডিও বার্তায় সকলের দোয়া চেয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছেও ফরিয়াদ করেছেন আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে এই সমস্ত পেরেশানি, হয়রানি থেকে হেফাজত করেন তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে যেন সুখে শান্তি দেয় জীবন যাপন করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে সেই ব্যবস্থা করে দেন।

উপমহাদেশে মুসলিমরা দীর্ঘ সময় শাসকের মসনদে থাকলেও পরে হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর স্যেকুলারদের গাদ্দারীর কারণে পরাধীনতার শিকার হয়ে আছে। মুসলিমদের শক্তি সাহস ক্ষমতা বলতে কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

তাই কেউ ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের সত্যতা দেখে মুসলিম হলেও হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার নির্যাতন আর নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পারে না। আর মুসলিমরাও দুর্বল হওয়ার কারণে নব মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে পারে না। সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেনা। যদি মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকতো, শক্তিশালী হত, মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভালো অবস্থান থাকতো, তাহলে হিন্দুত্ববাদীরা কখনোই নব মুসলিমদেরকে নির্যাতন করার সাহস পেত না।

তাই ইসলামি চিন্তাবিদগণ সমস্ত মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের মতানৈক্যগুলোকে দূরে রেখে এবং দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামি জীবনবিধানে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। তাহলেই আর মুসলিমদের সামনে হিন্দুত্ববাদীরা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেনা। কোন মুসলিম কিংবা নব মুসলিমের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে সাহস দেখাতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

----

1. In India’s largest state, you can be harassed and arrested by police for converting to Islam. - https://tinyurl.com/543csy97

2. VIDEO LINK: - https://tinyurl.com/mry5z96b

ইসলাম গ্রহণের ১৩ বছরেও প্রতিনিয়ত চলছে হিন্দুত্ববাদীদের হয়রানি

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপরে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালায়। আর কেউ নতুন মুসলিম হলে তার হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতন মুষলধারে বর্ষণ করতে থাকে। তারা মুসলিমদেরকে জোর করে হিন্দু বানানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু কোন হিন্দু ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য দেখে মুসলিম হলে তারা সে নব মুসলিমদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে।

এমনই একজন নব মুসলিম জিনি ওরিশার বাসিন্দা। সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বর্তমানে উত্তর প্রদেশের রামপুরে বসবাস করেন।

তিনি জানিয়েছেন, ১৩ বছর আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকেই তিনি নানাভাবে হিন্দুত্ববাদীদের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এমন কোন দিন বাদ নেই যেদিন তিনি কোন না কোন ভাবে এই হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। এমনকি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রশাসনও তাকে হয়রানির করছে। "অথচ, আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক।"

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম অবলম্বন করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হয়রানি করা হচ্ছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ গ্রহণ করলে এটাকে তারা ব্যক্তি স্বাধীনতা অথবা মত প্রকাশের অধিকার বলতো।

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আরো জানিয়েছেন, আমি তো খারাপ কিছু করছি না বরং মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি। তাহলে কেন আজকে ১৩ বছর পরেও আমাকে হয়রানি করা হচ্ছে? আমি বিবাহ করেছি, আমার সন্তানাদি আছে, তবুও কেন পুলিশ আমাকে কিছুদিন পরপর তুলে নিয়ে যায়? আমাকে অত্যাচার করে নির্যাতন করে। এই নির্যাতন আমাকে আর কতদিন সহ্য করতে হবে?

সর্বশেষ তিনি ভিডিও বার্তায় সকলের দোয়া চেয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছেও ফরিয়াদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে এই সমস্ত পেরেশানি, হয়রানি থেকে হেফাজত করেন তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে যেন সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে সেই ব্যবস্থা করে দেন।

উপমহাদেশে মুসলিমরা দীর্ঘ সময় শাসকের মসনদে থাকলেও পরে হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর নামধারী স্যেকুলারদের গাদ্দারির কারণে পরাধীনতার শিকার হয়ে আছে। মুসলিমদের শক্তি সাহস ক্ষমতা বলতে কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই।

তাই কেউ ইসলামের সৌন্দর্য, ইসলামের সত্যতা দেখে মুসলিম হলেও হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার নির্যাতন আর নিপীড়ন থেকে বাঁচতে পারে না। আর মুসলিমরাও দুর্বল হওয়ার কারণে নব মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে পারে না। সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেনা।

যদি মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকতো, শক্তিশালী হত, মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভালো অবস্থান থাকতো, তাহলে হিন্দুত্ববাদীরা কখনোই নব মুসলিমদেরকে নির্যাতন করার সাহস পেত না।

তাই ইসলামি চিন্তাবিদগণ বার বার মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের দুনিয়াবী লোভ লালসার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামি জীবন-বিধানে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। তবেই মুসলিমদের সামনে হিন্দুত্ববাদীরা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেনা। কোন মুসলিম কিংবা নব মুসলিমের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে সাহস দেখাতে পারবেনা

তথ্যসূত্র:

----

1. In India's largest state, you can be harassed and arrested by police for converting to Islam. - https://tinyurl.com/543csy97

2. VIDEO LINK: - https://tinyurl.com/mry5z96b

শাম| সন্ত্রাসী আসাদ বাহিনীর ভয়াবহ হামলা, নিহত ১৫ আহত ৩৫

সিরিয়ায় জনাকীর্ণ একটি বাজার ও লোকালয়কে টার্গেট করে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী আসাদ ও ইরান জোট। বর্বরোচিত এ হামলায় শিশুসহ ১৫ জন মুসলিম নিহত ও ৩৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে।

সিরিয়ান সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস (হোয়াইট হেলমেট) বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, ইদলিব প্রদেশের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আল-বাব শহরে হামলাগুলো চালানো হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরেই গভীর রাতে হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষের শান্তি কেড়ে নিচ্ছিল কুখ্যাত নুসাইরি আসাদ জোট। এর পর পরই গতকাল বেসরকারি এলাকা ও বাজারকে লক্ষ্য করে বর্বর হামলাগুলো চালানো হয়।

দীর্ঘ এক দশক ধরে সিরিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে সন্ত্রাসী আসাদ-ইরান-হিজবুল্লাহ-রাশিয়া জোট। হত্যা করা হয়েছে লাখ লাখ নারী-শিশুসহ বেসামরিক মানুষকে। শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য-বাসস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এখানের মুসলিমরা। উদ্বাস্তু হয়েছেন লাখ লাখ সিরিয়াবাসী।

এরপরও তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্ব। এমনকি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন সত্বেও সিরিয়ার মুসলিমদের নিয়ে কোন উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি বিশ্ব সম্প্রদায়কে। কোন মিডিয়াকে দেখা যায়নি সিরিয়ার মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে। উল্টো অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব বেশ কয়েকবারই আসাদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কথিত মানবাধিকার সংস্থা, বিশ্ব সম্প্রদায় ও হলুদ মিডিয়ার মাথাব্যথা শুধু আফগানিস্তানের তথাকথিত নারী স্বাধীনতা নিয়ে। এমনকি গতকাল ভয়াবহ হামলায় যখন ১৫ জন মুসলিম নিহত ও ৩৫ জন আহত হওয়ার মতো খবরটিও স্থান পায়নি হলুদ মিডিয়ায়।

গবেষকরা বলছেন, এটা এখন স্পষ্ট যে বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বলতে বুঝায় অমুসলিমদের মানবাধিকার। মুসলিমদের মানবাধিকার নেই। এ জন্যই সিরিয়ায় নারী-শিশুদের হত্যা করা হলেও সেটি কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। অন্যদিকে আফগানিস্তানের মেয়েদের কথিত স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি ধারণ করা থেকে রক্ষা করতে চাইলে সেটি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়!

তথ্যসূত্র:

----

1. 15 dead, 35 injured after rocket hits market in Syria's Albab.
- https://tinyurl.com/54dvdvub

2. 14 dead, 35 injured after rocket hits market in Syria's Albab
- https://tinyurl.com/yc8syb4c

হায়াত হোটেলে আশ-শাবাবের অভিযানের ২০ ঘন্টা, গাদ্দার বাহিনীতে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর সবচাইতে সুরক্ষিত একটি হোটেলে গত রাতে হামলা শুরু করেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যা আজ দ্বিতীয় দিনেও চলমান রয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, গত ১৯ আগস্ট রাতের প্রথমাংশে রাজধানী মোগাদিশুর একটি আবাসিক এলাকায় হামলা চালাতে শুরু করেছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা। হামলাটি রাজধানীতে ৪টি সামরিক চেকপোস্ট দ্বারা সুরক্ষিত "হায়াত হোটেলে" চালানো হয়েছে। চারতলা বিশিষ্ট বৃহৎ আকারের এই হোটেলটি দেশটির গাদ্দার এমপি, মন্ত্রী ও সামরিক কর্মকর্তাদের বেহায়াপনার জন্য রাত্রি উদযাপনে প্রসিদ্ধ ছিলো। আর এমনই একটি হোটেলকে টার্গেট করে পর পর ২টি ইস্তেশহাদী হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার মাধ্যমে হোটেলের প্রতিরোধ সক্ষমতা ধ্বংস করে দেন মুজাহিদগণ। এরপরই অন্যান্য ইনগিমাসী মুজাহিদগণ হোটেলে ঢুকে পড়েন এবং এর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেন।

আশ-শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক হোটেল নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরই সেখানে শুরু হয় তীব্র লড়াই। লড়াইয়ের শুরু ভাগেই আশ-শাবাবের হামলায় গুরুতর আহত হয় দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এবং পুলিশ বাহিনীর প্রধান। যাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিতে দেখা যায়। সেই সাথে আরও ডজনখানেক সৈন্য হতাহত হয়।

লড়াই শুরু হওয়ার ৪ ঘন্টার মাথায় অভিযানে অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদ আল-আন্দালুস রেডিও স্টেশনে যোগাযোগ করেন, তিনি জানান যে, মুজাহিদদের হামলায় তখন পর্যন্ত দুই ডজনেরও বেশি কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। বাকিরা মুজাহিদদের অবরোধে আছে। সেই সাথে দেশটির গাদ্দার বাহিনী তখন পর্যন্ত ৯ বার হোটেলে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রবল হামলার সামনে তা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়।

শত্রুবাহিনী মুজাহিদদের হাত থেকে হোটেলের নিয়ন্ত্রণ নিতে যখন ব্যর্থ হয়, তখন তারা হোটেলে আটকা পড়া তাদের মিত্রদের কথা ভুলে গিয়েই ভারী কামান, রকেট ও মর্টার দ্বারা হোটেলে আঘাত করে। সেই সাথে গাদ্দার তুরস্কের দেওয়া ড্রোনগুলি থেকে হোটেলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে। ফলে হোটেলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাশাপাশি বেসামরিক এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর ছুড়া এসব মারণাস্ত্রগুলি আঘাত হানছে। ফলে একটি বাড়ির নবদম্পতি সহ অন্তত ২০ জন হতাহত হয়েছে। হয়তো হলুদ মিডিয়াগুলো এই হতাহতের ঘটনাকেও কিছুক্ষণ পর আশ-শাবাবের মাথায় চাপানোর চেষ্টা করবে। কেননা প্রতিটি হামলার পরে সংবাদ মাধ্যমগুলোর এমন চিত্রই দেখা গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে আশ-শাবাব যোদ্ধারা, হোটেলে আটকা পড়া এমপি মন্ত্রীদের সাথে থাকা নারী ও শিশুদের ভোর রাতে নিরাপদে হোটেল থেকে বের করে দেয়।

ভোর রাতে আশ-শাবাবের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুসা'আব (হাফি) আল-আন্দালুস রেডিওকে জানান যে, হোটেলে চলমান অভিযানটি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে এবং যেখানে অনেক বিদেশি দখলদার কর্মকর্তারাও হোটেলের ভিতরে আছে।

গতকাল সন্ধ্যায় শুরু হওয়া যুদ্ধ এখন পর্যন্ত চলছে। আমাদের বাহিনী এখনও শত্রুদের আশ্রয় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছেন। ধর্মত্যাগী মিলিশিয়া ও কুফ্ফার বাহিনী অনেক চেষ্টা করেছে হোটেলের নিয়ন্ত্রণ নিতে, কিন্তু ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর কিংবদন্তিরা, আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছেন এবং তাদের অনেক ক্ষতি সাধন করে চলছেন।

মুখপাত্র যোগ করেছেন যে, আমাদের কমান্ডোরা জানিয়েছে যে, তাদের হামলায় হোটেলের ভিতরে শত্রুদের অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং বাকিদেরকে এখনও মুজাহিদরা চিহ্নিত করে করে হত্যা করছেন। অপরদিকে "শত্রুরা বিল্ডিংটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে, তারা ভারী অস্ত্র দিয়ে হোটেলে আঘাত করছে, তাদের বন্ধুদের যত্ন নেওয়ার কোন চিন্তা ছাড়াই, যারা এখনও হোটেলের ভিতরে আটকে আছে,"।

যাইহোক এই নিউজটি লেখা পর্যন্ত (৩:৪৫ মিনিট) হোটেলে আশ-শাবাবের অভিযান ২০ ঘন্টা অতিক্রম করেছে।

১৯শে আগস্ট, ২০২২

ছেলে খুনের মামলা তুলে না নিলে পরিবারের অন্যান্যদেরও খুনের হুমকি বজরং সন্ত্রাসীদের

কয়েক মাস আগে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের সন্ত্রাসীরা কর্ণাটকে মুসলিম যুবক সমীর শাহপুরকে নির্মমভাবে খুন করে। এখন আবার নিহত মুসলিমের বাবাকে মামলা তুলে না নিলে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে তারা।

১৯ বছর বয়সী সমীর শাহপুর এবং ২২ বছর বয়সী শমশির খান পাঠান। কর্ণাটকের নারাগুন্ডের দুই বন্ধু। চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা তাদের উপর নির্মমভাবে হামলা চালায়। হামলায় সমীরের মৃত্যু হয়েছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় বেঁচে যায় শমশির।

সন্তানকে হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি ৫২ বছর বয়সী সুভানসাব শাহপুর। এরই মাঝে ১৪ আগস্ট, যখন তিনি কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন গেরুয়া সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যার হুমকি দেয়।

তিনি বলেছেন, "হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের তিনজন লোক আমার পথ আটকিয়ে ঘিরে ধরে। তারা মুসলিম বিরোধী গালি দিচ্ছিল। তিনজনেরই বয়স ২০/২১ এর মাঝামাঝি। তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে। এমনকি তারা আমাকে আঘাত করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি নিজেকে রক্ষা করেছি।"

"তাদের মধ্যে একজন আমাকে হুমকি দেয়, আমি সমীরের হত্যাকাণ্ডে বজরং দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করেছি তা প্রত্যাহারের জন্য। যদি তা না করি, তারা আমার অন্য দুই ছেলেসহ আমাদের মেরে ফেলবে। আমাদেরও একই পরিণতি হবে বলে হুমকি দেয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমি যখন আমার পরিবারকে হুমকির ঘটনাটি বলি, তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, আমি এফআইআর প্রত্যাহার করব না। আমি আমার ছেলে সমীরের খুনের বিচার চাই।"

জনাব সুবহানসাব যিনি একজন দিনমজুর, তিনি এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তিত। কেননা তার স্ত্রী বাড়িতে সারাদিন একা থাকেন।

মুসলিম যুবক সমীর শাহপুরের খুনের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের অধিকাংশকেই আটক করতে পারেনি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। যাদেরকে সমালোচনার ভয়ে আটক করেছিল, তারাও জামিনে বের হয়ে গেছে।

জনাব সুবহান সাহেবকে হুমকিদাতাদের মাঝে একজন বজরং দলের সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকেও পরদিনই হিন্দুত্ববাদী আদালত জামিন দিয়ে দিয়েছে। অপরাধীরা খুন ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার পরও জামিনে বেরিয়ে যাওয়ায় মুসলিম পরিবারটি এখন খুব বেশি আতঙ্কে আছেন।

যেকোন সময় তারা হিন্দুত্ববাদীদের খুনের টর্গেটে পরিণত হতে পারেন। সমীরের বন্ধু শমশীর যিনি বজরং দলের সদস্যদের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি ভয় ও আতঙ্কে আছি যে, তাদের পরবর্তী লক্ষ্য আমি হতে পারি।"

শামশির একটি স্টুডিওতে ফটোগ্রাফার হিসাবে কাজ করেন। তিনি বলেন,আমি এখন কাজে যেতেও ভয় পাই। মনে হয় কেউ কেউ আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। এই বুঝি আমাকে খুন করবে।

ভারতে এখন প্রত্যেক মুসলিম এমনি আতঙ্কের মাঝে দিনাতিপাত করছেন। যেকোন সময় হিন্দুত্ববাদীরা তাদের জান মালের উপর হামলা চালাতে পারে। মুসলিম নারীদেরকে তুলে নিয়ে গণগর্ষণ করে খুন করতে পারে। হিন্দুত্ববাদীরা জানে, এগুলো করলেও আইন আদালত তাদের পক্ষেই রায় দিবে। যা তাদেরকে আরো বেশি মুসলিম রক্তপিপাসু বানিয়ে দিচ্ছে।

এই জুলুমের নাগপাশ ছিন্ন করতে তাই মুসলিমদেরকে নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসতে আহব্বান জানিয়ে আসছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা বলছেন, উপমহাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি স্পষ্টতই এই বার্তা দিচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীদের সাথে মুসলিমদের সংঘাত এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. "Withdraw case against Bajrang Dal members": Father of lynched Karnataka Muslim man faces death threats - https://tinyurl.com/73mp35wa

---

আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের সাঁজোয়া যান দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

সন্ত্রাসী আমেরিকা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দখলদার জোট বাহিনীর জন্য ২৪টি সাঁজোয়া যান এবং রেডিও সিস্টেম সরবরাহ করেছে। যেগুলো প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের অগ্রগতি রুখতে ব্যহার করা হবে।

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকায় নিয়োজিত ক্রুসেডার মার্কিন "টাস্ক ফোর্স" এর কমান্ডার মেজর জেনারেল জামি শাওলি সোমালিয়া সফর করেছে। এসময় সে রাজধানী মোগাদিশুতে আফ্রিকান ইউনিয়ন (এটিএমআইএস) এর সদর দফতর পরিদর্শন করে।

শাওলি গত ৩ আগস্ট তার সফরের সময় কুফ্ফার জোট বাহিনীর "এটিএমআইএস" কর্মকর্তাদের সাথে একটি বৈঠক করে। এবং আশ-শাবাবকে প্রতিহত করতে নতুন যুদ্ধ কৌশল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। তার এই আলোচনার পর, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়ায় তার মিত্রদের কাছে বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া যান সরবরাহ করে।

CJTF-HOA দ্বারা প্রদত্ত লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা "(কথিত) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং সোমালিয়ার স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে ATMIS-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।"

স্থানীয় সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবকে অবনমিত করতে এসব সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা। একই সাথে আশ-শাবাবের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবকাঠামো রক্ষা করার জন্য এসব সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

আর এরই অংশ হিসাবে, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৪টি আর্মড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) সরবরাহ করেছে। তারা বলছে- বিশেষায়িত এই যানবাহনগুলি নাকি জিবুতিয়ান কন্টিনজেন্ট দ্বারা সোমালি ন্যাশনাল আর্মি (এসএনএ) এর সাথে যৌথ সামরিক অভিযানে ব্যবহার করা হবে। যা সম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর নিকটতম শহর বালদাউইন এবং হিরানের পতন ঠেকাতে কাজ করবে। যেই অঞ্চলগুলি এখন আশ-শাবাবের হামলার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। এই শহরগুলোর পতন ঘটলে রাজধানী মোগাদিশুর পতনও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

তাই শহরগুলোর পতন ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনা বহনকারী PUMA সাঁজোয়া যানগুলি "এটিএমআইএস" বাহিনীকে সরবরাহ করেছে। CJTF-HOA কমান্ডার মেজর জেনারেল শাওলি বলেছে যে, কীভাবে এসব সাঁজোয়া যান ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণও প্রদান করবে অ্যামেরিকা।

গত ১৭ আগস্ট বুধবার মোগাদিশুতে এটিএমআইএস সদর দফতরে এসব সহায়তা (সাঁজোয়া যান ও সামরিক রেডিও) হস্তান্তর করে সোমালিয়ায় নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ল্যারি আন্দ্রে। তার মতে, আল-কায়েদার হামলা থেকে আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনীকে রক্ষা করতে এই যানবাহনগুলির দেওয়া হয়েছে। যারা রাস্তায় ভ্রমণ সময় প্রায়শই আশ-শাবাবের অতর্কিত হামলা এবং বিপজ্জনক বিস্ফোরক ডিভাইস শিকার হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের বিজয় অভিযান রুখতে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ড্রোন হামলা ছাড়াও, আফ্রিকান ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, মোগাদিশু সরকার এবং তার সামরিক বাহিনীকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা ক্রুসেডার শক্তিগুলি।

অপরদিকে স্যেকুলার তুর্কিয়ে মোগাদিশু প্রশাসনকে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক KİRPİ টাইপের সাঁজোয়া যান এবং অস্ত্র দিয়ে প্রতিবছরই সহায়তা করে যাচ্ছে। দুই বছর আগে গাদ্দার আরব আমিরাত সরকারও সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মোগাদিশু সরকারকে বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া যান দিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, কুফফার বাহিনীগুলোর ঐক্যবদ্ধ এই প্রচেষ্টা সত্যেও পরাজিত হচ্ছে মোগাদিশুর পুতুল সরকার। অপরদিকে আশ-শাবাব মুজাহিদিন বর্তমানে আরও শক্তিশালী হয়ে প্রতিবেশি দেশ ইথিওপিয়াতেও অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। দিন দিন মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেই সীমানা জুড়ে তাঁরা অঘোষিত এক ইমারাহ্ পরিচালনা করছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

১৮ই আগস্ট, ২০২২

এবার স্কুলের বাচ্চাদের আই-ডে নাটকে মুসলিম ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী হিসাবে উপস্থাপন

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা সর্বস্তরে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন কৌশলে মুসলিমদের ব্যাপারে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এমনকি তারা বাচ্চাদেরকেও মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে গড়ে তুলছে। তাদের সামনে মুসলিমদেরকে সন্ত্রাস হিসেবে উপস্থাপন করছে।

পাঞ্জাবের একটি স্কুলে আই-ডে নামক একটি নাটকে মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা তাদের পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যা চালাতে শিশুদেরকেও সেভাবেই গড়ে তুলছে। তাদের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুসলিমরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে, যেন তারা পরবর্তীতে মুসলিমদের উপরে হামলা চালাতে পারে। মুসলিমদেরকে হত্যা করতে পারে।

গত মঙ্গলবার ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাঞ্জাবের একটি স্কুলে আই ডে নামক একটি নাটকের আয়োজন করা। আর সেখানেই সমগ্র মুসলিম জাতিকে সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের শিক্ষার্থীরা নাটকের দৃশ্যে মুসলিমদের ধর্মীয় সাদা টুপি, পাঞ্জাবি পরিহিত ব্যক্তিদেরকে সন্ত্রাস হিসেবে দেখতে পাই ঐ নাটকে।

হিন্দুত্ববাদীরা এমন এক উগ্র প্রজন্ম গড়ে তুলছে, যারা হবে প্রচণ্ড রকমের মুসলিম বিদ্বেষী। কারণ ছোটবেলা থেকেই তাদের শিখানো হচ্ছে যে মুসলিমরা হচ্ছে ’সন্ত্রাসী’, তাদেরকে খুন করতে হবে। আর যেহেতু তাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা ’সন্ত্রাসী’ তাই খুন করলেও কোন সমস্যা হবে না। বরং হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া যাবে বিশেষ পুরস্কার।

ইসলামি চিন্তাবিদগণও তাই অনেক আগে থেকেই পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মকেও আসন্ন বিপদ মোকাবেলার করার শারিরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি দিয়ে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. I-Day drama by Punjab school kids portrayed Muslim man as terrorist
- https://tinyurl.com/2zv4jcja

- https://tinyurl.com/ymabjhb3

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের আদ্যোপান্ত

বিশ্ব মানবতার শত্রু ইসরায়েল ২০২১ সালের ২৪ শে মে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য কথিত "আইন ও শৃঙ্খলা" এর নামে একটি গণ-গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করে।

দখলদার ইসরায়লী পুলিশ ঘোষণা দেয় যে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তারা ৫০০ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করবে। এবং ১০ই জুন পর্যন্ত এই দখলদার বাহিনী ২,১৫০ জনেরও বেশি মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে। এবং এই মোট গ্রেপ্তারকৃতদের ৯১ শতাংশই ছিলো ইসরায়লের দখলকৃত অঞ্চলে অবস্থিত ফিলিস্তিনি মুসলিম। দখলদার ইসরায়লের পুলিশ বাহিনী, বিশেষ ইউনিট, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং গোপন পুলিশ সবাই একযোগে প্রধানত আরব শহরগুলোতে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। দখলদার বাহিনীগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গ্রেপ্তার করে এবং দীর্ঘসময় ধরে তাদের আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করে।

সুস্পষ্ট অধিকার লঙ্ঘন

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলির মধ্যে বিক্ষোভকারীদের প্রতি সহিংস আচরণ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তারকৃতদের ব্যক্তিগত ফোন বাজেয়াপ্ত, সাংবাদিক ও সমাজকর্মীদের এবং যারা দখলদারদের সহিংস আচরণের ভিডিও ধারণ করে তাদের মারধর, দখলদারদের বিশেষ বাহিনীর ফিলিস্তিনি শিশুদের অপহরণ, গ্রেপ্তার এবং আটক কেন্দ্রে স্থানান্তরের সময় অত্যধিক বল প্রয়োগ, কারাগারের অমানবিক অবস্থা, এবং বন্দীদের বিবৃতি আদায় পর্যন্ত তাদের জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বন্দীদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে বিশেষ করে শিশুদেরকে থানায় ভয়ানক শারীরিক নির্যাতন করা, হুমকি এবং ভয়ভীতি দেখানো, জিজ্ঞাসাবাদের আগে আইনি পরামর্শকদের সাথে তাদের যোগাযোগ করতে না দেওয়ার মতো মৌলিক অধিকার হরণ করা, আরবি ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ না করা, জিজ্ঞাসাবাদের সময় পিতা-মাতা বা অভিভাবককে তাদের সন্তানদের সামনে উপস্থিত না রাখা, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘসময় পর্যন্ত

জিজ্ঞাসাবাদ করাও অন্তর্ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে, দখলদার পুলিশ জেলে প্রবেশের দরজা অবরুদ্ধ করে দেয় যাতে আইনজীবীরা বন্দীদের নাম এবং সংখ্যা জানতে না পারে।

এছাড়াও ইসরাইলী বাহিনীর অন্যান্য অপরাধগুলোর মধ্যে একটি হলো তারা বন্দীদের আইনজীবীদের তাদের মক্কেলদের সম্পর্কে যে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য দিতে অস্বীকার করে এবং আইনজীবীদের তাদের মক্কেলদের পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

দখলকৃত ফিলিস্তিনের নাজারেথ পুলিশ স্টেশনে ইসরায়েলি সন্ত্রাসীদের একটি কুখ্যাত "নির্যাতন কক্ষ" আছে যেখানে গ্রেপ্তারকৃত বিক্ষোভকারী থেকে শুরু করে পথচারী এমনকি অ্যাটর্নিদের পর্যন্ত শারীরিক, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়। উম আল-ফাহ্‌ম পুলিশ স্টেশনটি তো পুরোপুরি বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আইনজীবীরা বন্দীদের বিশেষ করে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের ব্যপারে জোর দিলে সেখানের কর্তৃপক্ষ এখন আর কারও ফোন রিসিভ করে না।

অ্যাটর্নিদের বন্দীদের সাক্ষাত না করতে দেবার জন্য প্রায়ই ইসরায়েলি পুলিশ কিছু হয়রানিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন বন্দীদের দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা কিংবা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করা কিংবা মক্কেলদের সাথে দেখা করার আগে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বাধ্য করা।

ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই তাদের উপর 'ভবিষ্যতে কোনও বিক্ষোভে অংশ না নেওয়ার' শর্তারোপ করা হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য গৃহবন্দী করে রাখা হয়, কিছু কিছু ব্যক্তিকে তো তাদের বাসস্থান ও এমনকি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও বের করে দেওয়া হয়।

বেশিরভাগ বিচারকই বন্দীদের উপর পুলিশের নির্যাতন, শিশুদের অধিকার এবং মুসলিম জনগণের প্রতিবাদ করার অধিকার সম্পর্কে তাদেরই কথিত 'সাংবিধানিক যুক্তিগুলি' উপেক্ষা করে।

শিশুদের টার্গেট করা

ইসরায়েলি প্রসিকিউটররা ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনি শিশুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এবং তাদের মুক্তির বিরুদ্ধে আগ্রাসীভাবে আপিল দায়ের করে। ফিলিস্তিনি মুসলিম শিশুদের তাদের বয়স ও অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করে তাদের বেআইনি ভাবে দীর্ঘদিন আটক করে রাখে।

২০২১ সালে 'ফিলিস্তিনি অভ্যুত্থানের' সময় দখলদার ইসরাইলীরা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে 'শাস্তি নীতি' গ্রহণ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো পাবলিক প্রসিকিউশন বিচারকের দেওয়া শাস্তি নমনীয় উল্লেখ করে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর শাস্তি দাবি করে বিচার বিভাগে আপিল করে এবং বিচারক তা মঞ্জুরও করে।

২১ শে এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় অ্যাটর্নি অফিস ৬১৬ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমের বিরুদ্ধে ৩৯৭ টি অভিযোগ দায়ের করে। যার মধ্যে ছিল ১৬১ জন শিশু।

ইতিকথা

প্রকৃতপক্ষে এই প্রসিকিউশন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে- "আরবরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সহিংসমূলক আচরণ করে সে তুলনায় তাদের ইহুদিদের কাছ থেকে খুব কমই সহিংসমূলক আচরণের শিকার হতে হয়।"

ইসরায়েলের এই গণগ্রেপ্তার অভিযানের এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। এবং তাদের বর্তমান কর্মকান্ডে এখন এটি স্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা এর থেকেও জঘন্য পন্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। আর অবৈধ ইহুদিদের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে অধিগ্রহণ করে ফেলার চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণকে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই প্রতিয়মান হচ্ছে। কেননা এখন তাদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রতিযোগিতায় নামা আরব শাসকরাও এই কাজে আর কোন বাঁধা নয়।

সুতরাং সময় হয়েছে মুসলিম উম্মাহের গণতন্ত্রের ছায়া থেকে বের হয়ে এসে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় যোগদান করার। এবং মুসলিমদের ও মানবতার শত্রু ইসরাইল ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা কথিত বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করার।

অনুবাদ ও সংকলন : আবু উবায়দা

তথ্যসূত্র :

1. How Israel waged judicial war against Palestinian citizens after the May 2021 uprising - https://tinyurl.com/yu4e5vts

---

বর্বর বর্ণপ্রথার শিকার দলিত শিশু, ‘পানির পাত্র স্পর্শ করায়’ পিটিয়ে হত্যা

ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা একদিকে রাম রাজত্বের স্বপ্ন দেখছে, আবার অন্যদিকে কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্রের বর্বর আইন-কানুন প্রতিষ্ঠাও করতে শুরু করেছে। নিয়মিতই বর্বর হিন্দুত্ববাদী বর্ণপ্রথার স্বীকার হচ্ছে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা।

এবার 'পানির পাত্র স্পর্শ করায়’ কঠোর হিন্দু বর্ণপ্রথার শিকার হলো এক দলিত ছেলে। এই সামান্য কারণে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাজস্থান রাজ্যে নয় বছর বয়সী তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রকে তার উচ্চবর্ণের হিন্দু শিক্ষক পিটিয়ে হত্যা করেছে। শিশু ইন্দ্র মেঘওয়াল রাজস্থান জেলার সুরানা গ্রামের জালোরে সরস্বতী বিদ্যা মন্দিরে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত।

ঘটনাটি ২০ জুলাই ঐ জালোরে সরস্বতী বিদ্যা মন্দির নামের বেসরকারি স্কুলটিতেই ঘটে।

ছেলের পরিবারের পক্ষ থেকে আশংকা করা হচ্ছে, এ ঘটনায় তারা হয়তো ন্যায় বিচার পাবেন না। কেননা দেশটিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সাধারণত বিচারিক ফাক-ফোকর দিয়ে বেঁচে যায়। এছাড়াও ইতোমধ্যে পুলিশ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন তারা। তারা দাবি করেছে যে, আহমেদাবাদের একটি হাসপাতাল থেকে শিশুটির দেহ ফিরিয়ে আনার সময় পুলিশ খিমারামের ফোন এবং শিশুটির মেডিকেল রিপোর্ট কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ একটি জঘন্য প্রথা। তাদের মধ্যে ৪টি শ্রেণিভেদ থাকলেও দলিতদের তারা আরও নিচু মনে করে। তাদেরকে তারা পঞ্চমা বলেও উল্লেখ করর থাকে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা তাদের শারীরিক বা সামাজিক যোগাযোগ থেকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। তাদের ছায়া উচ্চ বর্ণের লোকদের স্পর্শ করাও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তাদের মৃতদেহ শ্মশানে পুড়ানোও নিষিদ্ধ।

অনমনীয় হিন্দু বর্ণপ্রথা কিছু দলিত জাতিকে এমন পেশায় কাজ করতে বাধ্য করে, যেগুলো তথাকথিত উচ্চ বর্ণের দ্বারা অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়। যেমন: মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করা এবং মৃত মানুষ ও পশুদের শেষযাত্রার কাজ করা।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিংক:

- https://tinyurl.com/mr22mb89

ফ্রান্সের 'শেষ বিদায়'টাও কফিন ছাড়া হতে দেননি আল-কায়েদা মুজাহিদিন

দীর্ঘ ৯ বছরের যুদ্ধ শেষে গত ১৫ আগস্ট সম্পূর্ণরূপে মালি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। কিন্তু বিদায়ের এই "সুভসময়টাতে"ও ফ্রান্সকে খালি হাতে যেনো বিদায় দিতেই পারছিলো না আল-কায়েদা। ফলে ফ্রান্সের শূন্য হাতে পূর্ণতা আনতে দখলদার সেনাদের কফিন দিয়েই বিদায় জানালো ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদগণ সম্প্রতি মালির তৃসীমান্ত অঞ্চলে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। যাতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের অন্তত ২ সৈন্য নিহত এবং আরও কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি জানায় যে, গত ১০ আগস্ট বুধবার মালির পূর্ব মেনাকা অঞ্চলে বরকতময় এই হামলাটি চালানো হয়। যা ক্রুসেডার ফ্রান্সের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছিলো। মনে করা হয় যে, কনভয়টি মালি ছাড়ার লক্ষ্যে সীমান্ত হয়ে নাইজারের দিকে যাচ্ছিল। যাতে বহু সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণে ক্রুসেডারদের ২টি সাঁজোয়া যানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সের এই বিদায় মুহূর্তে নতুন চেহারায় পুরোনো শত্রুর আগমনকে নিজেদের ভাষায় স্বাগত জানায় আল-কায়েদা। সেই লক্ষ্যেই গত ১৩ আগস্ট মালির মোপ্তি অঞ্চলের বান্দিয়াগারা শহরে একটি অসাধারণ হামলা চালান মুজাহিদগণ। 'জেএনআইএম' সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র জনায়, উক্ত হামলাটি রাশিয়ার ভাড়াটে "ওয়াগনার" সেনাদের উপর চালানো হয়েছে। যাতে রুশ ভাড়াটে বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই মালিতে রাশিয়ার শেষটাও আমরা খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করবো। যেদিন মুসলিম উম্মাহ, পশ্চিম আফ্রিকার বুকে বৃহত্তর এক ইসলামি ইমারাহ্ প্রতিষ্ঠা হতে দেখবে। বিইযনিল্লাহ্।

১৭ই আগস্ট, ২০২২

ইথিওপিয়ানদের অস্ত্রের গুদাম ধ্বংস : আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানে হতাহত ১৭ শত্রুসেনা

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সোমালিয়ার পাশাপাশি ইথিওপিয়ায় সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে আল-কায়েদা। যার ফলশ্রুতিতে বহু সংখ্যক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ আগস্ট ইথিওপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে পর পর ২টি অভিযান পরিচালনা করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার একটি চালানো হয়েছে ইথিওপিয়ার 'ওয়াশাকো' শহরে। সেখানে ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণ ঘটান তাঁরা। এতে ১৪ এরও বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান দক্ষিণ সোমালিয়ার উপসাগরীয় বে রাজ্যের আউদিনালী শহরে। সেখানেও ইথিওপিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটি ঘিরে কয়েক ঘণ্টা ধরে তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় ঘাঁটিতে পর পর ২টি কামন হামলাও চালানো হয়।

স্থানীয় সূত্র মতে, আশ-শাবাব যোদ্ধাদের উক্ত হামলায় ইথিওপিয়ান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য কামানের আঘাতে নিহত হয়েছে, এবং অন্যরা আহত হয়েছে। আল-আন্দালুস রেডিও স্টেশন থেকে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় বহু সংখ্যক ইথিওপিয়ান সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও, তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের একটি গুদাম সহ ৩টি তাঁবু ধ্বংস করেছেন মুজাহিদগণ।

আশ-শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চতুর্মুখি আক্রমনে বিপর্যস্ত ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুরা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। অল্প সময়ের ব্যবধানেই হয়তো সেখানে একটি ইসলামি ইমারতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শুনতে পাবে মুসলিম উম্মাহ - এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

ব্রেকিং নিউজ || পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই অবশেষে মালি ছাড়তে বাধ্য হল ফ্রান্স

অবশেষে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে অবসান ঘটলো ফ্রান্সের দীর্ঘ ৯ বছরের দখলদারিত্বের। ক্রুসেডার দেশটি ২০১৩ সাল থেকে মালিতে সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে দখলদারিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

ইউরোপীয় এই ক্রুসেডার দেশটি ২০১৩ সালে মালিতে সামরিক আগ্রাসন চালায়। যার লক্ষ্য ছিলো, মালিতে নবগঠিতব্য ইসলামি ইমারাহ্'র পথচলা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা। ক্রুসেডাররা এই লক্ষ্যে সাময়িক সময়ের জন্য সফল হলেও, তারা এর মাধ্যমে মূলত মুজাহিদদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদি এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পূর্বে যার কল্পনাও করতে পারেনি ফ্রান্স। ফলে তাদেরকে এই ভুলের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামরিক খাতে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। প্রতিবছরই অসংখ্য সেনার কফিন টানতে হয়েছে ফরাসিদের, মান বাঁচাতে কফিনের রক্তাক্ত দেহর সংখ্যা নিয়েও করা হয়েছে কারচুপি।

কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের ফলাফল ধীরে ধীরে তাদের এই কারচুপিপূর্ণ তথ্যকে জনগণের সামনে উন্মোচন করে দেয়। শুরু হয় দেশটির সংসদ সহ জনগণের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

এদিকে মুজাহিদদের কাছে যখন মালির প্রতিটি যুদ্ধের ময়দানেই শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে থাকে ফ্রান্স, তখন ফ্রান্সের মিত্র ও গোলামরাও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে ১৫ আগস্ট যখন বিশ্বের তাওহীদপ্রেমী মুসলিমরা আফগান ইমারাত প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্তিতে আনন্দ উদযাপন করছেন, ঠিক সেই মূহুর্তে ক্রুসেডার ফ্রান্সও দীর্ঘ দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মালি ছেড়ে যায়।

ক্রুসেডার ফ্রান্স ২০১৩ সালে ৫ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে শুরু করে অপারেশন সার্ভাল। কিন্তু তাদের এই অপারেশন যখন মুজাহিদদের পরাজিত করতে ব্যার্থ হয়, তখন ২০১৪ সালে আরও সৈন্য নিয়ে নতুন করে অপারেশন বোরখান শুরু করে দেশটি। কিন্তু তাতেও সফলতা না আসায় এই যুদ্ধে আরও কয়েকটি ক্রুসেডার জোটকে অংশগ্রহণ করায় তারা।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ মালির প্রতিটি ময়দানেই সবগুলো জোটকে যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েই ফিরত পাঠিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই অমুসলিম জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী ও রুশ ভাড়াটিয়ারাও মালি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। মুসলিমরা আরও একটি ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবেন, ইনশাআল্লাহ্।

বুলডোজারের বিরুদ্ধে কথা বলায় মধ্যপ্রদেশে মুসলিম এক্টিভিস্ট আটক

মুসলিমদেরকে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাকস্বাধীনতার ফাঁকা বুলি দিয়ে ধোঁকায় ফেলে রাখা ও শোষণ করা হিন্দুত্ববাদীদের একটি পুরনো কৌশল। তারা যা ইচ্ছা করবে-বলবে, এ ব্যাপারে মুসলিমরা কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু মুসলিমরা কিছু বললেই কঠিন আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে জেলে ঢুকিয়ে দিবে।

মোহাম্মদ জাইদ পাঠান, যিনি একজন ভারতীয় মানবাধিকার কর্মী, তিনি মধ্যপ্রদেশে স্থানীয় সরকারের বুলডোজার ব্যবহার করে মুসলিমদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।

এজন্য গত ১৫ আগস্ট জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) অধীনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতি জাগানো এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ করার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

হিন্দুত্ববাদীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশই যেন ভারতের সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়ে উঠেছে। ফলে খুন, ধর্ষণ করার পরেও অনেক হিন্দু আসামী মুক্ত বাতাসে ঘোরাফেরা করছে। আর অন্যদিকে, শুধু হিন্দুত্ববাদীদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় অনেক মুসলিম এখন জেলে বন্দী। এই তালিকায় নুতুন সংযোজন প্রতিবাদকারী মুসলিম এই জাইদ পাঠান।

জাইদ পাঠান হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হয়রানির শিকার মুসলিমদের পক্ষে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন, তিনি খারগোনে মুসলিম-বিরোধী পগরম এবং বাড়িঘর ভাঙার বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। এ কারণেই গত সোমবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করে কঠোর জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) অধীনে মামলা করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

এদিকে ইন্দোরের কালেক্টর হিন্দুত্ববাদী মনীশ সিং বলেছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে উসকানি দেওয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগেই নাকি পাঠানকে গ্রেপ্তার করেছে প্রশাসন।

মুসলিম অধিকারকর্মী নাদিম খান বলেছেন, যখন থেকে তিনি খারগোনে মুসলমানদের সম্পত্তি বেআইনি ধ্বংসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তখন থেকেই পাঠানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

ভারতের কথিত স্যেকুলার-গণতন্ত্রের মুখোশধারীরা এতদিন ধরে যাই বলে থাকুক না কেন, এখন মুসলিমদের প্রতিবাদটুকুও তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে যেন কেউ টু শব্দটুকু করতে না পারে, সেজন্য প্রতিবাদী মুসলিমদের গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে। গণতন্ত্র নামক বিষ বৃক্ষ থেকে এর বেশি কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, যার ধোঁকায় এখনো ফেঁসে আছে উপমহাদেশের মুসলিমরা।

তাই ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ মুসলিমদেরকে এসব তন্ত্র-মন্ত্র আর কথিত অসাম্প্রদায়িকতার জাল ছিন্ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে নববী মানহাজ ও আদর্শ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. MP: Muslim activist who spoke against bulldozer drive in Khargone, booked under NSA, sent to jail - https://tinyurl.com/ye2aedf2

১৬ই আগস্ট, ২০২২

আল-কায়েদার দুর্দান্ত অভিযানে মালিতে অবস্থানরত ৪ রুশ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার প্রশাসনের সাথে চুক্তিবদ্ধ রুশ ভাড়াটে সামরিক কোম্পানি ওয়াগনারের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সব সফল হামলা অব্যাহত রেখেছে আল-কায়েদা। নতুন করে এমনই এক হামলায় ৪ রুশ সেনাকে হত্যা করেছেন প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা মালির মোপ্তি অঞ্চলের বান্দিয়াগারা শহরে রাশিয়ান ভাড়াটে সেনাদের উপর একটি অতর্কিত ও সফল হামলা চালিয়েছেন। যাতে রুশ বাহিনীর ৪ সৈন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

সূত্রটি জানায়, গত ১৩ আগস্ট শনিবার বরকতময় এই সফল হামলাটি চালানো হয়েছিল। যেখানে ভাড়াটে ওয়াগনার সেনাদের একটি দল মোটরসাইকেল নিয়ে বান্দিগাড়া শহর ছেড়ে দিয়ালো এলাকার দিকে যাচ্ছিল। আর তখনই মুজাহিদগণ রুশ সেনাদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলাটি চালান এবং হতাহতের উক্ত ঘটনা ঘটে।

সূত্রটি এটিও নিশ্চিত করেছে যে, বরকতময় এই অভিযানের সময় 'জেএনআইএম' এর একজন বীর মুজাহিদও শহীদ হয়েছেন। (তাকাব্বালাল্লাহ্)।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, মালির গাদ্দার জান্তা প্রশাসন এবং সাদা চামড়ার এই রুশ সৈন্যরা মালিতে গণহত্যা চালাচ্ছে। তাদের এমনই এক হামলায় ৩৩ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন।

এদিকে রাশিয়াও নিশ্চিত করেছে যে, তারা মালিতে জান্তার সাথে চুক্তি করেছে এবং সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সামরিক বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েছে। সেই সাথে রাশিয়া গাদ্দার জান্তা প্রশাসনকে ৪টি L-39C Albatros টাইপ প্রশিক্ষক বিমান, ১টি Mil Mi-24 টাইপের অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং ১টি Suhoy Su-25 ফাইটার জেট প্রদান করেছে।

তবে মুজাহিদদের মালি বিজয়ের অভিযান রুখতে বিদেশি শত্রুদের কোন পদক্ষেপই কাজে আসছে না বলে মনে করেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

কাশ্মীরে আলেমকে গুম করে খুন করলো হিন্দুত্ববাদী সেনারা

কাশ্মীরে ভারতীয় দখলদারদের অত্যাচার-জুলুম চলছেই। ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলতে বা কাজ করতে পারে- এমন সন্দেহ হলেই হতে হচ্ছে গুম, খুন বা গ্রেফতারের স্বীকার।

গত ১ সপ্তাহ আগে এমনই একজন আলেম ও দ্বায়ী মুহাম্মদ আশরাফ শাহ গুম হন। গতকাল ১৫ আগস্ট কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারা এলাকায় নদীর কাছে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁকে।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, গত ৭ আগস্ট বাড়ি থেকে যাবার পর পরই উক্ত আলেমকে গুম করা হয়। এরপর অনেক অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। পুলিশের সাহায্য চাইলেও কোন কাজ হয়নি।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, জোরপূর্বক নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা ঠিকিয়ে রাখতে হিন্দুত্ববাদী ভারত যতই বল প্রয়োগ করুক না কেন, কাশ্মীরের মুসলিমরা যে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছেন- এর মাধ্যমে নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দখলদার ভারত থেকে মুক্তি লাভ করেই ছাড়বে ইনশাআল্লাহ্। আর একজন সম্মানিত আলেমেদ্বীনের শাহাদাত নিঃসন্দেহে প্রতিরোধ যুদ্ধকে আরও বেগবান করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. South Kashmir preacher missing since a week found dead in Bijbehara-

- https://tinyurl.com/y2krxvwz

2. video link - https://tinyurl.com/3dh42v5w

অখন্ড ভারত সংকল্প দিবস পালন করতে হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপির সভা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের চলমান মুসলিম নিধনকে অনেকেই সে দেশের বিষয় মনে করে। তারা ভুলে যায় হিন্দুত্ববাদীরা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আশেপাশের দেশগুলোতেও হত্যাযজ্ঞ চালাবে। কারণ তাদের টার্গেট অখণ্ড ভারত নির্মাণ, যা অন্যান্য দেশ গুলোকেও শামিল করে। আর এ বিষয়টিকে ব্যাপক করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপি।

গত ১৪ আগস্ট জম্মুতে এক সভায় সীদ্ধান্ত হয়েছে অখন্ড ভারত (সংযুক্ত ভারত) সংকল্প দিবস পালন সংক্রান্ত দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করবে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। এ নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সাধারণ সম্পাদক অভিষেক গুপ্ত ও জম্মু- কাশ্মীরের কার্যকারী সভাপতি রাজেশ গুপ্তের নেতৃত্বে শক্তি আশ্রম রেহারিতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে হিন্দুত্ববাদী বক্তারা বলেছে, অখন্ড ভারত মানেই ভারতের সেই সব অঞ্চলকে ফিরিয়ে আনা, যা প্রাচীনকালে ভারতের অংশ ছিল। তারা বলেছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, মালয়েশিয়া, তিব্বত, থাইল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশ যুক্ত ভারতের অংশ। তারা মুসলিম শাসকদের উপর মিথ্যা অভিযোগ এনে

বলেছে, মুঘলদের আগ্রাসনের কারণে কিছু দেশ যুক্ত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরে ব্রিটিশ শাসনামলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

"অখন্ড ভারত শব্দটি আরএসএস এবং ভিএইচপি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে ব্যবহৃত করে। অখন্ড ভারত মানচিত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমরা অবিভক্ত ভারতের মানচিত্র আঁকতে এই দেশগুলিকে ভারতের সাথে একত্রিত করতে চাই।"

এ উপলক্ষে প্রতিটি জেলায় কর্মসূচি পালন করবে হিন্দুত্ববাদী দল ভিএইচপি। বিশ্লেষকগণ অনেকদিন থেকেই সতর্ক করছেন, উপমহাদেশের মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদের প্রবল ঝড় ধেয়ে আসছে। যা কোন ভাবেই শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আঘাত হানবে উপমহাদেশের সকল মুসলিমের ঘরে ঘরে।

তাই মুসলিমদেরকে সময় থাকতেই হিন্দুত্ববাদীদের কাল্পনিক স্বপ্ন ধূলোয় মিশিয়ে দিতে নববী মানহাজ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আহব্বান জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Daily Excelsior : VHP holds meeting to observe Akhand Bharat Sankalap Diwas - https://tinyurl.com/4d4aypw2

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || আগস্ট ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/08/16/58604/

ইসরাইলি বর্বরতা || ঘরে ঢুকে ফিলিস্তিনি তরুণকে হত্যা ও লাশ গুম

আর কত কান্না, আর কত ফিলিস্তিনি মায়ের বুক খালি হলে সন্ত্রাসী ইসরাইল শান্ত হবে- তা কারো জানা নেই। প্রতিদিনই কোন না কোন ফিলিস্তিনির প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এবার ঘরে ঢুকে এক ফিলিস্তিনি তরুণকে পরিবারের সামনেই গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনারা। সোমবার (১৫ আগস্ট) পূর্ব জেরুজালেমের পার্শ্ববর্তী কুফর আকাব শহরে এই ঘটনা ঘটেছে।

ইব্রাহিমের বাবা বলেন, ভোরবেলা তাদের বাড়িতে অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী এবং তার ছেলেকে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে। ওই অবস্থায় আধা ঘণ্টার বেশি ইব্রাহিমের মরদেহ ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখে সেনারা। এরপর তাকে গ্রেফতার করে এবং কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হয়। এরপর মৃত লাশকেই তুলে নিয়ে যায় হানাদার বাহিনী।

নিহত তরুণের বাবা বলেন, আমরা জানি না ওরা কেন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমি ও আমার আরেক ছেলে লুকিয়ে না থাকলে তারা আমাদেরও মেরে ফেলতো।

ফিলিস্তিনে বেঁচে থাকা এখন ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল তিনি কি বেঁচে থাকবেন নাকি গ্রেফতার হয়ে পরে থাকতে হবে ইসরাইলি কারাগারে।

গুলি, গ্রেফতার, বোমা হামলা, ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দেয়ার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ইসরাইল। একেতো অবৈধ রাষ্ট্র অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন- এরপরও কথিত মানবাধিকার সংস্থা, সুশীল সমাজ, হলুদ মিডিয়া ফিলিস্তিন ইস্যুতে একদম নিরব ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের রক্তের সাথে গাদ্দারি করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে আরব শাসকগোষ্ঠী।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উদ্ধারে মুসলিম জাতিকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন উম্মাহ দরদী আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israeli army kills Palestinian youth in occupied East Jerusalem- - https://tinyurl.com/mrx2urjy

2. video link - https://tinyurl.com/mvd3w2jk

১৫ই আগস্ট, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী ভারতের শাটডাউনে গোটা কাশ্মীর এখন নির্জন

৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দখলকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে জোরপূর্বক শাটডাউন দিয়ে গোটা কাশ্মীরকে জনমানবশূন্য এলাকায় পরিণত করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এই দিনটিতে হিন্দুত্ববাদী ভারত শাট ডাউন ঘোষণা করে কাশ্মীরের হাসপাতাল, ফার্মেসি সহ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সবাইকে বন্ধ রাখতে বাধ্য করে।

সমগ্র কাশ্মীর বিশেষ করে শ্রীনগরে ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুত্ববাদী সেনা মোতায়ন করা হয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য একটাই- যে করেই হোক মুসলিমদের ভারত বিরোধী প্রতিবাদকে প্রতিরোধ করা।

কাশ্মীরের সব জায়গায় দোকান এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের প্রধান স্কয়ার এবং পয়েন্টগুলিতে চেকপয়েন্ট এবং ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে।

দখলদার কর্তৃপক্ষ সমস্ত সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং অফিস ও স্কুলগুলিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় নম্বর কাটানোর ভয় দেখিয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান দিতে বাধ্য করেছে।

অন্যদিকে, সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় কিছু পোস্টার দেখা গিয়েছে, যেখানে লেখা ছিল যে ভারত জম্মু ও কাশ্মীরে হামলা চালিয়েছে এবং কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তা দখল করে নিয়েছে। পোস্টারগুলিতে 'ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস একটি কালো দিবস' এবং 'আমরা স্বাধীনতা চাই' এর মতো স্লোগানও লেখা ছিল।

তথ্যসূত্র :

----

1. Shutdown gives deserted look to IIOJK on India’s Independence Day - https://tinyurl.com/3c4zskb5

ব্রেকিং নিউজ || অখণ্ড ভারত ‘হিন্দু রাষ্ট্রের’ নতুন ‘সংবিধান’ তৈরী করছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা

হিন্দুত্ববাদীদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন অখণ্ড ভারতকে মুসলিম মুক্ত করে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ গঠনের। সে লক্ষ্যে তারা নানাভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান ভারতে মুসলিমদের অবস্থা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, এ চক্রান্তে হিন্দুত্ববাদীরা কতটা সফল হয়েছে। মুসলিমদের নীরবতা আর দূর্বলতার সুযোগে তারা এতটাই আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে যে, এখন মুসলিমদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ‘হিন্দু রাষ্ট্রের’ নতুন ‘সংবিধান’ পর্যন্ত তৈরী কর ফেলেছে তারা।

হিন্দুত্ববাদী উগ্র সাধুদের একাংশ ভারতের নতুন সংবিধান-এর একটি খসড়া তৈরি করছে। বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, ২০২৩ সালে মাঘ মেলায় অনুষ্ঠেয় ‘ধর্ম সংসদ’-এ খসড়াটি উপস্থাপনের কথা রয়েছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মাঘ মেলার ধর্ম সংসদে নিজস্ব ‘সংবিধান’ তৈরি করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সেই মতো খসড়া তৈরির কাজ চলছে বলে জানা গেছে।

সংবিধানটি হবে মোট ৭৫০ পৃষ্ঠার। বারাণসী-ভিত্তিক শঙ্করাচার্য পরিষদের হিন্দুত্ববাদী সভাপতি স্বামী আনন্দ স্বরূপ জানায়, শাম্ভবী পীঠধীশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় দার্শনিক ও পণ্ডিতের ৩০ জনের একটি দল এই ‘সংবিধান’-এর খসড়া তৈরি করছে। সংবিধানটি হবে ৭৫০ পৃষ্ঠার। এটি নিয়ে ধর্মীয় গুরু ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। এর ভিত্তিতে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হতে চলা মাঘ মেলায় অর্ধেক সংবিধান (প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হবে।

হিন্দুত্ববাদী আনন্দ স্বরূপ জানায়, এই হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী দিল্লির পরিবর্তে বারাণসীই হবে ভারতের রাজধানী। এছাড়া কাশীতে একটি ‘ধর্ম সংসদ’ গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ সমিতির প্রধান কমলেশ্বর উপাধ্যায়, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী বিএন রেড্ডি, প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ আনন্দ বর্ধন, সনাতন

ধর্মের পণ্ডিত চন্দ্রমণি মিশ্র এবং বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের সভাপতি অজয় সিংয়ের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এই সংবিধান রচনার দায়িত্বে রয়েছে।

স্বরূপ আরো জানায়, সংবিধানের প্রথম পৃষ্ঠায় 'অখণ্ড ভারতের' মানচিত্র থাকবে। তাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমারের মতো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন দেশগুলোকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হবে। হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া অনুসারে, অহিন্দুরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসদে এটি প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছিল। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার ও দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসদে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত বক্তব্যের বিষয়টি স্থিমিত না হওয়ার মধ্যেই এবার প্রস্তাবিত হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া প্রকাশ্যে এলো।

হিন্দুত্ববাদীরা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই দেশের শহর ও ঐতিহাসিক স্থানের যেসব নাম মুসলিম-সম্পর্কিত ছিল, সেগুলো পরিবর্তন করে বুঝিয়ে দিচ্ছিল তারা কোন পথে এগোচ্ছে। সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ করার জন্যই সংবিধান পাল্টানোর ছক কষা হচ্ছে। হরিদ্বার ধর্ম সংসদের সাধু আনন্দ স্বরূপ যে খসড়া সংবিধান তৈরি করেছে তা বাস্তবায়িত হলে ভারতে মুসলিমদের আর কোনও বাঁচার অধিকার থাকবে না।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিম নিধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। অন্যদিকে মুসলিরা এখনো নিজেদের মাঝে ছোটখাট বিষয়ে মতানৈক্যে পড়ে আছে। তাই ইসলামি চিন্তাবীদগণ মুসলিমদের অবচেতনার ঘুম ভেঙ্গে আসন্ন হিন্দুত্ববাদী ঝড়ের কবলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার আহব্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

------

1. TimesofIndia : Won't let minorities vote: 'Hindu Rashtra statute draft' - https://tinyurl.com/2t75dnax

---

আবারো উত্তপ্ত বুয়েট : ছাত্রলীগের 'চেতনাবাজি' আর গায়ের জোরের খেলার শেষ কোথায়?

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এখন এক আতংকের নাম। পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যেকটি অঙ্গনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে যাচ্ছে দলটি। তাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত আতংকে দিনাতিপাত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিং এর নামে চরম নির্যাতনের ঘটনা সবারই জানা। আস্তে কথা বলার জন্য শাস্তির মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে সালাম না দেয়ার জন্য ৫০-৬০ টি চড়-থাপ্পড় দেয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের ও সরকারের নীতি বা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বললে যে কাউকেই বরণ করতে হচ্ছে আবরার ফাহাদের মতো পরিণতি।

২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নৃশংস অত্যাচারে বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ শহীদ হন। এরপর বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটিতে সব রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

বুয়েটে সকল ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেমে নেই এখানে। কয়েকদিন পর পরই গায়ের জোরে বিভিন্ন কার্যক্রম করতে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে। গত ২ জুলাই ও ৮ জুন দুটি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে দলটি। গত ১৩ আগস্ট আবারও বুয়েট অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্সে ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দের আয়োজনে একটি অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়।

বুয়েটের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিটির কথা জানতে পারেন শনিবার ১৩ আগস্ট সন্ধ্যা ছয়টার দিকে। পরে তারা বুয়েট মিলনায়তনের সামনে জড়ো হতে থাকেন। বাইরে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করলেও বুয়েট ক্যাফেটেরিয়ার সেমিনার কক্ষে তখনও সন্ত্রাসীলীগের অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠান শেষে রাত সোয়া আটটার দিকে বেরিয়ে আসার পর বাইরে অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করর বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা।

এরপর ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও ছাত্রলীগের কার্যক্রমের অনুমতি দেয়ার বিষয়ে জানতে বুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবৃতি দেন ছাত্ররা।

এদিকে এ ঘটনায় গতকাল ১৪ আগস্ট বুয়েটের ছাত্রদেরকে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ও পাকিস্তানের প্রেতাত্মা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও তাদেরকে রাজনীতি করতে দেয়ার জন্য বুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানায় সে। এবং যে সকল ছাত্র সন্ত্রাসীলিগের কার্যক্রমে বাধা দিয়েছে তাদের তালিকা তৈরি করে দেখে নেয়ার হুমকি দেয় সে।

এ সময় বুয়েটের প্রশাসনের উদ্দেশে জয় বলেছে, 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে আপনারা কি বুঝাতে চান? আপনারা কি বুয়েটকে জঙ্গিমুক্ত করতে পারবেন? পারবেন না। আপনাদের জন্য অশনি সংকেত এই জঙ্গি চক্র আপনাদেরকেই প্রথমে হত্যা করবে। বুয়েট প্রশাসনকে আবারো বিবেচনা করতে বলব, ছাত্র রাজনীতি আবারো সচল করে বুয়েটকে জঙ্গিমুক্ত করার জন্য আপনারা পদক্ষেপ নেবেন।'

সে আরও বলেছে, 'ওই বুয়েট ক্যাম্পাসে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা যারা মাথাচারা দিচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করা হবে। তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার কাছে অনুরোধ করব যারা যারা বঙ্গবন্ধুর শোকের প্রোগ্রাম বানচাল করার প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে তাদেরকে আপনারা খুঁজে বের করুন, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা উচিত। তারা রাষ্ট্রদ্রোহ এবং সংবিধান লঙ্ঘনের মতো একটা কাজ করেছে।'

বুয়েটের বিক্ষোভকারীদের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে জয় বলেছে, দেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক নেতৃবৃন্দরা কাজ করেছে। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের প্রেতাত্মারা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইদের সাথে কী বেয়াদবিটা করল দেখেছেন! এ ধরণের বেয়াদবদের থেকে ভালো কিছু বয়ে আসবে কখনো তা আমি মনে করি না। জাতির পিতা এই বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন, তাকে নিয়ে যারা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাবে তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

অন্যদিকে বুয়েটে ছাত্রলীগের কমিটি দেয়ার দাবিতে মধুর ক্যানটিনে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্রলীগের দু'জন নেতা। তাদের একজন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক মো. আমির হামজা। তারা গত ১৩ আগস্ট দুপুরে মধুর ক্যানটিন থেকে বুয়েট শহীদ মিনার পর্যন্ত এ দাবিতে লংমার্চ করার ঘোষণা দেন।

অর্থাৎ তারা যেকোন পন্থায় বুয়েটে নিজেদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ উদ্যেশ্যে তারা বিভিন্নভাবে বুয়েটে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মনে করছেন বুয়েটের ছাত্ররা।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কাছে এখন পুরো দেশই জিম্মি হয়ে পড়েছে। তাদের সন্ত্রাসের বলি হয়ে শত শত মায়ের বুক খালি হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার হয়ে সম্ভ্রম হারিয়েছেন অসংখ্য মা-বোন। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, চুরি-ডাকাতির মতো সকল অপরাধের সাথে জড়িত এই ছাত্রলীগ। তারা এখন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈরাজ্য চালিয়ে ধ্বংস করতে চাচ্ছে জাতির মেধাবী ছাত্রদের জীবন। তাদের অত্যাচার আর কতদিন সইতে হবে এ দেশের মানুষকে? এই প্রশ্নটিই এখন সাধারণ মানুষের।

তবে ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, ছাত্রলীগের এই ত্রাসের রাজত্বের জন্য দায়ি এই জুলুমের সিস্টেম। কথিত গণতান্ত্রিক এলিটরা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে পশ্চিমা জুলুমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, আর আমরা তা মেনেও নিয়েছি। তারা তাদের জুলুমের সিস্টেমকে কায়েম রাখতে আমাদের উপর মানবরচিত সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছে, আমরাও আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলে সেই সংবিধানের আনুগত্য করতে শুরু করেছি। আর সেই জুলুমের সিস্টেম আজ আমাদের মুসলিম পরিচয়ে বেঁচে থাকাই কঠিন করে তুলেছে।

তারা তাদের আদর্শ আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে, আর আমরাও ইসলামবিরোধী এই আদর্শ বা চেতনার কোন প্রতিবাদ করিনি। আমরা ভেবেছি, আমরা ইসলাম ও তাদের চেতনা একই সাথে ধারণ করে নির্বিঘ্নে জীবন কাটাবো। কিন্তু আজ যখন দাড়ি-টুপি বা সুদ্ধভাবে সালাম দেওয়া, কিংবা নোংরা পশ্চিমা সামাজিকতা বয়কট করা, অথবা ইসলাম পালনের দিকে মনোনিবেশ করাকেই তারা তাদের জন্য হুমকি মনে করছে, তখন আমরা কিছুটা টের পাচ্ছি যে।

আর যা-ই বা যাকেই তাঁরা নিজেদের জন্য হুমকি মনে করবে, তাকেই তারা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক অপসক্তি, পাকিস্তানের প্রেতাত্মা, জঙ্গি-সন্ত্রাসী ট্যাগ দিবে; ও তাকে নির্মূল করতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়গ করবে। আবরারকেও তারা শিবির ট্যাগ দিয়েছিল, এখন বুয়েটের সব ছাত্রকে পাকিস্তানের প্রেতাত্মা বলছে। আলেমদেরকে তারা নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে জেলে বন্দী করে রেখেছে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ছাত্রদেরকেও তারা গুম-হত্যা করেছিল।

এই সিস্টেম, এই জুলুম আমাদের উপর চেপে বসার দায় যেহেতু কিছুটা হলেও আমাদের, তাই একে জুলুমকে নিঃশেষ করার উপায়ও তালাশ করতে হবে আমাদেরকেই। আমাদের হয়ে এই কাজ চীন-অ্যামেরিকা বা কথিত জাতিসঙ্ঘ এসে করে দিবে না। আমাদেরকে তাই এই সিস্টেম থেকে বের হয়ে ফিরে আসতে হবে নববী চেতনায়, ইসলামি আদর্শে - এমনটাই মনে করেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

প্রতিবেদক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র

১। বুয়েটে শোক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান শেষে তোপের মুখে ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা- https://tinyurl.com/56ppj7y4

২। বুয়েটে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা: জয়- https://tinyurl.com/mrx8vd7u

---

১৪ই আগস্ট, ২০২২

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র আর মুসলিমদের হিন্দু বানানোর উসকানিমূলক মন্তব্য হিন্দুত্ববাদী সুরেন্দ্রর

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা এতদিন আড়ালে আবডালে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর কথা বলতো। এখন প্রকাশ্যে গণমাধ্যমকে মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানিয়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর মন্তব্য করছে। সে অনুযায়ী তারা কাজও শুরু করেছে। ভারত জুড়ে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের হামলা বহুগুণে বেড়ে গেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিমদের উপর চাপ প্রয়োগ করে অসহায় করে তুলছে। যেন মুসলিমরা চাপে পড়ে হিন্দু হতে না চাইলেও ঘুড়ে দাঁড়াতে না পারে।

মুসলিম বিদ্বেষী উসকানিমূলক মন্তব্যবের ধারাবাহিকতায় এবার যুক্ত হয়েছে ভারতের উত্তর প্রদেশের বিজেপি বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী সুরেন্দ্র সিং। সে বলেছে, 'ভারতকে শিগগিরি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে এবং দেশের মুসলিমদের হিন্দু বানানো হবে।' সম্প্রতি এই উগ্র নেতা গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এমন মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করেছে।

গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার হিন্দি গণমাধ্যম 'জনসত্তা' সূত্রে জানা গেছে, সুরেন্দ্র সিংয়ের এ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সুরেন্দ্র সিং বলেছে, ভারত যেকোনো উপায়ে হিন্দু রাষ্ট্র হবে এবং মুসলিমদের হিন্দু করা হবে। এছাড়া সে ভারত মাতা কী জয় এর মত কুফরী স্লোগান যারা না দেয় তাদেরকে 'শয়তান' এবং 'রাবণ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছে।

এই হিন্দুত্ববাদী আরো বলেছে, 'পৃথিবীতে রামের পাশপাশি রাবণও ছিল। ঠিক একইভাবে ভারতের মাটিতে বাস করে 'ভারত মাতা কী জয়' না বলা লোকদের মধ্যে রাবণের প্রবৃত্তি রয়েছে। এরা এমন লোক যারা এই মাটির অন্ন খায় এবং পানি পান করা সত্ত্বেও এরা ভারত ভূমিকে 'মা' মেনে নিতে রাজি নয়। এরা তো মানুষ হতে পারে না, শয়তানই হতে পারে।'

যদি ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয় তাহলে মুসলিমদের কী হবে- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে, দেশে যত মুসলিম আছে তারা আগে হিন্দু ছিলেন। হিন্দু ধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে তারা মুসলিম হয়েছিলেন। ওদের আমরা আবার হিন্দু বানাব। তাদের হিন্দুতে পরিণত করব।'

এই হিন্দুত্ববাদীরা ভুলে যায় যে, মুসলিমরা দীর্ঘ ৬০০ বছর ভারতে বীরদর্পে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। তারা চাইলেই উপমহাদেশের সকল মানুষের ধর্মকে ইসলাম বানিয়ে ফেলতে পারতেন। জোরপূর্বক সকলকে মুসলিম বানিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোকে সমর্থন করে না; তাই তারা কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানান নাই। জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর ইতিহাসও কেউ দেখাতে পারবে না।

এখন হিন্দুত্ববাদীরা যে অযৌক্তিক দাবি করছে যে, হিন্দুদেরকে মুসলিম বানানো হয়েছে - তা আসলেই মিথ্যা এবং ভ্রান্ত। বরং অনেক জ্ঞানী হিন্দুরাই ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য এবং মুসলিমদের সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এমন অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের সোনালী পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

তথ্যসূত্র:

----

১. ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে, মুসলিমদের হিন্দু বানানো হবে: বিজেপি বিধায়ক - https://tinyurl.com/2s47dmkz

---

কারাগারে বৃদ্ধা ফিলিস্তিনির মৃত্যু, ৪০ দিন পর লাশ ফেরত দিল জালিম ইসরাইল

ইসরাইলি কারাগারে মৃত্যুর ৪০ দিন পর সাদিয়া ফারাজাল্লাহ নামে এক বৃদ্ধা ফিলিস্তিনি মুসলিম নারীর লাশ পরিবারের কাছে ফেরত দিয়েছে জালিম ইসরাইল।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২ জুলাই দখলদার ইসরাইলি কারাগারে মারা যান তিনি। মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। বয়োবৃদ্ধ এ নারীর সাথেও পাশবিক আচরণের কোন কমতি করেনি মানবতার দুষমন ইহুদিরা। প্রথমে তাঁর লাশ পরিবারের কাছে ফেরত দিতে অস্বীকার করে বর্বর ইহুদিরা। এরপর বহু আন্দোলন ও প্রতীক্ষার পর গত ১১ আগস্ট তার লাশ ফিলিস্তিনিদের কাছে হস্তান্তর করে ইহুদিরা।

উল্লেখ যে, গতবছর ১৮ ডিসেম্বর অধিকৃত পশ্চিম তীরে হেবরন শহর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ইসরাইলি সেনারা। ঐ সময় তিনি ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ইব্রাহিম মসজিদের পাশে বসবাসকারী তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

তাঁর জানাযায় অংশ নেন অসংখ্য ফিলিস্তিনি মুসলিম। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী কয়েকটি সংগঠনও জানাজায় উপস্থিত ছিল। তারা বৃদ্ধা মুসলিমরা মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মুসলিম নারীর প্রতি জালিম ইসরাইলের এমন বর্বর আচরণ উম্মাহর

এক সময়ের জিহাদবিমুখতার ফল। মুসলিমরা অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে যখন থেকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তখন থেকেই এই ইহুদি জাতি এবং অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় মুসলিমদের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। মুসলিমদেরকে তাই আবারো দুনিয়াবিমুখ হয়ে নববী মানহাজ ও আদর্শে প্রত্যাবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন হক্বানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israel delivered the body of the late prisoner Saadiya after 40 days of her death- https://tinyurl.com/ycx2827d

---

তালেবানের সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর এখন কাবুলে

ইসলাম নিয়ে যুগে যুগে ইসলামবিদ্বেষীরা যতই প্রোপাগাণ্ডা ছড়াক, ইসলামের রীতিনীতি দেখে ও ইসলামের অনুসারীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অসংখ্য অগণিত মানুষ। সবচেয়ে বেশি ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে তাদেরই হাতে, যারা ইসলামকে প্রকৃতভাবে নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা এক সময় ইসলামের ঘোর বিরোধী থাকতো তারাই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য দেখে নিজেদের জীবনে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তেমনি একজন ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর টিমোথি উইকস।

তালেবানের কারাগারে বন্দী থাকাকালীন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী আমিরাতের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মাতৃভূমি থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের মাটিতে পা রেখেছেন। একইসাথে নতুন সরকারকে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছেন টিমোথি উইকস।

গতকাল ১৩ আগস্ট শনিবার এক্সপ্রেস নিউজ জানায়, ২০১৬ সালে আফগানিস্তানে এসে এক মার্কিন সহকর্মীর সাথে তালেবান মোজাহিদিনদের হাতে আটক হন উইকস এবং তিন বছর তাদের হাতে বন্দী থাকেন। পরে তালেবান নিজেদের তিন নেতার মুক্তির বদলি হিসেবে মুক্তি দেন উইকস ও তার সহকর্মীকে। বন্দিত্বের সময়েই তালেবানের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এই অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর।

মুক্তির পর যখন তিনি সিডনিতে পৌঁছান, তিনি বলেছিলেন, "তালেবানদের সাথে জিম্মি হয়ে যে সময় কাটিয়েছি তা আমার উপর গভীর এবং অকল্পনীয় প্রভাব ফেলেছে, আমি এমন আলোকিত মানুষ জীবনে কখনো দেখিনি।"

তিনি গতকাল আবারও আফগানিস্তানে ফরে এসেছেন। ইসলামি ইমারতের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মোজাহিদিনদের সঙ্গে আনন্দ উদযাপন করতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। একইসাথে নতুন সরকারকে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ইসলাম গ্রহণের পর উইকস নিজের নতুন নাম রাখেন জিবরিল ওমর। তিনি যখন বন্দী ছিলেন তালেবান মুজাহিদিনদের হাতে তখন তার প্রহরার দায়িত্বে থাকা তালিবান মোজাহিদিনের নাম ছিল জিবরিল ওমর। তিনি এই মুজাহিদের আদর্শে এতোটাই অনুপ্রানিত হয়েছেন যে নিজের নামটিও রেখেছেন তাঁর নামানুসারে।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নানা ক্ষেত্রে তালেবানকে সহায়তা করেছেন। কাতারে অনুষ্ঠিত তালেবান-যুক্তরাষ্ট্র শান্তিচুক্তি আলোচনায় এই নওমুসলিম তালেবান নেতাদের সাথে সেখানে সাক্ষাৎ করেন এবং গত বছরের ১৫ আগস্ট যখন তালেবান শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন তিনি নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানান।

গতকাল তিনি যখন কাবুলে পা রাখেন, তখন তার চেহারা শুভ্র দাড়ি সজ্জিত দেখা যায়। তার পোশাকেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে; তিনি সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা, কালো কোট এবং একটি কান্দাহারী পাগড়ি পরিধান করে বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

© TOLOnews

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রফেসর জিবরিল ওমর বলেন, এই ভূখণ্ডে তালেবান শাসনের বর্ষপূর্তির আনন্দ উদযাপনে আমি আফগানিস্তান এসেছি। একইসাথে আমি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সাবেক এক আফগান এমপির সাথে মিলে এ দেশের সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের কাজ করছি।

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্ম। বাতিল অপশক্তি ইসলাম নিয়ে যতই অপ্রচার করুক। আল্লাহ যাদের কপালে হেদায়েত রেখেছেন তারা অবশ্যই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

তথ্যসূত্র:

----

১. তালেবানের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর কাবুলে পৌঁছেছেন - https://tinyurl.com/mr2yyuh2

ইথিওপিয়ার ওগাডেন রাজ্য ছাড়িয়ে এবার ওরোমিয়া অঞ্চলে আশ-শাবাব

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত মাসের এক দুপুরে (২০/০৭/২২) সোমালিয়ার সীমান্ত ছাড়িয়ে প্রথামবারের মতো প্রতিবেশি ইথিওপিয়ায় তাদের কর্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। এসময় তাদের অভিযানের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় দেশটির বৃহত্তর ওগাডেন রাজ্য, যা অতীতে বৃহত্তর সোমালিয়ার অংশ ছিলো। এরপর থেকে সেখানে চলতে থাকে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই। ঐসময় রাজ্যটিতে আশ-শাবাব কর্তৃক যুদ্ধের প্রথম ১০ দিনেই পরপর ৬টি জেলার পতন ঘটে এবং অন্য জেলাগুলোতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র মতে, ঐ মাসে আশ-শাবাব কর্তৃক পরিচালিত দুর্দান্ত অভিযানের প্রথম ২ দিনেই ইথিওপিয় বাহিনীর ৫ শতাধিক সৈন্য নিহত হয়। এই অভিযানে আহত হয় আরও হাজারেরও বেশি সৈন্য। এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত।

রাজ্যটিতে দুটি পক্ষ্যই তখন একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকে। এবং নিজেদের সফলতার বিষয়ে বিবৃতি জারি রাখে। তবে আগষ্টের শুরু থেকে আশ্চর্যজনকভাবে দু'পক্ষই এই লড়াই সম্পর্কিত আপডেট দেওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যকার লড়াই জারি রাখে। মনে করা হয় যে, এই সময়টাতে যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময়টাতেও আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলায় 'লিউ' বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এদিকে তুর্কি সংবাদ সংস্থা "ম্যাপা নিউজ" আঞ্চলিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানায় যে, আশ-শাবাব তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোর অবস্থান ধরে রেখে ইথিওপিয়ায় এখনো অভিযান অব্যাহত রেখেছে। শাবাব মুজাহিদিন প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকায় প্রবেশ করছেন। সূত্রটি যোগ করে যে, গত ৮ আগষ্টেও ইথিওপিয়ার কুখ্যাত 'লিউ' বাহিনীর অবস্থানে হামলা চালিয়েছে আশ-শাবাব। যাতে ৪০ থেকে ৫০ এর বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় অভিযানে আহত অনেক সৈন্যকে হারগেল এবং গোডাই অঞ্চলের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ার ওগাডেন রাজ্য ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিরোধ বাহিনীটির বীর যোদ্ধারা এখন ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তর 'ওরোমিয়া' অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন।

এবিষয়ে গত মঙ্গলবার VOA জানিয়েছে, আশ-শাবাবের যোদ্ধারা ইথিওপিয়ার সোমালি ও ওরোমিয়া অঞ্চলের সীমান্তবর্তী একটি পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছেছে।

ইথিওপিয়ান কর্মকর্তা এবং একজন কূটনীতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে VOA রিপোর্ট করেছে যে, ওরোমিয়া অঞ্চলের এল-কারি শহরের কাছাকাছি পাহাড়ী এলাকায় ৫০ থেকে ১০০ আশ-শাবাব যোদ্ধা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। ভয়েস অফ আমেরিকার মতে, গত সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত এলাকাটিতে হামলা অব্যাহত ছিল।

এদিকে গত ১২ আগষ্ট আশ-শাবাব সমর্থিত কয়েকটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, গত সপ্তাহ থেকে ইথিওপিয়ার ওরোমিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। ইতিমধ্যে তাঁরা অঞ্চলটির সীমান্ত শহর 'এল-কারি' এর আশপাশের কয়েকটি পাহাড়ি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। মুজাহিদগণ এসব এলাকা থেকে নিয়মিত ইথিওপিয়ান সামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাচ্ছেন। এবং ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, ইথিওপিয়ার ওরোমিয়া অঞ্চলটি বিস্তীর্ন পাহাড়ি এলাকার ঘেরা। অঞ্চলটিতে পূর্ব থেকেই কয়েকটি সরকার বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠী লড়াই করছে। তাছাড়া অঞ্চলটির সর্ববৃহৎ 'আমহারা' সম্প্রদায়ের উপর বছরের পর বছর ধরে জুলুম নিপিড়ন চালায়ে আসছে ইথিওপিয় সরকার। ফলে সম্প্রদায়টি দিন দিন ইথিওপিয়া সরকারের বিরোধী হয়ে উঠছে। এমনকি টিগ্রে অঞ্চলের বিদ্রোহীরাও তাদের দখলাভিযান চালানর সময় তাদের উপর ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে।

তাই অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ধারণা করছেন যে, আশ-শাবাব অঞ্চলটির ভৌগোলিক এবং বিরাজমান অস্থির এই রাজনৈতিক অবস্থাকে নিজেদের পক্ষের শক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। আর আশ-শাবাব যদি এতে সফল হয়, তাহলে সোমালিয়ার মতো ইথিওপিয়াতেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে প্রতিরোধ বাহিনীটি। যা অদূর ভবিষ্যতে ইথিওপিয়ার রাজধানীতে আশ-শাবাবের আঘাত হানার পথ উন্মুক্ত করে দিবে, ইনশাআল্লাহ্।

১৩ই আগস্ট, ২০২২

জায়নিস্ট আগ্রাসন | আট মাসে কমপক্ষে ৩৭ শিশুকে হত্যা

দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষের কাছেই প্রিয় তার সন্তান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হলো শিশু। এজন্য শিশুদেরকে ফুলের সাথে তুলনা করে থাকেন অনেকেই। অথচ বর্বর ইসরাইলি ইহুদিরা যুগ যুগ ধরে ফুল সমতুল্য শিশুদের হত্যা করে আসছে। কোন কিছুই পরোয়া করছেনা ইহুদিরা। ইহুদি সেনারা মুহুর্মুহু হামলা চালাচ্ছে ফিলিস্তিনে, আর এসব হামলায় মৃত্যু হচ্ছে মাজলুম ফিলিস্তিনি শিশুদের। টার্গেট করে গুলি করে খুনও করা হয়েছে অনেক শিশুকে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিবরণে বলা হয়, গত সপ্তাহে চলা ইসরাইলি আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছিল ১৭ জন ফিলিস্তিনি শিশু। গত ৯ আগস্ট আরও দু'জন ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ জনে। এ নিয়ে গত ৮ মাসে ৩৭ জন ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরাইলের বর্বর সেনারা। চিরতরে পঙ্গু করা হয়েছে ১৫১ জন শিশুকে। যার আর কখনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেনা। তবে প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

এক বিবৃতিতে কথিত জাতিসংঘও বিষয়টি স্বীকার করেছে। সংস্থাটির দায়সারা বিবৃতিতে বলা হয়, এ বছর অন্তত ৪০ জন ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করেছে ইসরাইল। জাতিসংঘ শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, তাদের এমনভাবে পেশিশক্তি ব্যবহার করে হত্যা করা হয়েছে যে, তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের শামিল। কিন্তু সরাসরি 'মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন' কথাতি বলতে নারাজ অমুসলিম জাতিসজ্ঘ। কথিত জাতিসংঘের বিবৃতি এখানেই শেষ।

আসলে তাদের কাছে ফিলিস্তিনি বা কোন মুসলিমদের জন্যই মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। তাঁরা তো আর তাদের মতো সাদা চামড়ার ইউক্রেনিয় বা তথাকথিত ইউরোপীয় 'সভ্য' রাষ্ট্রের খ্রিস্টান নাগরিক নয় যে, তাদের জন্য ইউরোপ ও পশ্চিমারা একজোট হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। পশ্চিমারা উল্টো ফিলিস্তিনিদেরকেই সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত।'ফিলিস্তিনে হামলা করে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আছে ইসরাইলের'- এমন কথা এখন অহরহই বলছে তারা। মুসলিম শিশুদের জীবনেরও কোন মূল্য নেই তাদের কাছে, সেটা ফিলিস্তিন-কাশ্মীর-সিরিয়া-ইয়েমেন-সোমালিয়া যেখানেই হোক।

তাই, এমন নির্লজ্জ পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ও জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের পক্ষে সাহায্য করবে- এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম উম্মাহকেই ফিলিস্তিন সহ অন্যান্য ভূখণ্ডের অসহায় মুসলিম নারী-বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুজাহিদ আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. 37 children killed by Israel so far this year - https://tinyurl.com/ycy8rcc2

বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রকাশ : উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদী অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে মুসলিম নিধন করে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মুখিয়ে আছে। মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে তারা দেশব্যাপী প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুবক যুবতীদেরদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বেসামরিক নাগরিকদেরকেও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম হত্যার জন্য প্রস্তুত করছে।

ইতিপূর্বেও হিন্দুত্ববাদীদের বিভিন্ন অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও সামরিক প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় এবার আগ্নেয়াস্ত্র এবং সমরকলার প্রশিক্ষণ নিয়েছে ২৪০ হিন্দুত্ববাদী যুবক।

পরাগ নিউজ সূত্রে জানা গেছে আসামের ধুবুরী জেলার গোলকগঞ্জ জেলার পানবাড়িতে এই অস্ত্র প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে বজরং দলের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। রাষ্ট্রীয় বজরং দল অসম প্রদেশ এই সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। গত ২৩-২৪ এবং ২৫ জুলাই ২০২২, এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল রাষ্ট্রীয় বজরং দলের প্রবীণ তাগারিয়া ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

এবছর ১২ মার্চও অযোধ্যায় বজরং দলের ২৭৫ কর্মীকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের উপর হামলা চালানো, আত্মরক্ষা এবং মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি শিবির চালু করেছিল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বজরং দল।

বজরং দলের কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের, এবং বিশেষ করে যুবকদের তাদের দলে ভিড়াতে ও আকৃষ্ট করতে এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন যে উদ্যোগগুলো হাতে নিয়েছে, তারই অংশ হিসেবে গণহত্যা চালাতে দলগুলো নিজেদের কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তুলছে।

অনেক বছর ধরে একদল মুখোশধারী হিন্দুকে দিয়ে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁকাবুলি প্রচার করা হয়েছে; আর তার আড়ালে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম নির্মূলের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এখন তারা প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলছে, সেখানে বিভিন্ন অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী সরকার ও প্রশাসন এবং কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং, বলা যায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তারা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। আর এই প্রশিক্ষণ শিবির গুলোর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছে অবসরপ্রাপ্ত হিন্দুত্ববাদী সেনা কর্মকর্তারা।

এই কাজগুলোই যদি কোন মুসলিম ব্যাক্তি বা সংগঠন নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত এবং নিজেদের ধর্মকে রক্ষার জন্য করতো, তাহলে এই হিন্দুত্ববাদীদের দালালরা প্রবল প্রতিবাদ করতো, শুরু হতো ধরপাকড় আর গুম-গ্রেফতার। মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসবাদী, আতঙ্কবাদী তকমা দিয়ে জুলুম নির্যাতন করতো। বাংলাদেশের কথিত সুশীলরাও হয়তো 'বাংলাদেশে উগ্রবাদ ছরিয়ে পরা'র ভয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতো। কিন্তু এখন তারা সবাই নীরব!

হিন্দুত্ববাদী চক্র এভাবে প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়া তো দুরের কথা, হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে দাবি আদায়ের আওয়াজ তুলে প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করতে পারছে না; তন্ত্র-মন্ত্র আর কথিত অসাম্প্রদায়িকতার জালে আটকে এতটাই দুর্বল আর হীনমন্য হয়ে পড়েছে মুসলিমরা! মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য আর তন্ত্র-মন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নববী মানহাজ ও আদর্শে ফিরে আসতে এবং হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসের মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে আহব্বান জানিয়ে আসছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bajrang Dal organises weapons training for Hindus - https://tinyurl.com/2p874ryu

2. video link - https://tinyurl.com/4rxkkw3c

3. Bajrang Dal Starts 5-day Training Camp For 275 Volunteers In Ayodhya – https://tinyurl.com/mrmb629t

---

ব্রেকিং নিউজ || কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী সালমান রুশদির উপর হৃদয়-প্রশান্তকারী হামলা

কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবমাননাকারি সালমান রুশদিকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছেন এক যুবক।

যানা যায়, গতকাল ১২ আগস্ট আমেরিকার নিউইয়র্ক রাজ্যের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে উপস্থিত ছিল এই শাতিম। ওই সময় তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। ঠিক তখনই সাহসী এক আমেরিকান যুবক বেশ কয়েকবারের বাধা উপেক্ষা করেই মঞ্চে উঠে যান, এবং আল্লাহর দুশমন রুশদিকে বেশ কয়েকটি ছুরিকাঘাত করেন।

হামলায় মারাত্মক আহত হয়ে রুশদি বর্তমানে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে আছে বলে জান যায়। রুশদির বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে তার এজেন্ট অ্যান্ড্রু উইলি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'রুশদির আঘাত গুরুতর। একটি চোখ হারাতে পারে। তার বাহুর স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছুরিকাঘাতের কারণে রুশদির লিভারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রুশদির গলায় ও পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। হামলার পরপরই তাকে হেলিকপ্টারে করে পেনসিলভানিয়ার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হামলার পর পরই দুনিয়া জুড়ে শাতিমে রাসুলদের অন্তরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। রুশদির অনুরাগি নিকৃষ্ট নাস্তিক ও শাতেম তসলিমা নাসরিন এক টুইট বার্তায় লিখেছে, ‘সালমান রুশদির ওপর হামলার খবর পেয়েছি। আমি বিস্মিত। এমন হবে কখনও ভাবিনি। তিনি পশ্চিমে বসবাস করছেন এবং ১৯৮৯ সাল থেকে সুরক্ষিত আছেন। যদি তার ওপর আক্রমণ করা হয়, তাহলে তো ইসলামের সমালোচনা করা যে কারোর ওপর হামলা হতে পারে। আমার চিন্তা হচ্ছে।'

উল্লেখ যে, ইসলাম বিদ্বেষী কুখ্যাত এ লোক ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক। ১৯৮৮ সালে দ্য স্যাটানিক ভার্সেস নামক এক কুখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী বই লিখে। পরবর্তী পশ্চিমারা তাকে এসব বই লেখার জন্য 'নাইট' উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করে। বইয়ে সে ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে চরমভাবে অবমাননা করেছে। ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিকচক্র এই নিকৃষ্ট রুশদিকে তাদের 'আদর্শ' মনে করে।

এই ঘটনা শাতিমেদের উপর শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি উম্মাহকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; আর এই নিকৃষ্ট জাহান্নামের কীটগুলোর প্রাণনাশ করাই এদের একমাত্র শরীয়ত-বর্ণিত শাস্তি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Salman Rushdie, Satanic Verses author, stabbed at New York event - https://tinyurl.com/2p8pjsd9

2. সালমান রুশদির উপর হামলা- - https://tinyurl.com/yc8fhmxf

3. কথা বলতে পারছেন না সালমান রুশদি- - https://tinyurl.com/2p973ynv

---

১২ই আগস্ট, ২০২২

মুসলিম তরুণীকে ভারতে পাচার এক হিন্দুর : সহযোগিতায় হিন্দু এসআই

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মুসলিম কলেজছাত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভারতে পাচার করেছে তিলক চন্দ্র শুভ নামে এক হিন্দু। এমনকি তাকে জোরপূর্বক হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, ভারতে নিয়ে যেতে তিলককে সহযোগিতা করেছে হাতীবান্ধা থানার উপ-পরিদর্শক সুকুমার রায়।

গত ১০ আগস্ট বুধবার দেশে ফেরার আকুতি সম্বলিত মেয়েটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। এর পরপরই বাড়ি থেকে সটকে পড়ে তিলকের পরিবারের লোকজন। তারাও হয়তো ভারতে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

ভিডিওতে নিজের পরিচয় দিয়ে মেয়েটি বলেন, "আমাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে মুসলিম পরিচয়ে বিয়ে করে তিলক। পরে ভারতে পাচার করে। এমনকি আমাকে শাঁখা-সিঁদুর পরতেও বাধ্য করে সে।" তাকে ভারতের শিলিগুড়ি এলাকার ঘোড়ার মোড়ে একটি বাসায় আটকে রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ওই তরুণী। তার ওপর পাশবিক নির্যাতন করা হয় জানিয়ে তাকে উদ্ধারের অনুরোধ করেছেন তিনি।

মেয়েটির পরিবার জানায়, তিলক নিজের ধর্মীয় পরিচয় ও প্রকৃত নাম গোপন করে মেয়েটির সাথে সম্পর্কে জড়ায়। এরই মধ্যে গত বছরের ৫ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে কলেজ যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয় ঐ তরুণী।

এদিকে ঐ তরুণীর বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। মেয়ের পড়ার টেবিলের পাশে বসে তার ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছিলেন মা খতিজন নেছা (৭০)। আর আর্তনাদ করে বলছিলেন, "সাত মাস থেকে মেয়েকে দেখি না। আমার মেয়েকে প্রতারণা করে ভারতে পাচার করেছে। আমি আর কিছু চাই না, শুধু আমার মেয়েকে ফেরত চাই। তোমরা আমার মেয়েকে এনে দাও।" এ কথা বলেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি।

বড় ভাই কামরজ্জামান নুলু বলেন, আমার বোনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অপহরণ করা হয়। কিন্তু এসআই সুকুমার আমার বোনকে উদ্ধার না করে উল্টো ওকে পাচারে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের কঠিন বিচার চাই।

তারা অভিযোগ করেন, ওই তরুণীকে খুঁজে আনতে হাতীবান্ধা থানার এসআই সুকুমার রায় ৩০ হাজার টাকা নিয়েছিল। কিন্তু সে তাকে তো খুঁজে আনেইনি, উল্টো ওদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে মেয়েটিকে পাচারে সহযোগিতা করেছে। এরপর মামলার চার্জশিট থেকেও কয়েকজনের নাম বাতিল করে দেয় ঐ হিন্দু এসআই।

তবে অবাক করা বিষয় হল, এতো বড় একটি ঘটনা নিয়ে হলুদ মিডিয়া কোন নিউজ করেনি; কথিত নারীবাদী আর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও চুপ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন হিন্দু মেয়ে পাচারের সাথে যদি কোন মুসলিম যুক্ত থাকতো, তাহলে তারা কি চুপ থাকতো? দলাল মিডিয়া আর ঐ কথিত সুশীলরা তখন তাদের ভারতীয় প্রভুদের খুশি করতে ঘটনাকে আরও সাজিয়ে মায়াকান্না করে প্রচার করতো। আরো প্রচার করতো, দেশে কথিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট ইতিহাস।

৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে আজ এক গো-মূত্রপায়ী হিন্দু একজন সম্মানিতা মুসলিম নারীকে পাচার করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে; তাকে জোর করে শাঁখা-সিঁদুর পরাচ্ছে এবং জোরপূর্বক হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করছে। আর সেই মুসলিম নারী তাকে উদ্ধার করার আকুতি জানাচ্ছে। মেয়েটির পরিবার শুধু মুসলিম হবার কারণে পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও পায়নি। উল্টো হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কর্মকর্তা মেয়েটিকে পাচারে সহযোগিতা করেছে। এতকিছুর পরেও এইসব হিন্দুত্ববাদীদের কোন শাস্তি হয়না এদেশে।

তবে কী এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি - এদেশে আসলে কারা সংখ্যালঘু? হিন্দুরা নাকি মুসলিমরা? সাধারণ মুসলিমদের এখন জানা উচিৎ কারা তাদের বন্ধু, আর কারা শত্রু; অনাগত দিনের বিপদে কারা তাদের পাশে থাকবে, আর গদি টিকিয়ে রাখতে কারা তাদেরকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের নাঙা তলোয়ারের সামনে উন্মুক্ত ছেড়ে দিবে।

সত্য আজ সবার সামনে স্পষ্ট। তাই সেটা মেনে নেওয়া ও প্রস্তুতি নেওয়া এখন আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। ওপারে মেয়ের আকুতি, এপারে মায়ের আহাজারি - https://tinyurl.com/yckaxeys

---

কওমি মাদ্রাসার মানোন্নয়নে হাসিনাকে চিঠি কি ইসলামি শিক্ষা ধ্বংসের নতুন ষড়যন্ত্র?

কওমি মাদ্রাসার মানোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি লিখেছিল মাদ্রাসা পরিচালক গাজীপুরের দেওনার পীর অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এই ব্যক্তির চিঠি কোন গড়িমসি ছাড়াই আমলে নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এবং করণীয় নির্ধারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পক্ষ থেকে কওমি আলেম-উলামাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সভা ডাকা হয়। পরবর্তীতে আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ এর পরিচালনা পরিষদের আলেম-উলামারা জরুরি বৈঠক করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে সভায় না যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

গত ২৫ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি চিঠি দেয় অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী। 'কওমি ধারার দ্বীনি শিক্ষা ও শিক্ষকের মানোন্নয়নকল্পে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ' শীর্ষক চিঠিতে মিজানুর রহমান আটটি সুপারিশ করেছে।

জানা যায়, পীর হিসেবে পরিচিত অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী নিজে কোনো আলেম নন। এছাড়া কওমি মাদ্রাসার কোনো শিক্ষা বোর্ডেও নেই। শুধু গাজীপুরের দেওনা এলাকায় তার একটি মাদ্রাসা রয়েছে। অতীতে কওমি সনদের স্বীকৃতি বা এ জাতীয় কোনো কাজের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। এমন প্রেক্ষাপটে কওমি মাদ্রাসার মান উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর তার চিঠি প্রেরণ এবং সে চিঠি আমলে নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের বিষয়টি কওমি আলেমদের বিস্মিত করেছে। এবং দায়িত্বশীল আলেমরা মনে করছেন, সরকারের অভ্যন্তরের কারো পরামর্শেই মিজানুর রহমান চৌধুরী এ প্রস্তাব দিয়েছেন।

সুপারিশগুলো হচ্ছে :

১. কওমি ধারার দ্বীনি শিক্ষার মান উন্নয়নে আপনি (প্রধানমন্ত্রী) দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের মর্যাদা দিয়ে সনদের ব্যবস্থা করেছেন এবং এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য জাতি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। ওই আইনে কওমি শিক্ষার সূচনা অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের ভিত্তি উল্লেখ নেই, সাধারণ শিক্ষায় যেমনটি আছে। কওমি শিক্ষা আইনে এই বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় কওমি শিক্ষা ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতাবস্থায় 'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অধীন 'কওমি মাদরাসা সমূহের দাওরায়ে হাদিসের (তাকমীল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির (ইসলামিক স্টাডিস ও আরবি) সমমান প্রদান আইন, ২০১৮'এর ২(১) ধারায় 'কওমি মাদরাসা' এর সংজ্ঞায় বর্ণিত 'কওমি মাদরাসা' অর্থ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ, মুলনীতি ও মত-পথের অনুসরণে মুসলিম জনসাধারণের আর্থিক সহায়তার উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইলমে ওহির শিক্ষাকেন্দ্র;' উক্ত ধারার সঙ্গে 'যেখানে মক্তব, নাজেরা, হেফজ থেকে শুরু করিয়া দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত এবং তৎপর ইফতা, উলুমুল হাদিস, তাফসিরসহ উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয়' সংযুক্ত করা আবশ্যক।

২. কওমি ধারার শিক্ষা একটি বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থা। উহার শিক্ষক ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিটি শিক্ষকের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। জাতীয়ভাবে বা ব্যক্তি উদ্যোগে 'কওমি মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা খুবই প্রয়োজন।

৩. যেহেতু কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেকারণে মাদরাসার সকল প্রকার দান আয়কর মুক্ত থাকা দরকার। এই বিষয়ে পরিপত্র জারি করলে দাতারা উৎসাহের সঙ্গে কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন।

৪. মাদ্রাসার নিজস্ব আয় থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন, স্বল্প আয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন নিয়মিত পরিশোধ করা, মেধাবি, এতিম, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা।

৫. কোনও সরকার প্রধানের উদ্যোগে একই সঙ্গে ৪৬০টি উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ একটি বিশ্ব রেকর্ড বটে। উক্ত মসজিদ সমূহে ইমাম ও খতিব নিয়োগের ক্ষেত্রে কওমি মাদরাসা থেকে পাস করা মেধাবি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদার অনুসারিদের ইমাম খতিব নিয়োগ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিয়োগ বোর্ডে স্থানীয় কওমি মাদ্রাসা থেকে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা যেন ভিন্ন মতাদর্শীরা নিয়োগ পেতে না পারে। তাহলে সরকারের প্রদত্ত স্বীকৃতি বাস্তবে আরও প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

৬. কওমি শিক্ষাঙ্গন এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র শিক্ষক, কর্মচারীদের সকল প্রকার প্রচলিত রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৭. সকল কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেফাক ও হাইয়াতুল উলইয়া-র আওতাভুক্ত করে তার নীতিমালার আলোকে পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; যাতে ছাত্রদের পড়ালেখার মান নিশ্চিত করা যায়।

৮. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী মনে করেন, তার দাবি বাস্তবায়িত হলে এবং প্রতিটি কওমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখলে ব্যক্তি ও জাতি গঠনে কওমি মাদরাসাগুলো অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবে। পাশাপাশি জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, মাদক নির্মূল ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে তৃণমূল পর্যায়ে মাদরাসাগুলোর উলামায়ে কেরামের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

জানা যায়, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ে এ চিঠি চালাচালি ও বৈঠকের আয়োজন হলেও এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না কওমি মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট কোনো শিক্ষা বোর্ডই। সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তারা বলেছেন, এ চিঠির বিষয়বস্তু ও বৈঠকের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কওমি মাদ্রাসার কোন বোর্ডকে বিষয়টি জানানোর প্রয়োজনও মনে করেননি সুপারিশকারী গাজীপুরের এ পীর।

উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে কওমি মাদ্রাসা। অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা সব সময় সুযোগ সন্ধানী। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ আলেম-উলামা ভারতের দালাল হাসিনার কারাগারে আটক রয়েছে। এই সুযোগে দেশের ইসলামি শিক্ষাকে পরিবর্তন করে ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতেই জাতির গাদ্দারদের ব্যবহার করছে বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

হিন্দুত্ববাদী হাসিনা সরকার সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের শিক্ষার বিরোধিতা করেছে। হাজার হাজার আলেমদের বন্দী রেখেছে, ফাঁসি দিয়েছে অনেককে, হত্যা ও গুম করেছে। খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম কওমি মাদ্রাসাকে ব্যাঙের ছাতার সাতে তুলনা করে বলেছিল, 'সমাজকে রক্ষা করতে হলে তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও তার তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছিল, 'পঁচাত্তরের পর দেশে স্কুল তৈরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রতি তিনজন স্কুলছাত্রের বিপরীতে এখন একজন মাদরাসার ছাত্র তৈরি হয়েছে। এটা কমিয়ে দিতে আমরা ইতােমধ্যে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছি।' মাদ্রাসা শিক্ষাকে কমিয়ে দিতে চাওয়া লোকেরাই এখন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়ন চাচ্ছে, বিষয়টিকে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের অংশ মনে করছেন উলামায়ে কেরাম।

ইসলামি বিশ্লেষকরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার উপমহাদেশ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংস করে রাম রাজত্বে কায়েম করতে চাচ্ছে। এরই লক্ষ্যে তারা ভারতে মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করতে কাজ করছে। এ দেশেও তাদের দালালদের দ্বারা ইসলামি শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমা ধাঁচে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এজন্য এদেশের আলেম-উলামাগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে মুসলিম জাতিকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করছেন তারা।

লেখক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্র :

১। প্রধানমন্ত্রীর কাছে হেফাজত নেতার চিঠি নিয়ে তোলপাড় - https://tinyurl.com/3wh4yxys

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে 'অপারগতা' জানালো কওমি শিক্ষা বোর্ডগুলো - https://tinyurl.com/2p98wdrb

---

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন ব্যর্থতায় পূর্ণ : সাবেক সিআইএ প্রধান

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর সাবেক প্রধান 'পেট্রাউস' বলেছে যে, আফগানিস্তানে আমাদের (মার্কিন) আগ্রাসন ছিলো ব্যর্থতায় পূর্ণ।

সম্প্রতি দ্য আটলান্টিকে প্রকাশিত একটি মতামত সভায় পেট্রাউস বলেছে যে, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনীর প্রত্যাহার পশ্চিমা মিত্রদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

পেট্রাউস সিআইএ-এর একজন প্রাক্তন পরিচালক ছিল। সে দাবি করেছে যে, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনীর প্রত্যাহার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের বিশেষ করে পশ্চিমা এবং অন্যান্য দেশগুলির আস্থা নষ্ট করেছে। যা ওয়াশিংটনের "পতনের একটি বড় চিহ্ন" হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। সে আরও বলেছিল যে, আফগান যুদ্ধে তার দেশের সাফল্য কম ছিল। আফগানিস্তান আক্রমণের সময় যার প্রত্যাশাও কেউ করেনি। আর এই পরাজয় প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিলো।

পেট্রাউস জোর দিয়ে বলেছিল যে, আফগানিস্তানে ২০ বছরের দখলদারিত্বের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বড় ভুল করেছে এবং অনেকবার তারা ব্যর্থ হয়েছে। "যদি আমরা সেখানে থাকাকালীন আমাদের ভুলগুলি দ্বিতীয় বার করা থেকে বিরত থাকতাম এবং সেগুলির ঘাটতি পূরণ করতাম, তাহলে হয়তো এমন লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হতো না। আমাদের বাহিনী সেখান থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে।"

অন্যদিকে, পেট্রাউস আরও যোগ করেছে যে, ন্যাটো এবং মার্কিন বাহিনীতে পেশাদার সামরিক সক্ষমতা সত্ত্বেও আফগানিস্তানে ব্যর্থ হয়েছে।

১১ই আগস্ট, ২০২২

আদিবাসী উপাখ্যান- 'আদিবাসী' স্বীকৃতির আড়ালের গোপন সত্য

প্রতি বছরের ৯ই আগস্ট বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'আদিবাসী দিবস'। এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নানান উৎসব, আয়োজন, সেমিনার ইত্যাদি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও উপজাতিরা নানান সব উৎসব, সেমিনারের আয়োজন করে। এবছর ৯ আগস্ট উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেও তাদের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, যেখানে কথিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিল।

তবে এই দিনটিতে দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চালানো হয় এক আলাদা রকমের প্রচেষ্টা। খুবই সূক্ষ্মভাবে ব্যাপক প্রোপ্যাগান্ডা, সেমিনার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের মূলধারার মিডিয়া সাধারণ মানুষের মাথায় একটি বিষয় গেঁথে দিতে চায়, যা হলো- "পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা আসলে উপজাতি নয়, বরং তারা হলো দেশের 'আদিবাসী'।"

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা নিজেদের 'আদিবাসী' বলে দাবি করে আসছে অনেক দিন থেকেই। যদিও এই দাবিকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু তবুও সংখ্যায় কম হলেও তারা দেশে বেশ শক্ত অবস্থানে আছে। কারণ হলো দেশের কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পেছন থেকে এই উপজাতিদের শক্ত সমর্থন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই উপজাতিরা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করে? কেনই বা দেশের একটি মহল এই উপজাতিদের পেছন থেকে শক্ত সমর্থন দিচ্ছে? এই উত্তর জানার আগে আমাদের জানা দরকার আদিবাসী আসলে কারা?

আইএলও কনভেনশন-১০৭ এর অনুচ্ছেদ ১-এর উপঅনুচ্ছেদ ১(খ) অনুযায়ী 'আদিবাসী'র সংজ্ঞা হল- 'স্বাধীন দেশসমূহের আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষেত্রে রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনকালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগলিক ভূখণ্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'আদিবাসী' বলে পরিগণিত, এবং যারা তাদের আইনসংগত মর্যাদা নির্বিশেষ নিজেদের জাতীয় আচার ও কৃষ্টির পরিবর্তে ওই সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করে।'

সহজ ভাষায় আদিবাসী হচ্ছে তারা- যারা একটি ভূখণ্ডে আদিকাল থেকে বাস করছে এবং এখনও নিজেদের সংস্কৃতি, সামাজিক আচার-আচরণ ধরে রেখে বাস করছে। সুতরাং সেই হিসেবে বাংলাদেশের আসল আদিবাসী হচ্ছে এদেশের বাঙালি মুসলিমরা, মুসলিম কৃষকরা। তারাই বন কেটে কৃষিজমি বানিয়ে আর বসতি স্থাপন করে এদেশকে বাসযোগ্য করেছে। তাঁরা এই ভূমির প্রকৃত আদিবাসী নয়, তো কারা.!?

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা, যারা নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে দাবি করে! অথচ তাদের এই ভূখণ্ডে বসবাস শুরু মাত্র ৩০০ বছর আগে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতির আদিনিবাস বলা হয় বার্মার চম্পকনগরকে। তাদের ভাষ্যমতে তারা মঙ্গোলীয় জাতি। মঙ্গোলিয়া থেকে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা বার্মার চম্পকনগরে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীতে চম্পকনগর থেকেও তারা দেশান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা তাদের উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কেউই বাংলাদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করছে না।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আজ নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করছে তাদের এই দাবিকে 'হাস্যকর' একটি দাবি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ, না তাদের এই ভূখণ্ডে হাজার বছরের বসবাসের ইতিহাস রয়েছে, আর না তাদের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের বর্তমান সংস্কৃতি এখন অনেকটাই বাঙালি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক।

এখন তাহলে আগের সেই প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যায়- কেন এই উপজাতীরা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করে?

২০০৭ সালে আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেখানকার কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে ধরা হল-

অনুচ্ছেদ-৩: আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে।

অনুচ্ছেদ-৪: আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চার বেলায় তাদের আভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন ও স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে এবং তাদের স্বশাসনের কার্যাবলীর জন্য অর্থায়নের পন্থা ও উৎসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১০: আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি কিংবা ভূখণ্ড থেকে জবরদস্তিমূলক উৎখাত করা যাবে না। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১৪: আদিবাসীদের তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, তাদের সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এসবের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ-৩০: আদিবাসীদের ভূমিতে বা ভূখণ্ডে কোন সামরিক কার্যক্রম হাতে নেওয়া যাবে না। সামরিক কার্যক্রম নিতে হলে আদিবাসীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের অনুমতি নিয়ে করতে হবে।

জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবার পর থেকেই কিছু দুষ্টচক্র স্বার্থ হাসিল করার জন্য নিজেদের আদিবাসী হিসেবে দাবি করে আসছে। কারণ, নিজেদের 'আদিবাসী' ঘোষণার দাবি আদায় করতে পারলে উপজাতিরা এদেশে স্বশাসনের অধিকার পাবে; আরও পাবে উপরোক্ত ধারাগুলোর সকল অধিকার পালনের সুযোগ। আর উপজাতিদের অধিকাংশই যেহেতু ইতিমধ্যে খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত হয়ে গেছে, সুতরাং নিজেদেরকে

'আদিবাসী' দাবি করার পেছনে তাদের মূল উদ্দেশ্য- এই দেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করা। যা স্বাভাবিকভাবেই এই দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি।

আর ঠিক এজন্যই দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই দুষ্ট চক্রকে শক্ত সমর্থন দিয়ে আসছে। কারণ তারাও চায় যে, এই দেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আলাদা হয়ে পড়ুক। আর এই পুরো মহলকে ব্যাপক প্রোপ্যাগান্ডার মাধ্যমে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে দেশের মূলধারার মিডিয়াগুলো। বিশ্বের নজরে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে দেশের সরকারকে চাপে ফেলে তারা আলাদা করতে চায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। মূলত এটিই বিশ্বের অনেক দেশের কাছে মাথাব্যাথার কারণ। তাইতো এই দেশ থেকে এবং দেশের মানুষের কাছ থেকে ইসলামকে মুছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন এনজিও ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা এক হয়ে কাজ করছে। এই মিশনারিরা দেশের মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জন্য কথিত 'সভ্য' পশ্চিমা সংস্কৃতির আমদানি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি তৈরীর জন্য ব্যাপক প্রোপ্যাগান্ডা চালানো, দেশকে হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রতি আজ্ঞাবহ রাখা সহ নানান ইসলাম-বিরোধি কার্যক্রম খুবই একনিষ্ঠতার সাথে পালন করে আসছে।

তাই এদেশের মুসলিমদের উচিত, যারা নিজেদের আদিবাসী বলে দাবি করে এবং যারা এই দাবিদারদের পক্ষে সমর্থন দেয়, যারা এদেশকে খ্রিস্টবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে নিতে চায়- তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তাদের এবং তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালানো এবং বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। সর্বোপরি, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বিপদ মোকাবেলায় নববী মানহাজের আলোকে প্রস্তুত হওয়া, যাতে করে এইসব দেশদ্রোহীরা তাদের পরিকল্পনা মুসলিমদের এই ভূখণ্ডে বাস্তবায়ন না করতে পারে।

লেখক : আবু-উবায়দা

তথ্যসূত্র :

1. আদিবাসী স্বীকৃতির অন্তরালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সুধী সমাবেশ- https://tinyurl.com/3a3em6ur

2. 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও আদিবাসী আখ্যান' - https://tinyurl.com/3ppyyv6a

3. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার - https://tinyurl.com/2ayd5ruk

4. উপজাতি না আদিবাসী কোনটা সত্য - https://tinyurl.com/3f6a7sbb

---

কর্ণাটকে বাবরি মসজিদের মত ঈদগাহের মিনার ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি হিন্দু সন্ত্রাসীদের

কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে মুসলিমদের ঈদগাহ ময়দানের প্রাঙ্গনে অবস্থিত ঈদগাহের মিনার ধ্বংস করার প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। গত ১০ আগস্ট বুধবার এই ঘটনা ঘটে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ঈদগাহের জায়গাটি কর্ণাটক স্টেট বোর্ড অফ আউকাফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করার দাবিতে আন্দোলনে নামে। বিশ্ব সনাতন পরিষদের সভাপতি হিন্দুত্ববাদী নেতা ভাস্করন হুমকি দিয়েছে, সে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের মত ঈদগাহের মিনারগুলো ভেঙে ফেলবে।

উগ্রবাদী হিন্দু নেতা ভাস্করন দাবি জানিয়েছে যে, ঈদগাহ ময়দানকে "খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হবে।" এবং ৬ ডিসেম্বরের আগে ঈদগাহ মিনার ভেঙে ফেলার জন্য সরকারকে একটি সময়সীমা দিয়েছে। তার উসকানিতে মহারাষ্ট্র, কেরালা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের বিভিন্ন অংশে অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলোও ঈদগাহ কিবলা প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য বিপুল সংখ্যক উগ্র হিন্দু জনতার সমাবেশ করেছে।

হিন্দু সংগঠনগুলো দাবি করেছে যে, ঈদগাহ মিনারটি ভেঙে ফেলতে হবে। তা না হলে এটি নাকি হিন্দুদের উৎসব উদযাপনের সময় জটিলতা সৃষ্টি করবে।

অথচ, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে মসজিদ ও ঈদগাহের মিনারাগুলো মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে মুসলিমদের গড়া স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে। যেন মুসলিম গৌরবমাখা ইতিহাস মুছে ফেলা যায়।

এদিকে ভারতের মুসলিমরা অসাম্প্রদায়িকতা আর তন্ত্র-মন্ত্রের পেছনে পরে নিজেদের এতটাই দুর্বল করে ফেলেছেও যে, হিন্দুদের এইসব উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদটুকু তারা করতে পারছেন না। এই দুর্বলতা কাটাতে ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই মুসলিমদেরকে নববী মানহাজ ও আদর্শ আঁকড়ে ধরতে এবং ভবিষ্যৎ বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে আহব্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. TheNewsMinute : Hindutva activist threatens to demolish Eidgah wall in Bengaluru - https://tinyurl.com/yuad54db

---

ভারতীয় সেনাদপ্তরে কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামীদের হামলা: হতাহত ২০ এর বেশি

হিন্দুত্ববাদী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের রাজৌরি অঞ্চলে দেশটির দখলদার সেনাবাহিনীর একটি সদরদপ্তরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে বহু সংখ্যক হিন্দুত্ববাদী দখলদার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

কাশ্মীর ভিত্তিক নিউজ পোর্টালসমূহের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আজ ১১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ভোররাতে, রাজ্যটির রাজৌরির পারগাল এলাকায় দখলদার ভারতীয় সেনা সদরদপ্তরে অনুপ্রবেশ করেন সশস্ত্র দুইজন স্বাধীনতাকামী।

সেনা সদরদপ্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনি পার করার সময় বর্বর হিন্দুত্ববাদী সেনারা তাদের দেখে ফেলে এবং তাদের দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। এসময় ভারতীয় দখলদার সেনাদের টার্গেট করেও পাল্টা আক্রমণ এবং গুলি বর্ষণ করেন স্বাধীনতাকামীরা। ফলে কিছু বুঝে উঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় ৩ সেনা।

এরপর আশেপাশে থেকে আরো সেনা আসতে থাকলে বীরবিক্রমে উক্ত দুই স্বাধীনতাকামী তাদের উপরও হামলা চালান, এক উচ্চপদস্থ অফিসার (মেজর জেনারেল) সহ আরও পাঁচ দখলদারকে আহত করেন। এক পর্যায়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হিন্দুত্ববাদী সেনা সদস্যদের চতুর্মুখী আক্রমণে শাহাদাতবরণ করেন দুই স্বাধীনতাকামী।

এদিকে দখলদার ভারতীয় এক সেনা কর্মকর্তা রয়টার্সকে দেওয়া এক বার্তায় দাবি করেছে যে, বৃহস্পতিবারের এই হামলায় ৩ ভারতীয় সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা আহত হয়েছে।

তবে কাশ্মীর ভিত্তিক কয়েকটি টুইটার সোর্স থেকে জানানো হয় যে, স্বাধীনতাকামীদের বীরত্বপূর্ণ এই অপারেশনে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি, যা দখলদার সেনারা গোপন করছে। তাদের মতে, এই হামলায় বহু সংখ্যক ভারতীয় দখলদার সৈন্য নিহত হওয়া ছাড়াও, অন্তত ১২ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

কেবল দুইজন স্বাধীনতাকামীর এমন সাহসিকতাপূর্ণ হামলা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। তারা নিজেদের সংখ্যা, অস্ত্র কিংবা প্রশিক্ষণের উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে হাতের কাছে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দ্বীন ও মিল্লাতের দুশমনদের উপর। আর তাঁরা সফল এই অভিযানটি এমন এক সময় চালিয়েছেন, যখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত তার স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সাল থেকে জম্মু-কাশ্মীর দখল করে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এরপর থেকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতা ও শরীয়তের পক্ষের কাশ্মীরি দলগুলোও সময়ে সময়ে ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে আসছেন।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই মুসলিমদেরকে কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করতে বলেছেন, এবং সাম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের সাহায্য করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা বলছেন, কাশ্মীরের মুক্তি মানেই হিন্দুত্ববাদের কবল থেকে গোটা উপমহাদেশের মুক্তি।

তথ্যসূত্র :

----

1. Suicide attack on Army Camp in Rajouri; 2 militants, 3 soldiers killed - https://tinyurl.com/5xbtxjvv

2. Three Army Men, Two Militants Killed In Pre-Dawn Attack- https://tinyurl.com/yjzsyvn6

3. J&K army camp attack: 3 soldiers, 2 militants killed - https://tinyurl.com/28kv2n7h

4. https://tinyurl.com/3s5ndkyc

বুরকিনান সেনাবাহিনীর উপর বাড়ছে হামলা: নতুন করে নিহত ১৫ শত্রুসেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর সামরিক ইউনিটগুলি লক্ষ্য করে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গতকাল ১০ আগষ্ট সকালে বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরে সেন্ট্রাল-নর্ড অঞ্চলের বাম প্রদেশে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে দেশটির সেনা ইউনিটগুলি। রাজ্যটির নামসিগুইয়া জেলায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে গাদ্দার সেনাবাহিনীর কনভয়কে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস দ্বরা একের পর এক লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

সামরিক বাহিনীর দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, প্রথম বিস্ফোরণটি হয় সেনাদের পরিবহনকারী গাড়ি লক্ষ্য করে। এতে বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হন। পরে তাদেরকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেনাবাহিনীর একটি উদ্ধারকারী দল। নতুন দলটি উক্ত এলাকায় পৌঁছালে তখন দ্বিতীয় বোমা হামলা চালানো হয়। এতে আরও কয়েক শত্রুসেনা হতাহত হয়।

সামরিক সূত্র দাবি করেছে যে, এই হামলার ঘটনায় বুরকিনা ফাঁসোর সেনাবাহিনীর ১৫ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্র বলছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন, যাতে হতাহতের সংখ্যা সামরিক বাহিনীর ঘোষিত পরিসংখ্যান থেকে আরও দ্বিগুণ।

এর আগে ৪ আগস্ট দেশের উত্তরে সামরিক বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর উপর আরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। জেএনআইএম কর্তৃক একযোগে পরিচালিত ওই হামলায় ১২ সেনা নিহত হয়েছিল।

এটি লক্ষণীয় যে সম্প্রতি বুরকিনা ফাঁসোতে হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা। যা পুরো দেশকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ফলে দেশের ৪০ শতাংশ এলাকাই এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে।

আমাদের নেতাদের শাহাদাতে এই কাফেলা থেমে যাবে না: পাক-তালিবান

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করেছে। যাতে দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা ও নেতৃত্ব পরিষদের শীর্ষ কর্মকর্তা শাইখ ওমর খালিদ খোরাসানির (রহ) শাহাদাতের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। যিনি গত ৭ আগষ্ট আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে গাদ্দার পাকি-সেনাদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

মনে করা হয় যে, গাদ্দার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এই হামলার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি এবং ইসলামাবাদ প্রশাসনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রক্রিয়া শেষ হতে চলেছে। কেননা টিটিপি'র অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার ওমর খালিদ খোরাসানি সহ কয়েকজনের শাহাদাতের পর প্রতিরোধ বাহিনীটির মধ্যে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। টিটিপি সংশ্লিষ্ট কিছু সূত্রের দাবি অনুযায়ী, শাইখের শাহাদাতের প্রতিশোধ নিতে সীমান্ত অঞ্চলে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে টিটিপি'র বিভিন্ন ইউনিটগুলো। সূত্রটি জানায় যে, পাকিস্তান কর্তৃক টিটিপি'র নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কমান্ডারের প্রতারণামূলক শাহাদাতের পরের দুইদিন সীমান্ত অঞ্চলে বেশ কিছু হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে অফিসার সহ ৫৬ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে, এসব হামলায় আহত হয়েছে আরও অসংখ্য সৈন্য। **এছাড়াও টিটিপি'র বীর যোদ্ধারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ২ কর্নেল সহ ৬ অফিসারকে পৃথক অপারেশনের মাধ্যমে বন্দীও করেছে।**

যাইহোক, শীর্ষ নেতাদের শাহাদাতের পর টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন।

মোহাম্মদ খোরাসানি কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে, এই অঞ্চলে যুদ্ধের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয় এবং "আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ে টিটিপি'র ভূমিকার কথাও তিনি আন্ডারলাইন করেন। এই যুদ্ধে শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানির (রহ) গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল উল্লেখ করে বিবৃতিতে শহীদদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। সেই সাথে নেতাদের শাহাদাতের পিছনে গাদ্দার পাকিস্তান জড়িত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের গুটিকয়েক নেতা আর কমান্ডারদের শাহাদাত এই যুদ্ধে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ এটি গাজী ও শহীদদের রক্তের উপর তৈরি মজবুত এক কাফেলা। যেই বরকতময় কাফেলা নেতাদের শাহাদাতে দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরও সুসংগঠিত এবং সক্রিয় হয়ে উঠে। কেননা শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে এই কাফেলার বীজ রোপণ করেছেন। আর এই কাফেলার নেতারা দৃঢ় সংকল্প ও ঈমানী শক্তি নিয়ে এতো বিপুল পরিমাণ গাজীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যারা তাদের শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম। ইনশাআল্লাহ্ বরকতময় গাজওয়াতুল হিন্দের লড়াইয়েও এই কাফেলা শূন্যতা অনুভব করবে না।

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলি যে, বরকতময় এই কাফেলার বীর মুজাহিদরা যেভাবে ডুরান্ড লাইনের (ইংরেজদের তৈরি কাল্পনিক সীমান্ত) ওই প্রান্তে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করেছে, ঠিক তেমনিভাবে ডুরান্ড লাইনের এই প্রান্তের (পাকিস্তান) শত্রুদেরকে পরাজিত করা হবে।" আমাদের বীর যোদ্ধারা ডুরান্ড লাইনের উভয় প্রান্তেই বীরত্বের সাথে লড়াই করে আসছেন।

সর্বশেষ, বিবৃতিতে পাকিস্তানি গাদ্দার সেনাবাহিনীকে "বিশ্বাসঘাতক, গোলাম এবং ডলার-খেকো" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এটিও বলা হয় যে, ডুরান্ড লাইন নির্মূল না হওয়া এবং দেশে একটি ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বরকতময় এই যুদ্ধ চলমান থাকবে।

সিরিয়া। তেল চুরি করে আমেরিকায় পাচার করছে মার্কিন সেনারা

গত ২ আগস্ট ভোরে সিরিয়ার জাজিরা অঞ্চল থেকে মার্কিন দখলদার সেনাবাহিনী তেল ভর্তি বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্কার ট্রাকসহ ৩১ টি গাড়ির একটি কনভয় ইরাকে পাচার করে। তেল ছাড়াও কনভয়টিতে মার্কিন সেনাদের লুণ্ঠন করা সম্পদও ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ আল-ওয়ালিদ সীমান্ত দিয়ে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে তেল স্থানান্তর করে তারা।

শুধুমাত্র গত জুলাই মাসেই প্রায় ২০০ টি ট্যাঙ্কার ভর্তি ট্রাকে করে লুণ্ঠিত তেল সিরিয়া থেকে পাচার করে মার্কিন সেনারা। লুণ্ঠিত তেল বিদেশে বিক্রি করার জন্য আমেরিকা সিরিয়ার সম্পদ (বিশেষ করে তেল) চুরি করার অনুশীলন আরও জোরদার করেছে।

দখলদার সেনাবাহিনী দেশের গম লুণ্ঠনের জন্যও দায়ী, যা দেশের খাদ্য সংকটকে আরও তীব্র করেছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মতে, যুদ্ধের আগে সিরিয়ার শস্যের উৎপাদন বার্ষিক গড় ৪.১ মিলিয়ন টন থেকে কমে ২০২১ সালে আনুমানিক ১.০৫ মিলিয়ন টনে নেমে এসেছে। আর এই শস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার জন্য দায়ী শুধুমাত্র আমেরিকা।

ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) বলছে, বর্তমানে এক কোটি ২৪ লাখ সিরীয় বা দেশটির প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এক সময়ের গম উৎপাদনকারী প্রধান দেশ সিরিয়া গত ১১ বছরের যুদ্ধের পর এখন খাদ্য সংকটে পড়েছে। এর উপরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা এখন তাদের ক্ষেতের বড় একটি অংশ ব্যবহার করতে পারছে না।

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে হাসাকাহ এবং দেইর'এর বেশিরভাগ তেলক্ষেত্র আইসিস (ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক এন্ড সিরিয়া) কবল থেকে রক্ষার অজুহাতে মার্কিন সেনারা এবং তাদের মিত্র বাহিনী সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মুসলিম বিশ্লেষকরা বলছেন, সিরিয়ায় মার্কিন সেনা মোতায়েন তাদেরই বানানো 'আন্তর্জাতিক আইন' অনুযায়ী অবৈধ। কারণ এটি দামেস্ক ও জাতিসংঘের সম্মতি ছাড়াই বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। সুতরাং এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্টই যে, এই কথিত 'আন্তর্জাতিক আইন' শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলিকে হাতের মুঠোয় রাখা এবং ইসলামকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়ার জন্যই বানানো।

এছাড়াও মুসলিম দেশগুলো থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেল এবং স্বর্ণ চুরি করে মুসলিম দেশগুলোতেই মানবসৃষ্ট দুর্যোগ তৈরী করাই হচ্ছে আমেরিকার উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র :

----

1. New batch of stolen oil smuggled out of Syria by US troops - https://tinyurl.com/3kdw9yyk

---

শাবাব কর্তৃক পাবলিক স্কয়ারে আরও ৬ জাওয়াসিসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কেনিয়া এবং সোমালিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করা ৬ গুপ্তচরকে জিলিব জেলার একটি পাবলিক স্কয়ারে হত্যা করা হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, সম্প্রতি হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত যুবা রাজ্যের একটি ইসলামি আদালত বেশ কিছু অপরাধীর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির রায় দিয়েছে। এসব অপরাধীদের মধ্যে ৬ গুপ্তচরও রয়েছে। যারা জিলিব জেলার 'হরমুদ' কোম্পানির প্রাক্তন পরিচালক সহ আশ-শাবাব মুজাহিদিন এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুফফার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন হামলার জন্য দায়ী ছিলো।

অপরাধীদের বিষয়ে তদন্ত এবং সমস্ত স্বাক্ষ্য-প্রমাণ প্রস্তুত করা হলে গত ৯ আগষ্ট যুবা রাজ্যের ইসলামি আদালতের প্রধান বিচারক জিলিব জেলার একটি পাবলিক স্কয়ারে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা এবং তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি পাঠ করেন। অবশেষে অপরাধীদেরকে বিভিন্ন মেয়াদি শাস্তির রায় শুনান। তবে এদের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দন্ডিত ৬ গুপ্তচরের বিষয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন বিচারক। পরে উক্ত ৬ গুপ্তচরকেই ঘটনাস্থলেই জনসম্মুখে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একই অপরাধে গত মাসের শেষাংশেও ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল ইসলামি আদালত। যাদের ৫ জনই ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর হয়ে কাজ করতো।

বিশ্লেষকরা তাই আশা করছেন, এই বিচার ও জনসম্মখে শাস্তি প্রদানের ঘটনাটি একই অপরাধে জড়িত অন্যান্য অপরাধিদের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার করবে, এবং তারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

১০ই আগস্ট, ২০২২

কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলা ও শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরি বিষয়ে তালিবানের সর্বশেষ বক্তব্য

সম্প্রতি ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছিল যে, গত ১লা আগষ্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি আবাসিক ভবনে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। তার দাবি

অনুযায়ী, ড্রোন থেকে মিসাইল ছুড়ে এই হামলাটি চালানো হয়েছে, যাতে শহীদ হয়েছেন বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আতুল কায়েদার সর্বোচ্চ আমীর শাইখ আয়মান আল-জাওয়াহিরি (হাফি.)।

দাবি করা হয় যে, যখন তিনি ভবনের বারান্দায় অবস্থান করছেন, ঠিক তখনই ড্রোন হামলাটি চালানো হয় তাঁর উপর। আর ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবির পরই শুরু নানারকম জল্পনা কল্পনা। এসব প্রচারিত হতে থাকে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে শাইখের শাহাদাত বা বেঁচে থাকা নিয়ে নানরকম তথ্য।

সর্বশেষ আজ ১০ আগষ্ট আফগানিস্তানের জাতীয় টেলিভিশন আরটিএ-র এক সাক্ষাৎকারে এবিষয়ে কথা বলেন ইমারাতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।

সেখানে টিভি সাংবাদিক জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় আয়মান আল-জাওয়াহিরি কি সত্যিই নিহত হয়েছেন?

উত্তরে জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ (হাফি.) বলেন, "এটি এখনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি দবি হিসাবেই রয়ে গেছে। তাছাড়া মার্কিন ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা যেখানে আঘাত করা হয়েছে, সেখানে মানবদেহের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আমরা এটাও স্পষ্ট করেছি যে, কাবুলে আয়মান আল-জাওয়াহিরির উপস্থিত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও ইমারাতে ইসলামিয়া অবগত নয়।"

"আর তিনি এখানে ছিলেন বা এই হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন তাও আমাদের জানা নেই। তাই আমরা এখনো এবিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। তবে বিষয়টি ইমারাতে ইসলামিয়ার তদন্তাধীন রয়েছে। এ জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে, যারা বিষয়টি তদন্ত করে পরিস্থিতি সরকারের সামনে তুলে ধরবে। উপযুক্ত হলে তা জনসাধারণের জন্য মিডিয়াতেও প্রকাশ করা হবে।"

"তবে এটা স্পষ্ট যে, এই হামলার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে আমেরিকা। আমরা এর নিন্দা করেছি এবং আবারও এর তীব্র নিন্দা জানাই। কেননা এটি আফগানিস্তান ভূখণ্ডের স্বাধীনতা এবং দোহা চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। দোহা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এমন কিছু জানতে পারে, যা তাদের শান্তির জন্য হুমকি বা চুক্তির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে এবিষয়ে আমেরিকা আফগানিস্তান সরকারের সাথে যোগাযোগ করবে এবং সরকার এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। তবে আমেরিকানরা নিজেরাই এখানে সরাসরি কাজ করতে পারবে না।"

"কিন্তু তারা এবিষয়ে আমাদেরকে কিছুই জানায়নি এবং নিজেরাই পদক্ষেপ নিয়েছে। আর সেটা তারা স্বীকারও করেছে। যার মাধ্যমে আমেরিকা সুস্পষ্টভাবে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে। তাই আমরা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি যে, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এর পরিণতির জন্য আমেরিকা নিজেই দায়ী থাকবে।"

মুসলিমদের উপর বেড়েছে উগ্র হিন্দুদের বর্বর হামলা: দুজনকে ছুরিকাঘাত, একজনকে পিটিয়ে জখম

ভারতে উগ্র হিন্দুরা দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যা করছে, এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন বিচার কিংবা কৈফিয়তও দিতে হচ্ছেনা। ফলে দিনকে দিন মুসলিমদের উপর হামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মুসলিম নির্যাতনকে বৈধকরণে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়কে কারণ হিসেবে তুলে ধরছে। যেগুলোর সবই মিথ্যা, বানোয়াট।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার ১৭ বছর বয়সী মুসলিম যুবক সাহিল সিদ্দিকীকে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে ৭ আগস্ট বজরং দলের সন্ত্রাসীরা মারধর করে গুরুতর আহত করে। তারা অভিযোগ তুলে মুসলিম ছেলেটি ইনস্টাগ্রামে একটি মেয়ের ভিডিও পোস্ট করেছে।

সাহিলের বাবা আব্দুর রউফের মতে, তার ছেলেকে মিথ্যা অভিযোগ তুলে বজরং দলের সন্ত্রাসীরা মারধর করেছে। তার ছেলে এমন কোন ভিডিও সম্পর্কে জানত না। এব্যাপারে সাহিলের নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে থানা থেকে জানানো হয়।

আব্দুর রউফ বলেন, "মামলার বিষয়ে কথা বলতে আমি যখন সাহিলকে নিয়ে থানায় যাচ্ছিলাম, তখন বজরং দলের সন্ত্রাসীরা আমাদের পথ আটকায়। তারা থানার বাইরে বিষয়টি মিমাংসা করার নামে চাঁদা দাবি করে। আমরা যখন তাদের কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী? তারা আমাদের জানায় যে, সাহিল একটি মেয়ের ভিডিও করেছে এবং মেয়েটির পরিবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।"

ঘটনাস্থলে থাকা সাহিলের চাচা জনাব সালমান সাহেব বলেছেন, “বজরং দলের কর্মীরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল যে আমরা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তাদেরকে মোটা অংকের টাকা দিতে হবে। কিন্তু আমরা এই বলে দিতে অস্বীকার করেছিলাম যে, আমরা কোন অন্যায় করি নি। সাহিল কোন মেয়ের ভিডিও করে নি। কিন্তু তারা আমাদের কোন কথাই শোনেনি।...টাকা না পেয়ে ততক্ষণে ছেলে আদেশ চৌহান নামের এক সন্ত্রাসী সাহিলকে মারধর শুরু করে। তখন অন্যান্যরাও সাহিলকে আক্রমণ করে যা ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে এতটাই মারধর করা হয় যে তার পাঁজরের হাড় ও নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম হয়ে যায়। আমরা অনেক কষ্ট করে কোনোরকমে সাহিলকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় পৌঁছাই।... ঘটনাস্থলে আমরা না থাকলে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা সাহিলকে সেখানেই খুন করত।"

এদিকে কর্ণাটক রাজ্যে গত ৯ আগস্ট তৌসিফ (২৩) এবং মুস্তাক (২৪) নামে দুই মুসলিম যুবককে হিন্দুত্ববাদী শ্রী রাম সেনা (এসআরএস) সদস্যরা নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত করেছে। গুরুতর আহত হওয়ায় তৌসিফের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনার কারণ হিসেবে জানা গেছে, শ্রী রাম সেনার হিন্দুত্ববাদী সোমেশ গুড়ি হট্টগোল থামানো ঠুনকো অজুহাতে তৌসিফকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। পরে অন্যান্য উগ্র হিন্দুরাও তাদের উপর হামলা চালায়।

যুগ যুগ ধরে হিন্দুত্ববাদীদের সমান অধিকারের ফাঁকা বুলির আশ্বাস, তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে পড়ছে। যা মুসলিমদের মন মগজে শক্ত প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। যার জন্য মুসলিমরা ইসলামের বিধি বিধানেও কাট ছাট

করতো। এই মরীচিকার পিছনে ছুটে ইসলামের শরীয়াহ ব্যবস্থা ভুলে এগুলোকেই সমাধান হিসেবে নিয়েছে। সময় আজ বুঝিয়ে দিচ্ছে এগুলো মুসলিমদের জন্য নয়, বরং অপরাধীদের রক্ষাকবচ। এবিষয়ে ইসলামি বিশ্লেষকগণ অনেক আগে থেকেই গণতন্ত্রপন্থীদের কপটতা সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করছেন।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

----

1. ClarionIndia : Muslim Boy Brutally Beaten up by Bajrang Dal Mob in Bulandshahr - https://tinyurl.com/9w277ve7

2. Sri Rama Sene members stab two Muslim Youths in Karnataka - https://tinyurl.com/36vwu34b

---

ইথিওপিয়ায় আশ-শাবাবের হামলা অব্যাহত: নিহত ৪০ এরও বেশি

সোমালিয়ার সীমান্তবর্তী ইথিওপিয়ার ওগাদিন রাজ্যে আশ-শাবাব এবং দেশটির সরকারি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে। এতে প্রতিদিনই কয়েক ডজন ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত মাসে ইথিওপিয়ার ওগাদিন রাজ্য দেশটির কুফফার বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের মাঝে শুরু হওয়া লড়াই এখনো চলমান রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যটির এল-কেরী জেলায় ইথিওপিয়ার 'লিউ' সামরিক বাহিনীর অবস্থানগুলোতে তীব্র হামলা চালাচ্ছেন শাবাব যোদ্ধারা। জেলাটির পাহাড়ি এলাকা এবং কৌশলগত অবস্থানগুলো উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন শাবাব যোদ্ধারা। ফলে উক্ত অঞ্চলটিতে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে।

সূত্র মতে, অঞ্চলটিতে দুটি গ্রুপই একে অপরের মুখোমুখি হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই অভিযানে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলায় 'লিউ' বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, আশ-শাবাব বহু বছর ধরেই পাহাড় আর মরুভূমিতে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে অভ্যস্ত।

স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র অনুসারে, অঞ্চলটিতে শুধু গত ৮ আগষ্টের লড়াইয়ে ৪০ থেকে ৫০ এর বেশি ইথিওপিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। এসময় অভিযানে আহত অনেক সৈন্যকে ইথিওপিয়ার হারগেল এবং গোডাই অঞ্চলের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যাদের অনেকের অবস্থাই ছিলো আশংকাজনক।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক কার্যকলাপ সোমালিয়া সংলগ্ন ইথিওপিয়ার ওগাদিন রাজ্যেও প্রসারিত হয়েছে। খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশটির এই রাজ্যটিতে মুসলিম জনগণ বসবাস করেন। রাজ্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোমালিয়া থেকে দখল করে নেওয়া হয়েছিল।

গাজায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের আগ্রাসন(ভিডিও)

https://alfirdaws.org/2022/08/10/58486/

গাজা ইস্যুতে দখলদার ইসরাইলের প্রশংসায় নির্লজ্জ আমেরিকা

গাজায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের ৩ দিনের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অর্ধশত ফিলিস্তিনি। গুরুতর আহত হয়েছেন প্রায় ছয়শতাধিক মানুষ। কোন অযুহাত ছাড়াই বর্বরোচিত হামলা চালায় সন্ত্রাসী ইসরাইল। বর্বরোচিত এ হামলায় নিন্দা জানাচ্ছেন বিশ্বের হৃদয়বান সকল মানুষ। তবে তথাকথিত সভ্যতার মুখোশধারী ইউরোপিয় ও পশ্চিমারা বরাবরের মতোই ঘাতক ইসরাইলের পক্ষেই সাফাই গাইছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরাইলি জনগণের 'অগণিত জীবন' বাঁচানোর জন্য ইসরাইল সরকারের ব্যাপক প্রশংসা করেছে। গত ৭ আগস্ট হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সে এই মন্তব্য করে।

ইসরাইল ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালানো সত্বেও নির্লজ্জ বাইডেন বলেছে, গত কয়েকদিন ধরে ইসরাইল ইসলামিক জিহাদ গ্রুপের নির্বিচারে রকেট হামলা থেকে নিজেদের জনগণকে রক্ষা করেছে। ইসরাইলকে আয়রন ডোমের মাধ্যমে সহায়তা করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। আয়রন ডোম শত শত রকেট প্রতিহত করে অগণিত জীবন বাঁচিয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে সে।

বিবৃতিতে বাইডেন আরও বলেছে, ইসরাইলের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার অধিকার ও নিরাপত্তার প্রতি আমার সমর্থন দীর্ঘস্থায়ী এবং অটল। আমি প্রধানমন্ত্রী ইয়ার ল্যাপিড এবং তার সরকারের দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করি।

সে আরও বলে, গাজায় বেসামরিক হতাহতের খবর দুঃখজনক.....আমরা যুদ্ধবিরতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার জন্য এবং যুদ্ধ কমার সঙ্গে সঙ্গে গাজায় জ্বালানি ও মানবিক সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সব পক্ষকে আহ্বান জানাই।

অবৈধভাবে ফিলিস্তিন দখল করা সত্ত্বেও ইসরাইল রাষ্ট্রকে বৈধতা দিয়ে বাইডেন বলেছে, ইসরাইল ও পশ্চিম তীরে আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় আমি যেমন স্পষ্ট করেছিলাম যে ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিরা উভয়েই নিরাপদে বসবাস করার এবং স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের সমান ব্যবস্থা উপভোগ করার যোগ্য। আমার প্রশাসন

সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে এবং ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আমার সফরের সময় থেকে শুরু হওয়া উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা বলছে, 'ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিরা উভয়েই নিরাপদে বসবাস করার এবং স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের সমান ব্যবস্থা উপভোগ করার যোগ্য।' তাহলে ইসরাইল যখন ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালালো, তখন ইসরাইলের মতো ফিলিস্তিনেরও অধিকার রয়েছে পাল্টা হামলা চালানোর। কিন্তু আমারা দেখছি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা একদিকে হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার জন্য ইসরাইলকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের আত্মরক্ষাকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিচ্ছে। বিষয়টিকে মুসলিম জাতির সাথে চরম উপহাস হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

কথিত গণতন্ত্রপন্থী পশ্চিমারা ও তাদের কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহর সাহায্যে কোন পদক্ষেপই নিবে না, এবং ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর সকল নির্যাতিত মুসলিমদের উদ্ধারে কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক অগ্রসর হবার কোন বিকল্প নেই - এই সত্যটাই আবারো প্রমাণিত হল বাইডেন ও পশ্চিমাদের এমন দ্বিমুখী প্রতারণাপূর্ণ আচরণ ও বক্তব্যে।

লিখেছেন : ওবায়দুল ইসলাম

তথ্যসূত্র:

1. Israel 'Saved Countless Lives', Biden Says - https://tinyurl.com/2p9e26t3

এবার পশ্চিমতীরে ইসরাইলের হামলা, হতাহত ৬০ ফিলিস্তিনি মুসলিম

এবার ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬০ জন মুসলিম।

মঙ্গলবার (৯ আগস্ট) অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুসে একটি বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় টানা তিনদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রোববার যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়। তবে এর আগেই ইসরায়েলের হামলায় প্রাণ হারান শিশুসহ ৪৪ জন ফিলিস্তিনি। গাজা সীমান্তে এক বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সংঘর্ষের অবসানের দু'দিন পর পশ্চিমতীরে ইসরায়েলের হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাবলুসের একটি বাড়িতে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাবাহিনী ঘেরাও করলে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন ভবনে থাকা ফিলিস্তিনিরা। পরে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের এই হামলায় অন্তত ৬০ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। নিহতদের মধ্যে আল-আকসা শহীদ ব্রিগেডের কমান্ডার ইব্রাহীম আল-নাবুলসিও রয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অডিও বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, "তারা আমাকে ঘেরাও করে রেখেছে। শহীদ হবার আগ পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব। দেশের যত্ন নিবেন। আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি। কখনো অস্ত্র ত্যাগ করবেন না আপনারা।"

বিশ্লেষকরা আশা প্রকাশ করেছেন, তাঁর এই শাহাদাত ও শেষ ভাষণ ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে উজ্জীবিত করবে, ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

----

1. Israeli forces kill al-Aqsa Brigades commander in Nablus raid - https://tinyurl.com/ycka84ah

---

০৯ই আগস্ট, ২০২২

ভারতে তেল পাচারের কাহিনী মূল্যবৃদ্ধির অযৌক্তিক অজুহাত মাত্র

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে আওয়ামী সরকার যে কয়টা অবাস্তব যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে একটি হলো ভারতে তেল পাচার হয়ে যাওয়ার কাহিনী। তাদের যুক্তি, বাংলাদেশে ভারতের চেয়ে কম দামে তেল বিক্রি হওয়ায়, ভারতে তেল পাচার হয়ে যায়। এজন্য পাচার রোধে তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আওয়ামী সরকারের এই যুক্তির অসাড়তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের মতে, যেকোনো স্মাগলড জিনিস অনেক হাত ঘুরে যায় - তাদের সবাইকেই আবার খুশি রাখতে হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্যের যে ব্যবধান, তাতে এই চোরাচালান ব্যবসায় লাভবান হওয়ার সুযোগ কম। তাছাড়া, ফেনসিডিল বা অন্যান্য চোরাচালানের বস্তুর মতো এই জ্বালানি তেল পাচার এতটা সহজ নয়।

বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির পরিচালক (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফয়জুর রহমান স্পষ্টভাবে বলেছেন, "সীমান্ত দিয়ে কোনো ধরনের জ্বালানি তেল পাচার হচ্ছে না।" তিনি আরও বলেন, 'সীমান্ত দিয়ে জ্বালানি তেল পাচারের চেষ্টা খুবই অপ্রতুল। এই পাচারের চেষ্টাগুলো সাধারণত ১০-১২ লিটার হয়। এ কারণে

আমি মনে করি না যে, সীমান্ত দিয়ে জ্বালানি তেল পাচার হচ্ছে। ডিজেল ব্যাগে করে পাচার করা যায় না। যদি ব্যারেল ব্যারেল জ্বালানি তেল সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়, তবেই অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে। সীমান্তে তো আর বাতাস দিয়ে ব্যারেল ব্যারেল জ্বালানি তেল পাচার হতে পারবে না।'

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীদের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সীমান্ত দিয়ে জ্বালানি তেল পাচারের গল্প শুনিয়ে তেলের মূল্যবৃদ্ধি আওয়ামী সরকারের অযৌক্তিক ও কপট সিদ্ধান্ত। তবে যদি ধরেও নেওয়া হয়, ভারতে বা প্রতিবেশী দেশে তেল বা অন্য কোনো দ্রব্যের মূল্য কমে যাওয়ায় দেশ থেকে সেসব দ্রব্য ঐ দেশগুলোতে পাচার হচ্ছে; তবুও কি এই সমস্যার সমাধান করতে নিজ দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিতে হবে? এটা কি কোনো যৌক্তিক সমাধান হতে পারে?

সরকার এতদিন ধরে আমাদেরকে উন্নয়নের গালগল্প শুনিয়ে আমাদের কাছে চেতনা বিক্রি করেছে, আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে নিজেদের ও বন্ধু দেশের পকেট ভারি করেছে। সরকারের রাঘব বোয়ালেরা আমদানী-রপ্তানীর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম-বেশি মূল্য দেখিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাচার করেছে; গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির হিসাব মতে, গত দশ বছরে যার পরিমাণ ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। আবার এক ভারতের আদানি গ্রুপকেই বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ২৫ বছরে শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে ১ লাখ আট হাজার ৩৬১ কোটি টাকা, বা ১১.০১ বিলিয়ন ডলার; যে অর্থ দিয়ে কমপক্ষে তিনটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এছাড়াও রূপপুরের মতো নানান মেগাপ্রজেক্ট'এর নামে মেগা-দুর্নীতির হাট খোলা হয়েছে সারা দেশে। মূলত এসব কিছুর পরিণতিতেই আমাদের দেখতে হচ্ছে বর্তমান জ্বালানী তেলের রেকর্ড মূল্য বৃদ্ধি। কাজেই, সরকারের এই 'তেল পাচারের ভাষ্য' নির্জলা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

দুর্নীতি, লুটপাট আর পাচারের চাপে পরে- এতদিন যে রিজার্ভ রেকর্ড ছাড়িয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে- সেই রিজার্ভের ঘাটতির জন্যই এখন করা শর্তে ও উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে আইএমএফ থেকে। যদিও উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে দেশের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ইতিমধ্যে ৯৬ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর আইএমএফ'এর করা ব্যয় সঙ্কচনের শর্তসমুহের মধ্যে অবধারিতভাবেই থাকে খাদ্য, জ্বালানী ও অন্যান্য খাতে সরকারের ভর্তুকি হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধির পরামর্শ। তবে কোন কোন সেক্টরে সরকারের ব্যয়সংকোচন বা মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর করা হবে, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সরকারই।

বর্তমান জ্বালানী তেলের রেকর্ড মূল্য বৃদ্ধির হাত ধরে আবার বাড়ানোর আলোচনা চলছে বিদ্যুতের দামও। সুতরাং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ইতিমধ্যে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া জনগণকে আরও এক দফা মূল্যস্ফীতির ধাক্কা সইতে হবে।

মূলত আমরাই আমাদের উপর এই জালেম সরকার ও তাদের জুলুমের সিস্টেমকে চেপে বসতে দিয়েছি। আমরাই আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধানকে ছুঁড়ে ফেলে জুলুমের গণতান্ত্রিক বিধানকে আকরে ধরেছি, মানবরচিত সংবিধানের গোলামি করেছি। এই জুলুমের সিস্টেম আমদেরকে প্রতিদিন অজগরের মতো একটু একটু করে চেপে ধরতে ধরতে আজ নিঃশ্বাস আটকে অসহায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আমরা এখন এর ফল ভোগ করছি; উত্তরণের উপায়টাও তাই আমাদেরকেই তালাশ করতে হবে।

লিখেছেন : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

১। সীমান্ত দিয়ে জ্বালানি তেল পাচার হয় না: পরিচালক অপারেশন, বিজিবি https://tinyurl.com/2p8r5sy9
২। বাংলাদেশ থেকে ভারতে জ্বালানি তেল পাচার হঠাৎ বাড়লো কেন? https://tinyurl.com/5n8d4s52

মালিতে গেরিলা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব শুরু করেছে আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ২০১১ সালে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা এখন গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। গেরিলা যুদ্ধের নতুন এই পর্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। নতুন এই পর্ব শেষে দেখা মিলবে আরও একটি ইসলামি ইমারাহ্'এর, ইনশাআল্লাহ্। তবে এই ইমারার সীমানা আফগানিস্তানের মতো কোন একটি দেশের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এই ইমারার ভূমি বিস্তৃতি লাভ করবে মালি, বুরকিনা ফাঁসো, নাইজার, আইভরি কোস্ট, ঘানা, সেনেগাল, বেনিন ও টোগোর মতো দেশগুলোতেও।

মালি যুদ্ধ, যা সময়ের সাথে সাথে দেশের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে এই যুদ্ধ আফ্রিকার ইসলাম বিরোধী সরকারগুলোর পাশাপাশি ইউরোপীয় ক্রুসেডার দেশগুলোর জন্যও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ২০১৩ সাল নাগাদ দেশটিতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসলামি ইমারাহ্'র বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এর অগ্রযাত্রা সাময়িক সময়ের জন্য রুখে দিতে সক্ষম হয় ফ্রান্স এবং তার ইউরোপীয় ও আফ্রিকান মিত্ররা। কিন্তু তাদের এই সামরিক হস্তক্ষেপেই বর্তমানে তাদের জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে। কেননা ২০১৩ সালের পূর্বে এই প্রতিরোধ যোদ্ধারা শুধু মালিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তখন তাদের জনপ্রিয়তা এবং আজকের মতো এতো বিপুল সংখ্যক জনগণের সমর্থনও তাদের পক্ষে ছিলো না।

কিন্তু মালিতে দখলদার ফ্রান্সের প্রবেশ এবং ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই চিত্রকে পুরোপুরিই পাল্টে দেয়। আর ক্রুসেডারদের এই পদক্ষেপই এই অঞ্চলে নতুন যুগের সূচনায় অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। কেননা এই যুদ্ধের ফলেই আঞ্চলিক ছোটো ছোটো দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ প্রতিরোধ বাহিনীতে রূপ নেয়। সেই সাথে সাধারণ জনগণের সমর্থনও পুরোপুরিভাবে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পক্ষে চলে আসে।

এই যুদ্ধে ক্রুসেডার ফরাসি সেনাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ছত্রভঙ্গ করে রাজধানী বামাকোর পতন ঠেকানো। আর সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসলামি ইমারাহ্কে প্রতিহত করার মাধ্যমে দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। তবে এটি স্পষ্ট যে, তারা এই অঞ্চলের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন করেছে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রস্তুতি ছাড়াই যুদ্ধের ময়দানে নেমেছে। ক্রুসেডাররা ভেবেছিলো কয়েক দিনের অভিযানে তারা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ছত্রভঙ্গ করে রাজধানীকে অবরোধ থেকে মুক্ত করবে। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিঃশেষ করে দিবে। কিন্তু পরে ঘটনা ঘটে এর বিপরীত।

ফ্রান্স যখন মালিতে প্রথম প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপের করে, তখন প্রতিরোধ যোদ্ধারা রাজধানী বামাকো এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত শহরগুলি থেকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রত্যাহার করে ঠিকই। কিন্তু তাদের এই প্রত্যাহার ছিলো

একটি নতুন এবং দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই সময়টাতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা শহর অঞ্চলগুলো ছেড়ে মরুভূমি, পাহাড় এবং গ্রামীণ এলাকায় গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এটি ছিলো ক্রুসেডারদের ধারনার বাহিরে।

মালি যুদ্ধের গতিপথ

এই যুদ্ধে ক্রুসেডার ফ্রান্স ছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিবেশী দেশগুলি নিয়ে গঠিত "G-5" জোট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত "তাকুবা" ফোর্স এবং জাতিসংঘের কথিত "শান্তিরক্ষী" বাহিনীর সৈন্যরাও জড়িয়ে পড়েছিল।

শুরুর দিকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই যুদ্ধ, দেশের উত্তরের মরুভূমি এলাকা থেকে শুরু হয়ে তা দেশের কেন্দ্রীয় অংশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মালির এই যুদ্ধ বুর্কিনা ফাঁসো, আইভরি কোস্ট, নাইজার, বেনিন এবং টোগোর মতো বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর তা এতটাই যে, এই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল মালির পর প্রতিবেশী বুরকিনা ফাঁসো প্রতিরোধ যুদ্ধের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থ হয়ে উঠে।

এমনকি ২০১৭ সাল নাগাদ পৃথক পৃথকভাবে কাজ করা প্রতিরোধ বাহিনীগুলো এক পতাকাতলে একীভূত হয়ে যায়। যেখানে মালির প্রায় সমস্ত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলো একত্রিত হয়ে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন 'জেএনআইএম' গঠন করে। এর ফলে তখন গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনাকারী সমস্ত দল এক ছাদের নীচে একত্রিত হওয়ার ঘটনাটি সমস্ত মালিকে গেরিলা বাহিনীর জন্য একচেটিয়া ফ্রন্টে পরিণত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধের সময়টাতে প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মাঝে এই ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মাঝে এই ঐক্যই পরে মালির যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো, আলহামদুলিল্লাহ্। কেননা ২০১৭ সালে 'জেএনআইএম' প্রতিষ্ঠিত হলে মালিতে বৈশ্বিক কুফ্ফার জোট বাহিনীগুলো পরাজয়ের দারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে থাকে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা পাহাড়ি আর গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। তাঁরা এবার শহুরে অঞ্চলগুলোতেও অভিযান চালাতে শুরু করেন। তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে ধীরে ধীরে বেশ স্বতন্ত্র এবং দৃশ্যমান পর্যায় অতিক্রম করতে শুরু করেন, যা এখনও চলছে। এবং গেরিলা যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থায় ঢুকতে শুরু করেন।

মালি যুদ্ধে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, পুরনো শত্রু নতুন চেহারায়

জেএনআইএম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুজাহিদগণ দুর্বার গতিতে সম্মুখ পানে ছুটতে থাকেন। এসময় ক্রুসেডার জোটগুলোর সৈন্যদের হত্যা করে একে একে মালির বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করেন। শত্রুর জোট বাহিনীগুলো যখন যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের হাতে নাকানিচুবানি খাচ্ছিলো, এবং ২০২০ সাল থেকে ক্রুসেডাররাও পালাতে শুরু করলো, তখন ক্ষমতা লোভী এবং ইসলাম বিরোধী মালির সরকার অনেকটাই ভেঙে পড়ে। ফলে নিজেদের ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে নতুন মিত্র খুঁজতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা মিত্রতা গড়ে তুলে মুসলিমদের পুরনো শত্রু রাশিয়ার সাথে।

এদিকে রাশিয়া ও ইউরোপীয়দের মধ্যে পূর্ব থেকেই কুকুর-বিড়ালের লড়াই চলে আসছে। আর এমন একটি অবস্থায় মালি সরকার রাশিয়ার কাছাকাছি ঘেঁষতে শুরু করে এবং এখানে রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারকে নিয়ে আসে। এর ফলে ফ্রান্সের সাথে জান্তা সরকারের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং একের পর এক সামরিক

চুক্তি বাতিল হতে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে মালি থেকে ফরাসি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেনা প্রত্যাহারের তোড়জোড়। আর কুফফার বাহিনীর মধ্যকার এই টানাপোড়ার সম্পর্ককে সর্বোচ্চ কাজে লাগায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। কেননা রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যকার সৃষ্ট দ্বন্দ্বের সময়টা মুজাহিদদেরকে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাছাকাছি নিয়ে আসে, এবং মুজাহিদগণ এই সময়টাতে নিজেদের অবস্থানের মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে যান।

ফলে এই অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতার ক্ষুধা যখন ফ্রান্স ও ইউরোপীয়দের দূরে ঠেলে দিচ্ছে, তখন মুজাহিদরা ক্রুসেডারদের ছেড়ে যাওয়া অঞ্চলগুলো বিজয়ের মাধ্যমে সেই অঞ্চলগুলোয় তৈরি হওয়া শূণ্যতা পূর্ণ করছেন।

এটি লক্ষণীয় বিষয় যে, রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী অনেক উপাদানের দিক থেকে ফরাসি ক্রুসেডার বাহিনীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিমান সহায়তার ক্ষমতা, গোয়েন্দা তথ্যের স্তর এবং সে অঞ্চলে যে দলগুলির সাথে লড়াই করেছে সে সম্পর্কে তথ্য, ওয়াগনারের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর অভাব, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের অভাব ইত্যাদি। রুশ বাহিনীর এই সমস্ত শূণ্যতা মালিতে মুজাহিদদের জন্য প্লাস পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। ফলে মুজাহিদগণ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় সর্বদিক থেকে বিশাল এক শূন্যতা পেয়েছেন, যা মুজাহিদগণ জিহাদ ও শরিয়াহ্‌র আলো দ্বারা পূর্ণ করছেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

গেরিলা যুদ্ধের চূড়ান্ত বা নতুন পর্ব

বর্তমানে মালিতে গেরিলা যুদ্ধের একটি নতুন পর্ব চলছে। সম্প্রতি গেরিলা যুদ্ধের এই পর্বে 'জেএনআইএম' এর একজন মুখপাত্র শাইখ আবু ইয়াহ্‌'ইয়া হাফিজাহুল্লাহ্‌'র ৩ মিনিটের একটি বক্তব্য সামনে এসেছে। তাঁর উক্ত বক্তব্যে গেরিলা যুদ্ধের নতুন পর্বটি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ঐ ভিডিও-বার্তায় মুখপাত্র আবু ইয়াহ্‌'ইয়া বলেছেন যে, "তাঁরা খুব শীঘ্রই মালির রাজধানী বামাকো অবরোধ করবেন, এবং এখানে সম্পূর্ণ শরিয়াহ্‌ আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রাজধানীতে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন"। আর এই লক্ষ্যে 'জেএনআইএম' তার যোদ্ধাদের রাজধানী বামাকোর চারপাশে মোতায়েন সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদরা রাজধানী বামাকো সহ দেশের সমস্ত বড় বড় শহরগুলোতে অভিযানের জন্য প্রস্তুত। এরপর থেকে রাজধানীতে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে সরকার। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ অনেক সড়কই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বাকিগুলোতে বসানো হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা চৌকি। সব মিলিয়ে এক আতংকময় সময় পার করছে মালির গাদ্দার সরকার।

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি নাম সবার আগে চলে আসে। তারা হচ্ছেন চে-গুয়েভারা এবং মাও সেতুং। যাদের গেরিলা যুদ্ধের থিওরি আধুনিক যুগে রেফারেন্স হয়ে উঠেছে। তবে চে-গুয়েভারা জাকে তার আদর্শ মনে করে, সেই আব্দুর রহিম (রহ:)-কে অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-ব্যবস্থা স্মরণ করতে বা করতে দিতে চায় না। অথচ আব্দুর রহমান (রহ:) অনেকটা একাই তৎকালীন বিশ্বের তৃতীয় পরাশক্তি স্পেনকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন বহুকাল। যাইহোক, তাদের মতে, গেরিলা যুদ্ধের তিনটি প্রধান পর্যায় রয়েছে:

১- কৌশলগত প্রতিরক্ষা:

এই পর্যায়ে, গেরিলা যোদ্ধারা নিজেদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিকে সুসংগঠিত, সুরক্ষিত এবং একত্রিত করার উপর ফোকাস করে। এই কেন্দ্রগুলি সাধারণত বিচ্ছিন্ন এলাকা হয়ে থাকে, যেখানে গেরিলাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। আর এই এলাকাগুলোতে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেন গেরিলা যোদ্ধারা। এরপর এসব এলাকাগুলো থেকে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করেন গেরিলারা। পরে শত্রু বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে তাড়াতে শুরু করেন। আর এই এলাকাগুলোকেই নিজেদের সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেন গেরিলা যোদ্ধারা।

মালির গেরিলা গ্রুপগুলিও এই প্রক্রিয়াটি অতিক্রম করেছে, বিশেষ করে ২০১৩ থেকে ২০১৭ এর মধ্যে। এই সময়টাতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর গেরিলারা কৌশলগত প্রতিরক্ষার জন্য শহর অঞ্চল ছেড়ে গ্রাম্য এবং পাহাড়ি এলাকাগুলোতে আশ্রয় নেন। আর পরবর্তী যুদ্ধের জন্য এই এলাকাগুলোকেই নিজেদের জন্য সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেন। সেই সাথে নতুন যুদ্ধের কৌশল, সামরিক শক্তি এবং জনবল তৈরি করতে থাকেন।

২- কৌশলগত অচলাবস্থা বা ভারসাম্য:

গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ যোদ্ধারা গোপন এবং প্রকাশ্য আক্রমণ বৃদ্ধি করতে থাকেন। সেই সাথে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সামরিক ফাঁড়িগুলিকে লক্ষ্য করে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন অর্জন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এই পর্যায়ের শত্রু বাহিনীর বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক (মানষিক) শক্তি ক্ষয় এবং যুদ্ধের প্রেরণার ধ্বংস করে দিতে থাকেন গেরিলারা। এইভাবে, শত্রু বাহিনীকে অনেক অঞ্চলে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে বাধ্য করা হয়। এই সময়টাতে গেরিলারা (প্রতিরোধী বাহিনী) একটি আধা-সামরিক বাহিনীর রূপ পেতে শুরু করে।

আমরা মালির ক্ষেত্রে এই রূপটি দেখেছি ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে। যখন মুজাহিদ গেরিলা যোদ্ধারা জনসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন এবং বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলো এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'জেএনআইএম' গঠন করে। যা একটি সামরিক বাহিনীতে রূপ নেয়। এরপর আমরা 'জেএনআইএম' কে দেখেছি গ্রাম্য আর পাহাড়ি এলাকাগুলো থেকে বেরিয়ে এসে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে। আর এই সময়টাতে মালির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিতেও সক্ষম হন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা (জেএনআইএম)। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম যখন এই পর্যায়টি অতিক্রম করছিল, তখন দেশের রাজনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায়ে পা রাখার সুযোগ পেয়ে যান, আলহামদুলিল্লাহ্।

৩- কৌশলগত পাল্টা আক্রমণ:

এই পর্যায়টি হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়। এই সময়টাতে গেরিলা যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দান এবং আলোচনার টেবিলে যুদ্ধ শেষ করার জন্য সিদ্ধান্তমূলক সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে থাকেন। এতে শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রীয় পয়েন্টগুলি গেরিলাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। প্রথম দুই ধাপে শত্রু বাহিনীকে গ্রামাঞ্চল থেকে হটিয়ে, তৃতীয় ধাপে কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও সামরিক ঘাঁটিগুলোতে শত্রুবাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে শুরু করেন গেরিলারা। এই সময়টাতে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস এবং নেতাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। যার মাধ্যমে শত্রুর মেরুদণ্ডকে ধ্বংস করতে তীব্র লড়াই শুরু করেন গেরিলা যোদ্ধারা।

এসব কিছু বিবেচনার পর এটা বলা যায় যে, 'জেএনআইএম' এখন গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে শুরু করেছে। জেএনআইএম এর বিবৃতি অনুযায়ী, এই পরিস্থিতির জন্য তাঁরা এখন প্রস্তুত। ইতিমধ্যে 'জেএনআইএম' যোদ্ধাদের রাজধানী বামাকো সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রতিরোধ বাহিনীটির মুখপাত্র। আর ২০২২ সালের জুন-জুলাই মাসে বামাকো এবং এর আশেপাশে আক্রমণগুলিও এটাই নির্দেশ করে যে, জেএনআইএম মালিতে গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় বা চূড়ান্ত ধাপে প্রবেশ করেছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ইতিহাস দেখলেও এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁরাও এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে রাজধানী কাবুলে বিজয় নিশান উড়িয়েছেন। তালিবান মুজাহিদিনরাও গেরিলা যুদ্ধের এই তিনটি প্রধান পর্যায় অতিক্রম করে এবং চূড়ান্ত আক্রমণের মাধ্যমে গত ১৫ আগস্ট ২০২১-এ রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

মালিতে চলমান এই যুদ্ধ প্রায় ১২ বছর ধরে চলছে এবং দেশটির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রায় ১৫ বছরের সাম্প্রতিক ইতিহাস রয়েছে।

ইনশাআল্লাহ, আমরা চেষ্টা করবো আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার মতো মালি যুদ্ধের ইতিহাস নিয়েও সিরাজ আকারে লিখা প্রকাশ করার, আপনাদের জন্য সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য একটি জিহাদী ময়দানের উত্থান-পতন ও বিজয়ের ইতিহাস তুলে ধরার।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

আশ-শাবাবের শহীদি হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত ৫ অফিসার সহ ৬১ সেনা হতাহত

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের তল্পিবাহক 'গরগর' ফোর্সের ১৮তম ব্যাটালিয়নে শহিদী হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৩ অফিসার সহ গরগর ফোর্সের ৪২ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৭ই আগষ্ট ভোরে সোমালিয়ার কালবির অঞ্চলে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও সোমালি বাহিনীর যৌথ সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি বীরত্বপূর্ণ শহিদী হামলা চালানো হয়েছে। হামলাটি ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী কর্তৃক প্রশিক্ষিত 'গরগর' ফোর্সের ১৮তম ব্যাটালিয়নকে টার্গেট করে চালানো হয়। যাতে প্রায় অর্ধশতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের উক্ত শহিদী হামলায় মার্কিন তল্পিবাহক 'গরগর' ফোর্সের ১৮তম ব্যাটালিয়নের কমান্ডার জেনারেল "টেকার সিবাগলি" এবং কালব শহরের সামরিক কমান্ডার সহ আরও ৩ অফিসার নিহত হয়েছে। এই হামলায় হাতাহত হয়েছে 'গরগর' ফোর্সের আরও ৪২ এরও বেশি সেনা সদস্য।

এদিকে গত ২ আগষ্ট সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে একটি তীব্র লড়াই সংঘটিত হয় হারাকাতুশ শাবাব ও সোমালি গাদ্দার সেনাদের মধ্যে। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের মাতবান এবং মাহাস শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে সোমালি বাহিনী। এসময় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গাদ্দার বাহিনীকে টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। ফলে মোগাদিশু কেন্দ্রীক সোমালি গাদ্দার বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে ততক্ষণে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র হামলায় ১৯ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়।

সার্বিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন হামলার ফলাফল বিবেচনায় ইসলামি বিশ্লেষকগণ বলছেন, সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে খুব শীঘ্রই একটি শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে হারাকাতুশ-শাবাব। এর ঘোষণা কেবল কৌশলগত কারণেই স্থগিত রাখা হয়েছে বলে মনে করেন তাঁরা। নতুবা গাদ্দার-ক্রুসেডার জোট বর্তমানে আশ-শাবাবকে ঠেকিয়ে রাখার মতো অবস্থানে নেই বলে মত তাদের।

পশ্চিমবঙ্গে এক সপ্তাহের ব্যবধানে জেলখানায় ৪ মুসলিম খুন

হিন্দুত্ববাদী ভারতে কারাগারগুলোও মুসলিমদের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন মিথ্যে অভিযোগ তুলে মুসলিমদের জেলে নিয়ে যাচ্ছে, পরে সেখানে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে মুসলিমদের খুন করছে। ভারতজুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ বেড়ে যাওয়ায় জেলগুলোতে মুসলিমদের খুন করার সংখ্যা চোখে পরার মত।

মাত্র গত ১০ দিনে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে - আব্দুল রাজ্জাক, জিয়াউল লস্কর, আকবর খান এবং সাইদুল মুন্সি নামে চারজন মুসলিম ব্যক্তি খুন হয়েছেন হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হাতে।

গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এই চারজনকে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুত্ববাদী পুলিশ পৃথক মিথ্যে মামলায় তুলে নিয়েছিল। চারজন নিহত ব্যক্তির পরিবারই তাদের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশী নির্যাতনকে দায়ী করেছেন। তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে তাদের নির্মমভাবে নির্যাতন করে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী।

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন নিজেদের দোষ লুকাতে এখন পর্যন্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্টও দিচ্ছে না। পুলিশ এই চারজনের মৃত্যুকে "কাকতালীয়" ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চাইছে।

জনাব জিয়াউল লস্কর :

২৫ জুলাইয়ের ঘটনা। জিয়াউল লস্কর যিনি সুবাস পল্লীতে থাকতেন, এবং কাছাকাছি বারুইপুরে অটোরিকশা চালক হিসাবে কাজ করতেন। এদিন তিনি আর কাজ শেষে বাড়ি ফেরেননি। ৩৫ বছরের বয়সী লস্কর বাড়িতে না আসায় তার পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পরের দিন সকালে তাকে খুঁজতে বের হয়। পরে তারা জানতে পারেন যে, তাকে ডাকাতির ষড়যন্ত্র করার মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। লস্করের পরিবার জানায় যে, গ্রেপ্তারের দিন এবং পরের দিন বারুইপুর থানার ভিতরে তাকে গুরুতরভাবে মারধর ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। পরদিন তাকে আদালতে তোলা হয়, সেখান থেকে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জিয়াউল লস্করের বড় বোন সাবেরা বিবি বলেন, "মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে সে আমার ফুফুর সঙ্গে দেখা করেছিল। দেখা করার সময় কাঁদছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। তার শরীরে ক্ষত ও আঘাতের চিহ্ন ছিল।"

জিয়াউলের পরিবার বলেছেন, পুলিশ তাকে ১ আগস্ট খুন করেছে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ২ আগস্টে তাকে মৃত ঘোষণা করে। আদালতে সাবেরা বিবির প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট তনয় ভট্টাচার্য জানান, লস্করের সাথে গ্রেপ্তার হওয়া অন্য দুই ব্যক্তি - সুরজিৎ হালদার এবং রবিউল হালদার - বলেছে, যে লস্কর অধিক নির্যাতনের কারণে মারা গেছে।

জনাব আব্দুর রাজ্জাক :

৩৪ বছর বয়সী জনাব আব্দুর রাজ্জাক দুই মেয়ের বাবা। একটি পোল্ট্রি ব্যবসা চালাতেন যার জন্য তিনি প্রায়ই বিহারে যেতেন। আব্দুর রাজজাকের স্ত্রী সুহানা বিবি জানান, "২৪ জুলাই সিভিল ড্রেস পরা চারজন লোক আমার বাড়িতে এসে আব্দুর রাজজাকের খোঁজ নেয়। পরদিন তাকে আটক করে কারাগারে পাঠায়। আমি ২৭ জুলাই তার সাথে দেখা করেছি এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ২৯শে জুলাই দুপুর ১টার দিকে একজন পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের জানায় যে আব্দুর রাজজাকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে।"

পরে আব্দুর রাজ্জাকের চাচা সিরাজুল রাজ্জাক বলেন, "হাসপাতালে পৌছালে দেখি রাজ্জাক মারা গেছে। আমরা এর বিচার চাই। আমি এই আইনের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমরা এই খুনের মামলা লড়তে চাই না। এখন কি হবে এই মেয়েদের ও তাদের মায়ের? কে তাদের দেখভাল করবে।"

জনাব আকবর খান

অ্যাডভোকেট আসফাক আহমেদের, যিনি জনাব আকবর খানের উকিল, তিনি জানান- একটি সন্দেহভাজন ডাকাতি মামলার আসামি আকবর খান বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ২ আগস্ট মারা যান। ঐ আইনজীবী বলেছেন যে, আকবর খানের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল এবং পরিবারকে এখনও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না।

জনাব সাইদুল মুন্সী

তার পরিবার জানায়, ৩৩ বছর বয়সী সাইদুল মুন্সিকে ২৫ জুলাই মহেশতলা পুলিশ তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, গ্রেপ্তারের দিনই তাকে প্রচুর লাঞ্ছিত করা হয়। একদিন পর তাকে বারুইপুর জেলে পাঠানো হয়।

সাইদুলের বড় বোন সালমা বলেন, পুলিশী নির্যাতনে গুরুতর আহত হয়ে পরায় "১ আগস্ট তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারকে জানানো হয়নি। আমরা শুধুমাত্র ২ আগস্ট এই বিষয়ে জানতে পেরেছি। পুলিশ যখন একটি নথিতে স্বাক্ষর নিতে আসে, তখন বাড়িতে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ছিল না। নথিতে কী বলা হয়েছে তা আমরা জানতে পরিনি। তবে পুলিশ আমার ছোট বোনকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। ৩ আগস্ট

তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ছাড়া কারাগারে কারা তাকে এমন অবস্থা কে করেছে আমরা জানি না, তবে তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় নির্যাতনেই মারা গেছেন। আঘাতের কারণে তার মুখ দেখেও চেনা যাচ্ছিল না।

‘মুসলমানদের প্রতি পৈশাচিক আচরণ’

চারজন সুস্থ মুসলিম ব্যক্তি বারুইপুর জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে একের পর এক মারা গেছেন। এ নিয়ে এখনো কোনো গণতান্ত্রিক দল বা মানবাধিকার সংগঠন এগিয়ে আসেনি, প্রতিবাদটুকু জানায়নি। অথচ, স্থানীয় মুসলিমরা তাদেরকে নিজেদের নেতা মনে করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কোন মুসলিমের বিপদাপদে পাশে দাঁড়ায়নি। মুসলিমদের বোঝা উচিৎ, ঐ কথিত সেক্যুলাররা বা 'পসাম্প্রদায়িকতা'র মুখোশ পড়া হিন্দুরা ভোট পাওয়ার জন্য মুখে যত কথাই বলুক, তারা কখনোই মুসলিমদের কোন উপকারে আসবে না। এই বাস্তবতা মেনে ইসলামি বিশ্লেষকগণ মুসলিমদেরকে প্রকৃত বন্ধু আর সুবিধাভোগী কে - তা চিনে রাখতে বলেছেন। পাশাপাশি অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ মকাবেলায় প্রস্তুত থাকার আহব্বানও জানিয়েছেন।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ

তথ্যসূত্র:

----

1. Deaths of Four Muslim Men in One Week in the Same Jail Is ‘a Coincidence’, Claim WB Police - https://tinyurl.com/mr9sakyj

2. https://tinyurl.com/mryzsj4a

কেনিয়া | আশ-শাবাবের পৃথক অভিযানে গোয়েন্দা সহ ১৮ ক্রুসেডার নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে দেশটির অসংখ্য ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ৭দিনে দেশটিতে ১৭টি পৃথক অপারেশন পরিচালনা করছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

সর্বশেষ গতকাল ৮ আগষ্ট দুপুরে দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানটি রাজ্যটির ইলি জেলায় কেনিয়ার বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। সরকারি সূত্র মতে, আশ-শাবাবের উক্ত হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর ৬ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এই অভিযানের একদিন আগে কালবায়ু শহরে কেনিয়ান সেনাদের অন্য একটি ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে অন্তত ৮ ক্রুসেডার সেনা হতাহত হয়।

এর আগে গত ২ আগষ্ট কেনিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যার প্রথমটি চালানো হয় মান্দিরা রাজ্যের আইল-রামু এলাকায়। যেখানে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৫ সেনা নিহত এবং আরও ৩ সেনা গুরুতর আহত হয়।

একই তারিখে 'ইলওয়াক' শহরের উপকণ্ঠে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা কেনিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার বেশ কিছু সদস্যের উপস্থিতির তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালান। ফলে উক্ত অভিযানে কেনিয়ান দুই গোয়েন্দা সদস্য মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সোমালিয়ার পর ইথিওপিয়া ও কেনিয়ায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি ও অভিযান পরিচালনা পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে আশ-শাবাবের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলের মুসলিমরা যে পশ্চিমা-জোট ও তাদের ব্যর্থ গনতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের ছায়াতলে নিরাপত্তাবোধ করছে, সেটাও এখন প্রমাণিত সত্য বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

গোয়েন্দা পুলিশের পোশাক পরিবর্তন নাটক : বিশেষজ্ঞদের মতামত

বাংলাদেশ পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এখন ওপেন সিক্রেট। রক্ষক নামের এই ভক্ষক বাহিনী এমন কোন অপরাধ নেই যা করেনি। গুম, খুন, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ এবং পাচারসহ সকল অপরাধের সাথে জড়িত এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী। কখনো নিজেরা বা কখনো ভাড়াটে লোক দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে হাতিয়ে নিয়েছে মোটা অংকের টাকা।

সম্প্রতি নিজেদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম আড়াল করতে নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে সংস্থাটি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) পরিচয় দিয়ে অপরাধ ঠেকাতে নতুন পোশাক চালু করেছে দাবি সংস্থাটির।

গত ১ আগস্ট ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন পোশাক ব্যবহারের বিষয়টি জানায় ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। এই হারুন অর রশিদ নিজেই অর্থপাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত; পুলিশ বিভাগের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার হিসেবেও তার দুর্নাম রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের আগে মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে ডিবি পরিচয়ে ডাকাতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছয় ডাকাতকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয়।

ছাই রংয়ের নতুন এই পোশাকে রয়েছে কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোড যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করলেই আসামি ধরতে যাওয়া পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় জানা যাবে। পুরানো পোশাকের রং কিছুটা পিত রংয়ের এবং পেছনে ডিবি লেখা ছিল।

‘পোশাক বদলে কাজ হবে না’

তবে মানবাধিকার কর্মী এবং সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অপরাধ ঠেকাতে পোশাক পরিবর্তন কোনো কাজে আসবে না।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান সোমবার গণমাধ্যমকে বলেন, 'ভুয়া ডিবি পরিচয়ে অপরাধ বন্ধ করতে ডিবি পোশাক পরিবর্তনের যে কথা জানিয়েছে, সেটি আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। তারা যাকে খুশি তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, আটক রেখেছে, হত্যা করেছে, নির্যাতন করেছে—এগুলো আমরা দেখেছি।'

তিনি বলেন, 'তারা আটকের সময় কাউকে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। এভাবে তারা সারাদেশে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সে কারণে অপরাধী ডিবি ব্র্যান্ড ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করেছে।'

নূর খান আরও বলেন, "ভুয়া ডিবি সদস্যদের কথা বলে ডিবি তাদের অতীত এবং বর্তমান কৃত অপকর্মের দায় তাদের ওপর চাপাতে চাইছে। তারা বলতে চাচ্ছে, 'আমরা কোনো অপরাধ করিনি'।... এগুলো না করে উচিত, তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যারা ডিবির নাম ব্যবহার করে অপকর্ম করেছে তাদের সংস্থাটি থেকে বের করে দেওয়া হোক।"

নূর খান বলেন, 'ডিবি বলছে, নতুন পোশাকে কিউআর কোড থাকবে এবং মানুষ অ্যাপের মাধ্যমে আসামি ধরতে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় জানতে পারবেন। এটি একটি অবাস্তব ধারণা। ডিবির সদস্যরা যখন কাউকে ধরতে যায়, তারা কাউকে তোয়াক্কা না করে, জোর করে মানুষকে ধরে নিয়ে আসে। ওই অবস্থায় কারো পক্ষে কি অ্যাপের মাধ্যমে কিউআর কোড ব্যবহার করা সম্ভব?'

তিনি বলেন, 'র‍্যাবের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারির পর এখন পুলিশ তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চাপা দিতে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। এটি সেই অপকৌশলের একটি অংশ বলে আমি মনে করি।'

‘সমস্যা পোশাকে নয়, মানসিকতায়’

ভুয়া ডিবির অপরাধ ঠেকাতে পোশাক পরিবর্তনের ধারণাকে 'স্থূল বুদ্ধির পরিচয়' হিসাবে আখ্যায়িত করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান। তিনি জানন, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অন্য কেউ অপরাধ করার কারণে সবাই যদি পোশাক পরিবর্তন করা শুরু করে তাহলে তো মুশকিল।'

তিনি বলেন, 'সমস্যা পোশাকে নয়। সত্য কথা বলতে কি, ডিবির ভেতরে সমস্যা না থাকলে এত সংখ্যক ভুয়া ডিবি সদস্য দেখা যেত না। ডিবির সদস্যদের সমস্যার কারণেই ভুয়া ডিবি এসেছে।'

তিনি বলেন, 'ডিবি সদস্যরা হরহামেশা যে কোনো মানুষকে তুলে নিয়ে যায়। ধরার পর স্বীকার করে না। এগুলো তো আমরা দেখছি। এগুলো বন্ধ করতে হবে।... সুতরাং, নিজেদের দুর্বলতা না কাটিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে কিছু হবে না। এই পোশাক পরিবর্তনের কারণে পোশাক সরবরাহকারী ঠিকাদার এবং তাদের কাছের কিছু লোকজন আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এর বাইরে আর কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

অপরাধীরা সব সময় নিজেদের নিষ্পাপ দেখানোর চেষ্টা করে এটাই বাস্তবতা। কথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডেই দূর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থার নজির নেই। মূল সমস্যা এই পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার। ইসলামি শরিয়াহ ব্যাতিত যতদিন যত তন্ত্রমন্ত্র থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন পৃথিবীবাসী শান্তির মুখ দেখবে না। দীর্ঘদিন ধরে এ কথা বলে আসছেন ইসলামি বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিবেদক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:
১। গোয়েন্দা পুলিশের নতুন ইউনিফর্ম, লক্ষ্য ডিবি পরিচয়ে অপরাধ ঠেকানো- https://tinyurl.com/3mvvrxdy

---

বেনিনে আল-কায়েদার কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) সম্প্রতি একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বেনিনে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করেছে।

গত দেড় বছর ধরেই বেনিনের উত্তরাঞ্চলে সামরিক অভিযান চালিয়ে আসছে আল-কায়েদা। যার কয়েকটির দায়ও স্বীকার করেছে প্রতিরোধ বাহিনীটি। তবে সেখানে দলটির সদস্যদের সরাসরি উপস্থিতি আছে কিনা তা ছিলো অজানা। মনে করা হতো, প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রতিবেশি দেশের সীমান্ত হয়ে দেশটিতে হামলা চালাচ্ছেন। তবে নতুন করে এই ঘোষণার মাধ্যমে 'জেএনআইএম' দেশে আনুষ্ঠানিক উপস্থিতির জানান দিয়েছে।

আয-যাল্লাকা মিডিয়াসূত্র কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জেএনআইএম বেনিনে তাঁর উপস্থিতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। যেখানে একজন প্রতিরোধ যোদ্ধাকে দেখা যায় 'বারিবি' (স্থানীয়) ভাষায় জনসাধারণকে সম্বোধন করে বক্তব্য দিচ্ছেন। গত রবিবার স্থানীয় ভাষায় প্রচারিত ভিডিওটিতে জনগণকে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শরিক হওয়ার জন্য প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'এ যোগ দিতে বলা হয়।

ভিডিওতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে রাশিয়া-নির্মিত AK-103 এবং সার্বিয়া-নির্মিত Zastava M05E1 দেখা গেছে। এগুলো 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর কাছ গনিমত হিসাবে পেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে আরও জানা গেছে যে, দেশটির উত্তরের কয়েকটি প্রো-জিহাদি দল ইতিমধ্যে জেএনআইএম নেতা শাইখ ইয়াদ আল-গালি (হাফি.) এর কাছে আনুগত্যের বাইয়াত করেছে।

যাইহোক, সাম্প্রতিক এই ঘোষণাটি এমন একটি সময়ের এসেছে, যখন আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা শাখা সহযোগী জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সমগ্র আফ্রিকাজুড়ে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করছে।

এই প্রেক্ষাপটে 'জেএনআইএম' মালি থেকে দক্ষিণে তাদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র বাড়িয়েছে। এবং পশ্চিম আফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে উপকূলরেখা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কৌশল অনুসরণ করেছে।

সেই সূত্র ধরেই 'জেএনআইএম' মালি এবং বুরকিনা ফাঁসোর পর আইভরি কোস্ট, গিনি, সেনেগাল, ঘানা, টোগো এবং বেনিনের মতো দেশের সীমানার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করছে।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || আগস্ট ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী
https://alfirdaws.org/2022/08/09/58442/

০৮ই আগস্ট, ২০২২

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই টিটিপি'র শীর্ষস্থানীয় ৩ কমান্ডারকে শহীদ করল গাদ্দার পাকিস্তান

বিগত কয়েকমাস ধরেই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে চলছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি এবং ইসলামাবাদ প্রশাসনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনা। আর এই আলোচনা টিমেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা সহ টিটিপি'র শীর্ষস্থানীয় ৩ জন উমারাকে শহীদ করেছে গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনী।

বিবরণ অনুযায়ী, গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনীর এই হামলায় টিটিপি'র প্রথম সারির সিনিয়র এক কমান্ডারও শহীদ হয়েছেন। যাকে ধরতে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সূত্র মতে, পূর্ব আফগানিস্তানে এই হামলাটি চালানো হয়েছে। এতে পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অন্যতম কমান্ডার শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানি শহীদ হয়েছেন। যাকে টিটিপির দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রাতে পূর্ব আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের বিরমিল জেলায় বোমা হামলার মাধ্যমে টিটিপি'র শীর্ষ নেতাদের গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করে পাকিস্তান। শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানির গাড়ি লক্ষ্য করে পরিচালিত বোমা হামলায় তিনি ছাড়াও টিটিপি'র আরও ২জন কমান্ডার শহীদ হন।

আঞ্চলিক সূত্র জানায় যে, খোরাসানি ছাড়াও টিটিপি কমান্ডার হাফিজ দৌলত এবং মুফতি হাসানও হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি (হাফিজাহুল্লাহ্) নিশ্চিত করেছে যে, বোমা হামলায় শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানি শহীদ হয়েছেন। অপরদিকে পাকিস্তানি মিডিয়া দেশটির সামরিক সূত্রের বরাতে জানায় যে, এই হামলাটি আমেরিকার গোলাম মুরতাদ পাকি গোয়েন্দাদের সঙ্গে যুক্ত গাদ্দার বাহিনী চালিয়েছে।

শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানিকে (রহি.) পাকিস্তানের পাশাপাশি ক্রুসেডার সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। তাঁর মাথার মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল ৩ মিলিয়ন ডলার।

শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানি (রহি.) টিটিপি'র শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে টিটিপি এবং গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসনের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। যেখানে তিনি টিটিপি'র প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

শাইখ খোরাসানির এই শাহাদাত স্পষ্টই চলমান যুদ্ধবিরতি আলোচনার সরাসরি লঙ্ঘন। যার মাধ্যমে গাদ্দার পাকিস্তান আবারো প্রমাণ করলো যে, তারা কখনোই শান্তি চায় না। তারা আলোচনা চলাকালীন এই হামলার মাধ্যমে তাদের অতীত চেহারা আবারো স্পষ্ট করে দিয়েছে, যখন তারা ইতিপূর্বেও আলোচনা থেকে ফেরার পথে টিটিপির একজন আমীরকে শহিদ করেছিলো। মনে করা হচ্ছে, পাকিস্তানের এই গাদ্দারির ফলে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি শেষ করবে এবং আবারো লড়াইয়ের ময়দানেই গাদ্দার পাকি সেনাদের উচিৎ শিক্ষা দিবেন।

শাইখ ওমর খালেদ খোরাসানি (রহ.) টিটিপি'র প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে একজন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জামা'আতুল আহরার'এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পরে তাঁর দল বিগত সময়ে টিটিপিতে পুনরায় যোগদান করেছিল।

ভারতে এবার হাস্যকর 'বন্যা জিহাদের' অভিযোগে ৫ মুসলিম গ্রেপ্তার

হিন্দুত্ববাদী ভারতের আসামে এবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে হাস্যকর নতুন অভিযোগ- "ফ্লাড জিহাদ" (বন্যা জিহাদ)। হিন্দুত্ববাদীদের মতে আসামের শিলচরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ব্যাপক বন্যা সৃষ্টি করেছে মুসলিমরা।

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও জিঘাংসা এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন উগ্র গো-পূজারীদেরকে এতটাই অন্ধ করে দিয়েছে যে, তারা এখন তাদের এই হিংসাকে জায়েজ প্রমাণ করতে লাজলজ্জা ভুলে এমন হাস্যকর দাবিও সামনে নিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে এই উদ্ভট অভিযোগ এনে আবার পাঁচজন মুসলিমকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

সেই মুসলিমদের প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় ৩ জুলাই। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাঁদের ১৫ দিনের জন্য কারাগারে রাখার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারকৃত মুসলিমদের সকলেই শিলচরের একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দা।

আসাম এবার মে এবং জুন এই দুই মাস বন্যার কবলে পড়ে। কারণ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ভারী বৃষ্টিপাত।

আসামে এমন বন্যা প্রায় প্রতিবছর হলেও এবারের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকম। কারণ এবার হিন্দুত্ববাদীরা এই বন্যাটিকে ব্যবহার করছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। এবার সাধারণ হিন্দুদের মাঝে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দেবার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা "ফ্লাড জিহাদ" নামের এক নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে।

অথচ আসামে বন্যা হবার জন্য দায়ী হিন্দুরাই। আসামে বেড়িবাঁধ রয়েছে প্রায় চার কিলোমিটারেরও বেশি। এর মধ্যে অনেকগুলোই হয়ে গেছে পুরাতন। এছাড়া বেড়িবাঁধগুলিতে প্রচুর ফাটলও দেখা দিয়েছে সঠিকভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। এমনও উদাহরণ আছে যে, এলাকায় বন্যা না হবার জন্য হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেড়িবাঁধগুলি ভেঙে দিয়েছে।

মুসলিম এক্টিভিস্টরা বলছেন, ভারত এখন একটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্রের নাম। এখানে ধর্মান্ধ ও উগ্র হিন্দুরা যেকোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। ভারতে এখন ঠুনকো অভিযোগ এনে মুসলিমদের গ্রেপ্তার, গণপিটুনি, খুন করা খুব সাধারণ ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁরা আরও বলছেন, মুসলিমদের এখন উচিত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের পাল্টা জবাব দেবার।

তথ্যসূত্র :

----

1. Five Muslims arrested in Assam for waging 'flood jihad' - https://tinyurl.com/mr2v249h

---

ভারতের হরিয়ানায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হয়রানি ও নৃশংসতা

ভারত জুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা মামলায় মুসলিমরা পেরেশান। তাদের যখন যা ইচ্ছে মুসলিমদের সাথে তাই করছে।

তারই ধারাবাহিকতায়, গত ২৬ জুলাই ভোর রাতে, ১০টি পুলিশ জিপ এবং ৬টি পুলিশ বাস হরিয়ানার নুহ জেলার ১০টি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ঘেরাও করে। ৬০০ এরও বেশি পুলিশ ক্যাম্পে ঢুকে এবং প্রতিটি সেক্টরে যায়। ঘুমন্ত মুসলিমদের দরজায় গিয়ে বলতে থাকে "দরওয়াজা খোলো, ওয়ার্না দরওয়াজা তোড় দুঙ্গা (দরজা খোল নইলে ভেঙ্গে ফেলব)।"

চান্দেনী-১ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকা সফিকা জানিয়েছেন, প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে প্রায় ১০-১৫জন পুলিশ হয়রানি করেছে।

সফিকা এবং তার ভাই হাসান, যারা উভয়েই রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের উপর নৃশংসতার বিষয়ে সোচ্চার, তারা জানিয়েছে, নাঙ্গেলির ওয়ার্ড-০৭ ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে যায়। সেখানেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সহিংসতার ঘটনা ঘটায়।

সেখানে ৬০ বছর বয়সী নুরবাহার নামে এক বৃদ্ধা মহিলা বলেছে, পুলিশ তাকে, তার ছেলে, তার পুত্রবধূ এবং তার পুত্রবধূর বোনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। কারণ ১৭ বছর বয়সী সাবাকুন নাহার, ব্যাঙ্গালোরের শহরতলির একটি ক্যাম্পের বাসিন্দা এবং সে তীব্র যক্ষ্মা রোগী, চিকিৎসা পাওয়ার আশায় নাঙ্গেলিতে তার বোনের সাথে থাকতে এসেছিলেন। হিন্দুত্ববাদীরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের এলাকা ছেড়ে যেতে দেয় না। অন্য রাজ্যে যাওয়া তো দূরের কথা। তাই পুলিশ এই অসুস্থ মেয়েটিকে তাদের লাঠি দিয়ে মারধর করে। এবং সাবাকুনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অন্যান্য বাসিন্দাদেরও মারধর করে।

নুরবাহার বলেছেন "তারা আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যায় এবং লাঠি দিয়ে মারতে থাকে।" একথা বলে সে ক্ষোভ ও অসহায়ত্বের কারণে কাঁদতে থাকে।

নাঙ্গেলি ক্যাম্পের বাসিন্দা ইসলাম বলেন, "আমরা রোহিঙ্গাদের নিজেদের কোনো বাড়ি নেই। আমাদের পায়ের নীচের মাটি আমাদের জমি এবং মাথার উপরে আকাশ আমাদের ছাদ। আমরা অশিক্ষিত মানুষ। আমরা স্ক্র্যাপ সংগ্রহ, দৈনিক মজুরি নির্মাণ কাজ, এবং গৃহস্থালির মতো কিছু কাজ করি। এবং যখন আমরা ভাল বেতনের কাজ খুঁজতে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তখনই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন আমাদের বাধা দেয়।

জনাব ইসলাম বলেছেন, "আসার পরেই আমাদের একটি নথি পূরণ করতে হয়েছিল যাতে প্রশ্ন ছিল, 'আপনি কতক্ষণ থাকবেন? আপনি কখন ফিরবেন?' এবং আমরা ফর্মগুলিতে যা পূরণ করেছি, তার চেয়ে এক ঘন্টাও বেশি সময় কোন জায়গায় থাকতে পারিনি। আমরা এখন দেশ ছেড়েছি, কিন্তু সেই অন্ধকার আইন নিয়ম-কানুন আমাদের ছাড়েনি। মনে হচ্ছে আমরা এখনো মিয়ানমারেই আছি। আমাদের উপর অত্যাচার করা, হয়রানি করা এখন প্রতিদিনের রুটিন হয়ে গেছে।

নাঙ্গেলির ক্যাম্পের আরেক বাসিন্দা মোহাম্মদ বশির বলেছেন "সম্ভবত, এই হিন্দুত্ববাদীরা আমাদের বাঁচতে দিতে চায় না।"

নুরবাহারকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করা মহিলাদের দলটির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "এতগুলো পুলিশের সাথে কোন মহিলা পুলিশ আসেনি। পুলিশ সদস্যরা এই সমস্ত মহিলাদেরকে ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছিল। তারা এমনভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে যেন এটা একটা জঘন্য কোন অপরাধী ধরার অভিযান ছিল। এবং আমরা আমাদের ঘরে কোন সন্ত্রাসীদের লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারা আমাদের সাথে পাষণ্ডের মত আচরণ করে।"

রমজান আলি বলেন, "ভোর ৪.৩০ বাজলে পুলিশ যখন আসে তখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। কি ঘটছে তা বুঝতে আমার কয়েক মিনিট সময় লেগেছে। হঠাৎ তারা আমাকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে এবং আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।"

শুধু পুলিশের এই হয়রানি নয়, স্থানীয় হিন্দু গ্রামবাসীরাও মুসলিমদের বিরক্ত করেছে। বশির বলেন, "গ্রামবাসীরা আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। হঠাৎ করে, পুলিশ অসময়ে আমাদের বাড়িতে অভিযান শুরু করে। প্রতিনিয়ত গ্রামবাসী থানায় ফোন করে আমাদের হয়রানি করে। পুলিশ এসে আমাদের লাইন ধরিয়ে দাঁড় করায় এবং অপরাধীদের মতো আমাদের তুলে নেয়। এসবই স্থানীয়দের আমাদের প্রতি সন্দেহের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে।"

জনাব ইসলাম আরো ইসলাম বলেন, "পুলিশ আমাদের সাথে সন্ত্রাসীদের মতো আচরণ করে। আমরা প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাদের অনুমতি নিতে হয়। ভারত এত বড় দেশ। তারা কি আমাদের উদ্বাস্তুদের এখানে থাকতে দিতে পারে না? আমরা আমাদের জীবন বাঁচাতে এখানে এসেছি। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এক টুকরো জমি ভাড়া নিয়েও আমরা প্রতিদিন হিন্দুত্ববাদীদের লাঠিসোঁটার মুখোমুখি হই।"

হাসান এবং সফিকা রোহিঙ্গাদের অন্ধকার অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে বলেছেন যে, মায়ানমার থেকে আসার পর থেকে তাদের নিজেদের বলার মতো কোনো দেশ নেই, পরবর্তী বেলায় খাবারের কোনো গ্যারান্টি নেই, তাদের সন্তানদের জন্য কোনো স্কুল নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, বিদেশী ভূমিতে স্থানীয়দের এবং পুলিশের দয়ায় বসবাস করায় তাদের ভাগ্যে সিলমোহর হয়ে গেছে।

২০১২ সাল থেকে, যখন তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে নিরাপদে থাকবে এই আশায় দিল্লি থেকে মেওয়াতে চলে এসেছিল, তখন এই উদ্বাস্তুদের খানপুর গ্রাম থেকে রাওয়াসান, আর সালাহেরি থেকে সাম্প্রতিক অবস্থান পর্যন্ত বেশ কয়েকবার তাদের বাড়ি পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে। যা তারা দুই স্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতি মাসে ৬০,০০০ টাকা ভাড়া নিয়েছিলেন।

পুলিশ ভেরিফিকেশন ড্রাইভে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের নাম এবং অন্যান্য বিবরণ পুলিশের কাছে থাকা বায়োমেট্রিক বিবরণের তালিকার সাথে মেলানো হয়। ২৬ জুলাই পুলিশ মুসলিমদের ৩০টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।
“তারা [পুলিশ সদস্যরা] বলেছিল, 'আপনি বার্মা ওয়ালা (মিয়ানমারের মানুষ)। আপনি কিছু কিনতে পারবেন না, আপনার কোন ঠিকানা প্রমাণ নেই। বাহনটি কিভাবে পেলেন? আপনি লাইসেন্স কোথায় পেলেন?

চান্দেনী-৩ ক্যাম্পের মোহাম্মদ রফিক বলেছেন, "পুলিশ দুবার সব ঝোপড়িতে (ঝুপড়ি) ঢুকেছে, কিছু ঝোপড়ি তিনবার। তারা আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র বের করে নিয়েছিল এবং এমনকি বাক্সে রাখা কাপড়ের মধ্যেও চেক করেছিল। এমনকি তারা আমাদের ল্যাট্রিন এবং বাথরুমেও ঢুকে পড়ে।"

শরণার্থী মুসলিরা বলেছেন, "আমরা যে মুহুর্তে ভারতে এসেছি, আমাদের মনে ছিল যে, যখনই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব।" ভারতের অর্থের প্রতি আমাদের কোনো লোভ নেই। এর নাগরিকত্বের প্রতি আমাদের কোনো লোভ নেই। আমরা শুধু শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা আমাদের বাচ্চাদের শেখাতে চাই। আমাদের দেশে, আমাদের বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর, কারণ সরকার আমাদের পড়াশুনার কোনো সুযোগ দেয় না। তাই আমরা চাই আমাদের দিকে না তাকিয়ে আমাদের শিশুদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেক। যারা এখানে শিক্ষা লাভ করে। অন্যথায় আমরা ফিরে গেলে আমাদের মতো তাদের জীবনও নষ্ট হয়ে যাবে।"

ভারতে, রোহিঙ্গা মুসলিমরা নিরাপত্তা সংস্থার কঠোর নজরদারি, নির্বিচারে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ এবং সমন বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে। তারা জানান যে প্রধানত মুসলিম হওয়ায় তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য তাদের টার্গেট করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন, হিন্দুত্ববাদী শাসক ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এর সাথে যুক্ত হিন্দু উগ্র গোষ্ঠীগুলির দ্বারা ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জেনোফোবিয়া এবং ঘৃণামূলক প্রচারণার সাথে মিশেছে।

ভারতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার এবং তাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় তাদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার পরিবর্তে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তাদের লক্ষ্যবস্তু করছে এবং তাদের আরও দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

এক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী ভারত মানবাধিকার কিংবা কোন আইনের তোয়াক্কা করছে না। আইন লঙ্ঘনের কারণে জাতিসঙ্ঘ বা অন্য কোন সংস্থা ভারতকে চাপও দিচ্ছে না। কোন মিডিয়া এ নিয়ে হৈচৈ করছে না। কারণ এখানে ভিকটিম হচ্ছেন মুসলিমরা।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Verification Drive or Raid? Rohingya in Haryana Accuse Cops of Harassment and Brutality - https://tinyurl.com/337vkxa5 - https://tinyurl.com/4m8vb525

গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার তৃতীয় দিন: হতাহত ৫৮১

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মুহুর্মুহু বোমা হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে গতকাল তৃতীয় দিনের মতো নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে বর্বর ইহুদিরা। এতে এখন পর্যন্ত ১৫ শিশুসহ ৪১ জন শহীদ হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন শতাধিক শিশুসহ ৫৫০ জন।

বিবরণ অনুযায়ী, দখলদার ইসরাইলি সন্ত্রাসী বাহিনী গাজা উপত্যকায় তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে, যা তারা গত ৫ আগস্টে শুরু করেছিল। এরপর গত রাতে এই অঞ্চলে বিমান ও স্থলপথে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে। এখনো বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে, ফলে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে উদ্বেগ রয়েছে।

এদিকে সন্ত্রাসী ইসরাইল দাবি করেছে যে, তারা গাজায় স্বাধীনতাকামী হামাসের সিনিয়র নেতৃত্বকে হত্যা করেছে। বলা হয়েছে যে, এই হামলার মাধ্যমে গাজার উত্তরাঞ্চলীয় স্বাধীনতাকামী হামাসের আঞ্চলিক কমান্ডার তেসির আল-জাবারি, দক্ষিণাঞ্চলীয় আঞ্চলিক কমান্ডার খালেদ মানসুর এবং মিসাইল ইউনিট কমান্ডার রাফেত ইজ জিমিলিকে হত্যা করেছে তারা।

অপরদিকে স্বাধীনতাকামী হামাস ছাড়াও গাজা উপত্যকা থেকে জাইশুল-উম্মাহ্‌ সহ অন্যান্য সশস্ত্র দলগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে রকেট ও মর্টার হামলা চালাচ্ছে। এতে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দখলদার ইসরায়েলের ৪৬ ইহুদী হতাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে অবৈধ রাষ্ট্রটির স্বাস্থ্য বিভাগ।

তবে এই লড়াইয়ে ইরান সমর্থিত হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসসাম ব্রিগেড এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ নেয়নি। জবাবে ইসরাইলও কাসসামের নেতাদেরকে এবং অবস্থানগুলিতে আঘাত করেনি।

তথ্যসূত্র:

----

1. 15 children among 41 people killed in ongoing Israeli airstrikes on Gaza-- https://tinyurl.com/3uysd4n6

2. Some other othentic sources.

০৭ই আগস্ট, ২০২২

২ বছর পরেও সাংবাদিক সিদ্দিক কাপানের জামিন দেয়নি হিন্দুত্ববাদী এলাহাবাদ হাইকোর্ট

হিন্দুত্ববাদী ভারতে সাংবাদিকতার জন্য সত্যিই একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকরা তাদের কাজের জন্য হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে কোন সাংবাদিক মুসলিম হলে কঠোরতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

সাংবাদিকদের মধ্যে যারাই হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয় বা UAPA-এর মতো কঠোর আইনের অধীনে গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যাতে প্রমাণ সরবরাহ করার প্রয়োজন ছাড়াই একতরফাভাবে ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুসলিম সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান অক্টোবর ২০২০ থেকে কারাগারে রয়েছেন। হাতরাস গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রতিবেদন করার চেষ্টা করায় তাকে ভারতের রাষ্ট্রদ্রোহ আইন এবং কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA) এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

কোন অপরাধ না করেও প্রায় ২ বছর ধরে কারাগারে বন্দী আছেন। হিন্দুত্ববাদী এলাহাবাদ হাইকোর্ট 'হাতরাস ষড়যন্ত্র মামলা'-তে সাংবাদিক সিদ্দিক কাপানের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। গত ২ আগস্ট মঙ্গলবার রায় দেওয়ার পর বিচারপতি কৃষ্ণা পাহলের বেঞ্চ তার জামিন নামঞ্জুর করে। তিনি কারাগারে তীব্র অসুস্থতায়

ভুগছেন। হিন্দুত্ববাদীরা কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেনি তার। চিকিৎসার জন্য জামিন ও দিচ্ছে না। অথচ, মুসলিম ব্যতিত অন্যান্য বড় বড় অপরাধীদেরকেও জামিন দেওয়া হয়।

কাপ্পান একা নন, কাশ্মীরি সাংবাদিক আসিফ সুলতানও তিন বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন। কাপ্পান এবং সুলতান বানোয়াট অভিযোগে কোন বিচার ছাড়াই বন্দী রয়েছেন। তারা কেবল মুসলিম সাংবাদিক হওয়ার কারণেই জেলে রয়েছেন।

এরকম অসংখ্য কাপ্পান আর আসিফ ভারতের জেলগুলোতে বিনা বিচারে আটক রয়েছে বছরের পর বছর। অনেকের আবার হদিসও পাওয়া যায়নি। আর জেল হেফাজতে মৃত্যুও হয়েছে নাম না জানা বেশ কয়েকজন মুসলিম সাংবাদিকের।

তবে কিছু দালাল মিডিয়া সর্বদাই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের চাটুকারিতায় ব্যস্ত থাকে। মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দিতে এবং বিজেপির মুসলিম গণহত্যা ও অখণ্ড ভারত নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে এরা আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। নির্যাতিত এই মুসলিমদের কোন তথ্যই প্রকাশ করে না দালাল এই মিডিয়াগুলো।

তথ্যসূত্র:

----

1. Allahabad High Court Denies Bail To Siddique Kappan's In UAPA Case - https://tinyurl.com/532krh8x

---

বুরকিনা ফাঁসো | সামরিক কাফেলায় আল-কায়েদার হামলায় নিহত ১৮ শত্রুসেনা

বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চল ও নাইজার সীমান্তে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ১৮ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা গত বৃহস্পতিবার বুরকিনা ফাঁসোতে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। যার প্রথমটি নাইজার ও মালির সীমান্তবর্তী ওডালান প্রদেশের মার্কোয়ে এলাকায় চালানো হয়। যেখানে সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে সেনাবাহিনীর ৯ সদস্য এবং আধাসামরিক বাহিনীর আরও ৩ সদস্য নিহত হয়।

এর আগে গত বুধবার নাইজার সীমান্তবর্তী ইয়াঘা প্রদেশের দিয়ামানা এলাকায় একটি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে সেনবাহিনীর একটি টহল দলকে টার্গেট করে হামলাটি চালানো হয়। এতে সামরিক বাহিনীর ৬ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত হয়, এবং আরও কয়েকজন আহত হয়।

এটি লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি বুরকিনা ফাঁসোতে হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। ফলে মালির পর পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি পুরোপুরিভাবে ইসলাম ও কুফরের একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ইকোনমিক কমিউনিটি অফ ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস (ইকোওয়াস) এর একজন কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে, বুরকিনা ফাঁসোর মাত্র ৬০ শতাংশ অঞ্চল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশের ৪০% এরও বেশি অঞ্চল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। যেখানে একটি অঘোষিত শরয়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করেছে ইসলামপন্থী সশস্ত্র বাহিনী জেএনআইএম।

মালিতে মজবুত অবস্থানে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ২০১৫ সালে বুরকিনা ফাঁসোতে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তঃসীমান্ত হামলা চালানো শুরু করেন। এরপর থেকেই তাদের এই আক্রমণ তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হতে থাকে। সেই থেকে শুরু করে বর্তমানে দেশের বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)।

গাজায় সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের হামলা অব্যাহত, শিশুসহ নিহত ৩০ এর অধিক

গাজায় দ্বিতীয় দিনেও দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল (৬ আগস্ট) হামলায় ৬ শিশুসহ মোট ২৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছিল। আজ সকালে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধারের পর নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩২ জনে দাঁড়িয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'ইসরাইল বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে আবাসিক এলাকা ও শরনার্থী ক্যাম্পে আক্রমণ চালাচ্ছে। কেউ জানে না আগামীকাল কী ঘটবে।'

নিহতদের মধ্যে নারী-শিশুসহ বৃদ্ধও রয়েছে। উম্ম উয়ালিদ নামে এক বৃদ্ধা তার ছেলের বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তে ইসরাইলি হামলায় নিহত হন তিনি। আজ সকালে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ৮ জন নারী-শিশুদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ও নিহত শিশুদের ভিড়ে ভারি হচ্ছে ফিলিস্তিনের হাসপাতালগুলো।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ইসরাইলি হামলায় অন্তত ২০৩ জন আহত হয়েছে।

আক্রমণ শুরু করার আগেই ইসরাইল গাজায় জ্বালানি পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছিল। বর্তমানে গাজার একমাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র অচল করে দিয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সতর্কবার্তা দিয়েছে যে, এর ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই হাসপাতালগুলিতে মারাত্বক প্রভাব পড়বে।

অন্যদিকে নিরাপত্তা অজুহাত দেখিয়ে সীমান্ত ও নৌপথে মানুষের ও পণ্যের চলাচলে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে গাদ্দার মিশর ও ইসরাইল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিশর সবসময়ই ফিলিস্তিনকে পিছন থেকে চুরি চালিয়েছে।

দখলদার ইসরাইল আগ্রাসী হামলায় এতসংখ্যক ফিলিস্তিনি হতাহত হলেও এখন পর্যন্ত কথিত জাতিসংঘের কোন বিবৃতি পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আগ্রাসী এ হামলায় ফিলিস্তিনকে নয়, বরং সন্ত্রাসী ইসরাইলকেই সমর্থন করবে জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা।

দখলদার ইসরাইল যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, পশ্চিমারা ইসরাইলের পক্ষ নিবে এটাই বাস্তবতা। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় মুসলিম জাতিকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করছেন ইসলামি বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Top fighter, several children killed as Israel bombs Gaza

- https://tinyurl.com/2dbrj2m3

2. after hours of searching under the rubble, eight people, including a child and three women, were pulled out dead

- https://tinyurl.com/3twpjjvf

কাশ্মীরের কুলগামে হিন্দুত্ববাদীদের গুলিতে মুসলিম যুবক খুন

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় ৬ আগস্ট শুক্রবার হিন্দুত্ববাদী বাহিনী শুধু সন্দেহের বশে কিছু লোকের উপর এলোপাথারি গুলি চালায়। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের এমন ভুয়া এনকাউন্টারের বলি হয় সেখানে অবস্থানরত কর্মব্যস্ত মুসলিমরা। মঞ্জুর লোন নামে এক মুসলিম হিন্দুত্ববাদীদের গুলিতে খুন হয়েছেন সেখানে। মঞ্জুরকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তিনি গুলির গুরুতর আঘাতে মারা যান।

এছাড়াও আরো দুজন মুসলিম আব্দুল্লাহ লোন ও রেদওয়ানি বালা গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী মঞ্জুর লোন গত বছর বিয়ে করেছিলেন এবং তার দুই মাস বয়সী একটি ছেলে আছে। বাচ্ছাটি দুনিয়ার কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই হিন্দুত্ববাদীদের গুলিতে পিতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে। পিতার আদর ছাড়াই তাকে বড় হতে হবে। এগুলো নিয়ে কোন হলুদ মিডিয়া কিংবা বুদ্ধিজীবীরা কথা বলবে না। কারণ নিহত ব্যক্তিটি হচ্ছেন মুসলিম।

আর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরাও জানে মুসলিদের খুন করলেও তাদের কোন বিচার হবে না। ফলে যুগ যুগ ধরে তাদের অপকাণ্ডের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

গ্লোবাল রাইটস ওয়াচডগের মতে, হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের জোরপূর্বক দমনপীড়ন নীতি এবং কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অবিচার কাশ্মীরিদের অনিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলেছে। আসন্ন গণহত্যা প্রতিরোধে তাই কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছেন মুসলিমরা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Kashmir: Civilian killed in gunfight in Kulgam- https://tinyurl.com/mrpbxr92

2. Manzoor A Lone (32), who was married last year & is the father of a 2 month old boy was killed during an encounter in Kulgam's Redwani. - https://tinyurl.com/4h946cen

---

০৬ই আগস্ট, ২০২২

কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহারের তিন বছর : অব্যাহত রয়েছে দমন-পীড়ন

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, দখলদার ভারত সরকার কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন তথা বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার তিন বছর পর জম্মু ও কাশ্মীরে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ, শান্তিপূর্ণ গণসমাবেশ এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার হ্রাস পেয়েছে।

গ্লোবাল রাইটস ওয়াচডগের মতে, ভারত সরকারের জোরপূর্বক দমনপীড়ন নীতি এবং কথিত নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অবিচার কাশ্মীরিদের অনিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলেছে।

গত তিন বছর আগে ২০১৯-এ ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করে এবং রাজ্যটিকে দুটি ফেডারেল শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে। অসংখ্য মুসলিমকে গ্রেফতার, ইন্টারনেট পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং শান্তিপূর্ণ গণসমাবেশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পরবর্তীতে দখলদার সরকার ইন্টারনেট সুবিধা ফিরিয়ে দিলেও কথিত সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের উপর ক্র্যাকডাউন আরও তীব্র করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জানায়, 'ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে সাংবাদিক, মিডিয়া কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতাদের নির্বিচারে আটক করার নীতি গ্রহণ করেছে।'

২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতীয় পুলিশ একজন বিশিষ্ট কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজকে কথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের দোহাই দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে

জোরপূর্বক গুম-খুনের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করতেন। এবং কাশ্মীরে অচিহ্নিত কবরগুলির বিসয়ে তদন্ত করছিলেন। ফলস্বরূপ, দখলদার ভারত সরকার বারবার তাকে তার কাজের জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছে।

কাশ্মীরি সাংবাদিকরা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা কথিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে নিয়মিত হয়রানি ও গ্রেফতারের সম্মুখীন হচ্ছেন।

কথিত জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীরা পর্যন্ত পারভেজের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে যে, 'সরকার সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার কর্মীদের মৌলিক অধিকার জোরপূর্বক খর্ব করেছে।'

২০১৯ সালের আগস্ট থেকে কাশ্মীরে কমপক্ষে ৩৫ জন সাংবাদিক তাদের লেখালেখির জন্য পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ, অভিযান, হুমকি, শারীরিক আক্রমণ, চলাফেরা ও বিদেশে ভ্রমণের উপর বিধিনিষেধ এবং বানোয়াট ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হয়েছেন। ভারত সরকার বিশ্বের যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি ইন্টারনেট বন্ধ করেছে কাশ্মীরে।

সংস্থাটি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, 'ভারতীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং কাশ্মীরি জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী নীতিগুলি বন্ধ করা।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবাধিকার সংস্থার বিবৃতিতে কাশ্মীরের যেসব সমস্যা উঠে এসেছে এগুলো মূল সমস্যার ছিটেফোঁটা মাত্র। কাশ্মীরি নারীদের ধর্ষণ, লাখ লাখ কাশ্মীরি হত্যার বিষয়টি একদম এড়িয়ে গেছে সংস্থাটি। মূলত মুসলিমদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতেই মাঝেমধ্যে এইরকম দু'একটা বিবৃতি দিয়ে থাকে সংস্থাটি। এখন পর্যন্ত মুসলিমদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার কোন নজির নেই বলে জানিয়েছেন তারা।

প্রতিবেদক - ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

1. Repression persists in Kashmir three years after autonomy revoked: Global rights body- - https://tinyurl.com/yryeha4a

---

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || জুলাই, ২০২২ঈসায়ী ||
https://alfirdaws.org/2022/08/06/58404/

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও, বেড়েছে বাংলাদেশে

বাংলাদেশের এমপি মন্ত্রী ও গাদ্দার সরকার হঠকারিতামূলক বক্তব্যে জনগণকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। কথিত উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে দেশকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে। সব ধরণের পণ্যের আকাশ ছোঁয়া দামের পর এবার আবারও সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে দালাল সরকার।

গতকাল শুক্রবার রাত ১২টা থেকে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। পুনর্নির্ধারিত মূল্যে কেরোসিন ও ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৪ টাকা, অকটেন ৮৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা এবং পেট্রোল ৮৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন মূল্যে প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বেড়েছে ৩৪ টাকা, অকটেনের ৪৬ টাকা এবং পেট্রোলের ৪৪ টাকা হারে। ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে এটি কার্যকর হবে।

সর্বশেষ ২০২১ সালের ৪ নভেম্বর ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় এই দুই জ্বালানির দাম লিটার প্রতি ৬৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০ টাকা করা হয়। ৮ মাসের ব্যবধানে আবার বাড়ানো হলো তেলের দাম। তবে ওই সময় পেট্রোল আর অকটেনের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। এবার সব ধরনের জ্বালানি তেলেরই দাম বাড়ানো হলো।

অথচ, মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে এক ভিডিও ব্রিফিংয়ে বলেছে, যে আমাদের দেশে পেট্রোল আর অকটেন কিনতে হয় না, গ্যাস উত্তোলনের সময় বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায়, শুধু ডিজেল কিনতে হয়। তাহলে এখন দাম বাড়লো কেন?

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কমে যাওয়ার পরও বাংলাদেশে দাম বাড়িয়ে চলেছে দূর্নীতিবাজ আ'লীগ সরকার। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর মাধ্যমে দেশকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

এমনিতেই দেশে নিত্যপণ্যের দাম আকাশচুম্বি। মানুষের বাঁচার কোনো পথ নেই। চারদিকে শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশের মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় দ্রব্যমূল্য আরও বাড়বে। এতে সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসবে।

এই সরকারের বেপরোয়া লুটপাট দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় চরম অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। ব্যাংক খাতের অবস্থা খুবই খারাপ।

লুটপাটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রায় অচল হয়ে পড়ছে। দিনে দিনে ঋণের বোঝা ভারি হচ্ছে জাতির। অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকটা নিরুপায় হয়েই জনগণের উপর মূল্য বৃদ্ধিকে চাপিয়ে দিচ্ছে সরকার। এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ। মূলত সরকার তাদের দুর্নীতি ঢাকতেই সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে।

তবে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য বলছেন, দেশে এমন একটা পরিস্থিতি অনুমেয়ই ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কথিত গনতন্ত্রের পূজারীরা, বিশেষ করে গত ১৩ বছর ধরে পশ্চিমা এবং বিশেষ করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালালি করা সরকার দেশের অর্থনিতীকে যেভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে, তাতে দেশের মানুষের এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার। কালোবাজারি, বিদেশে অর্থপাচার, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি,

দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অপ্রয়োজনীয় মেগা প্রজেক্ট- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আজ একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে এই দালাল সরকার। তাই সামনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় এখনি নিজেদের ও জাতিকে রক্ষায় নববি মানহাজ অনুযায়ী কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

১. জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল, আরও চাপে পড়ল আমজনতা - https://tinyurl.com/2p955ss2

২. বিশ্ববাজারে দাম কমলেও, বাংলাদেশে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ দাম বাড়ল জ্বালানি তেলের- https://tinyurl.com/3r3s6et2

৩. ডিজেল-কেরোসিন ১১৪ টাকা : অকটেন ১৩৫ টাকা: পেট্রোল ১৩০ টাকা - https://tinyurl.com/56zccvum

---

গুজরাটে হিন্দুদের হামলার শিকার মুসলিম তরুণ, অভিযোগ আমলে নেয়নি পুলিশ

ভারতের গুজরাটের ইসানপুরে (আহমেদাবাদ) গতকাল ৫ আগস্ট এক মুসলিম যুবককে মারধর করেছে সন্ত্রাসী হিন্দুরা। এসময় তার মোবাইলও ছিনতাই করেছে তারা।

হিন্দুদের হামলার শিকার হওয়া ঐ মুসলিম যুবকের নাম জাভেদ। তিনি এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, ঘটনার দিন সকাল ১০:৩০ এর দিকে তিনি তার কাজে যাচ্ছিলেন। ঐসময় উগ্রবাদী হিন্দুদের একটি র‍্যালি হাসান মালিক মসজিদ এলাকা অতিক্রম করছিল। হিন্দুরা তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি জানান যে তার নাম জাভেদ। নাম শুনেই ঐ উগ্র হিন্দুরা তাকে মারতে শুরু করে।

জাভেদ আরও জানান, ঘটনার পর তিনি পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলেন। পুলিশের কাছে তিনি ঘটনা বর্ণনা করে একটি অভিযোগপত্র লেখার অনুরোধ জানান। তখন হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কেবল সাদা কাগজ হাতে নেয়, কিন্তু জাভেদের অভিযোগও তারা শুনেনি কিংবা কোনো পদক্ষেপও নেয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। সেখানে মুসলিম পরিচয়কেই হিন্দুরা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছে। যার কারণে কেবল ইসলামি নাম শুনেই মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে উগ্র হিন্দুরা। এটাকে ব্যাপক ভিত্তিক গণহত্যার শুরুর পর্ব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. Javed was on his way to work when Hindu extremists stopped him and enquired about

his name. When they found about his Muslim identity, he was ruthlessly beaten. - https://tinyurl.com/mw62422b

---

গাজায় দিনভর সন্ত্রাসী ইসরাইলের হামলা, শিশুসহ নিহত ১০ আহত ৫৫

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গতকাল (৫ আগস্ট) দিনভর ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইল। ফিলিস্তিনি মায়েদের করুণ আর্তনাদ ও রক্তে ভারী হয়ে উঠছে ফিলিস্তিনের ভূমি। হামলায় শিশুসহ অন্তত ১০ জন নিহত ও ৫৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতাহতের খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছে, হামলায় এক শিশুসহ আল কুদস ব্রিগেডের কমান্ডার তায়াসির আল-জাবারিও নিহত হয়েছেন। গাজা উপত্যকার কয়েটি এলাকা লক্ষ্য করে হামলাটি চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

গত সোমবার (১ আগস্ট) ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অভিযান চালিয়ে একজনকে হত্যা ও ফিলিস্তিনের এক সিনিয়র কর্মকর্তাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এ সময় তার স্ত্রীকে আহত করে ইসরাইলি বর্বর সেনারা। এর প্রেক্ষিতে কয়েকদিন ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল ফিলিস্তিনিরা। এর প্রতিবাদ চলাকালিন সময়েই বর্বর হামলা চালালো ইসরাইল।

বিবৃতিতে হামলার কথা স্বীকার করে সন্ত্রাসী ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আসন্ন হুমকি মোকাবেলায় 'ব্রেকিং ডন' নামক এ হামলা চালানো হলো। দখলদার প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদ হুমকি দিয়ে বলেছে, 'ইসরাইলের ক্ষতি করার জন্য কেউ উঠে দাঁড়ালে তার কাছে আমরা পৌঁছে যাব। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ইসরাইলের নাগরিকদের হুমকি দূর করতে ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের দমন করবে।'

আগ্রাসী ইসরাইলের মুখপাত্র রিচার্ড হেইস্ট ফিলিস্তিনিদের হুমকি দিয়ে সাংবাদিকদের বলেছে, আমরা এখনও যুদ্ধ শেষ করিনি।'

ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর আগ্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত কোন আরব রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া জানায়নি। কথিত জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরের ন্যায় এখনও মৌন সম্মতি দিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলকে। অসহায় মুসলিমদের তাই নিজেদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ আছে কি না - এমন প্রশ্ন রেখেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Ten killed in Israeli airstrikes on Gaza Strip, 55 others injured, says Health Ministry- - https://tinyurl.com/mpbu3fz3

০৫ই আগস্ট, ২০২২

আসামে বুলডোজার দিয়ে মাদ্রাসা ভেঙ্গে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

আসামের মইরাবাড়ি এলাকার জামিউল হুদা মাদ্রাসাটি গত ৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এ মাদ্রাসাটি মুফতি মোস্তফা পরিচালনা করতেন। সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন উনার নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে গ্রেফতার করেছে।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কোন ধরণের তদন্দ ও প্রমাণ ছাড়াই বলেছে, উনার নাকি বাংলাদেশভিত্তিক জিহাদী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ও আল কায়দার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যেই মুসলিমদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মুসলমানদের বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে। অন্যায়ভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেওয়াকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

হিন্দুত্ববাদী আসাম প্রশাসন অনেক আগে থেকেই আসামের সকল মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বিভিন্ন সময় উচ্ছেদ অভিযানের নামেও মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুড়িয়ে দিয়েছে এই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

১৪ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে এক সমাবেশে ভাষণে আসামের উগ্র মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বলেছে, "আমাদের একটি নতুন ভারত গড়তে হবে, যেখানে কোনও ওয়াইসি, আওরঙ্গজেব, বাবরের জন্য কোনও স্থান থাকবে না এবং যেখানে কেউ নিজামের ইতিহাস পড়বে না এবং যদি কেউ ইতিহাস পড়ে তবে সে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ইতিহাস পড়বে।" মুসলিমদের ইতিহাস মুছে নতুন ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়ে সে মূলত মুসলিম গণহত্যার আগুনে ঘি ঢালছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া সে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ এবং ভারত-দখলকৃত কাশ্মীরের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা বাতিলেরও প্রশংসা করেছে।

হিন্দুত্ববাদীরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখছে যেখানে কোন মুসলিম থাকবে না। মুসলিমদের অবদান মুছে ফেলতে ইসলামিক নাম পরিবর্তন করে হিন্দুয়ানী নামকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষা সিলেবাসে মুসলিম ব্যক্তিদের লুটেরা, সন্ত্রাস হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ভারত হবে তাদের কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্র, যার কথা তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে। আর এই লক্ষেই তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করার মিশন বাস্তবায়ন করছে।

তবে হিন্দুত্ববাদীরা যাই বলুক বা করুক, বিজয়ের শেষ হাসি মুসলিমরাই হাসবেন বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। কিন্তু এর জন্যে নববী মানহাজের অনুসরণ করে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় প্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই বলে মনে করেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bulldozer demolishes madrassa in Assam, govt says owner a “terror accused”

- https://tinyurl.com/2p8nf9hd

2. Names of Nizam and Owaisi will be eliminated: Assam CM Himanta Biswa’s hate speech in Telangana – https://tinyurl.com/2xh7ncnu

– https://tinyurl.com/yysp7erh

হায়দ্রাবাদে এবার মসজিদ গুড়িয়ে দিল হিন্দুত্ববাদীরা

ভারতের হায়দ্রাবাদের শামশাবাদ এলাকায় মুসলিমদের একটি মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে পৌর কর্মকর্তারা। কাজটি করার জন্য সেই পৌর কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে খোদ পুলিশ প্রশাসন।

'মাজিলিস বাঁচাও তেহরিক' (এমবিটি) নেতা আমজেদুল্লাহ খান বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বুলডোজার দিয়ে মসজিদটি গুঁড়ানো হয় বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় পৌর কর্মকর্তারা রাত ৩টায় মসজিদ-ই-খাজা গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদটি শামশাবাদের গ্রিন অ্যাভিনিউ কলোনিতে অবস্থিত ছিল।

তিনি আরও জানান, "শামশাবাদের মসজিদটি তিন বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হতো। এই এলাকায় বসবাসকারী বেশিরভাগ লোক মুসলিম।"

আমজাদুল্লাহ খান বলেন, বিশাল সিং নামে ওই এলাকার স্থানীয় এক বাসিন্দা মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এর বৈধতা নিয়ে আদালতে এখনও মামলা চলছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন যে, এই বিশাল সিংয়ের বিরুদ্ধেই সেখানকার স্থানীয় লোকেরা তার বাড়িটি অবৈধভাবে নির্মিত হবার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে।

আমজেদুল্লাহ খান বলেন, ক্ষমতাসীন টিআরএস সরকার "উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।" তিনি অভিযোগ করেন, "তেলঙ্গানায় টিআরএস দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখানের বেশ কয়েকটি মসজিদ ও কবরস্থান ধ্বংস করা হয়েছে।"

মুসলিম এক্টিভিস্টরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার খুব স্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের আড়ালে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার কাজ অব্যাহত রেখেছে। প্রথমে তারা মুসলিমদের খোলা জায়গায় নামাজ আদায় করা বন্ধ করেছে, এখন তারা মুসলিমদের মসজিদও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন কোর্টে তারা এই রায় দিবে যে "মুসলিমদের জন্য মসজিদে নামাজ আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়। এবং এমন রায় হলে মনে হয় না আমাদের তখন খুব একটা অবাক হবার কিছু থাকবে। কারণ ইতোপূর্বেই আমরা এমনটাই দেখে এসেছি।

তারা আরও বলছেন, মুসলিম উলামাদের উচিত সবার আগে নিজেদের মাঝের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যমত হওয়া। এবং মুসলিম যুবকদেরকে তাদের মূল শত্রুদের চিনিয়ে দেওয়া, তাঁদেরকে সঠিক পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Hyderabad: Masjid-e-Khaja bulldozed late at night in Shamshabad - https://tinyurl.com/58fhxzp5

০৪ঠা আগস্ট, ২০২২

বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে পেট্রোলিয়াম নিবে হিন্দুত্ববাদী ভারত

হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্তে স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্থান থেকে মুক্ত হয়েও আবার হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। এদেশীয় হিন্দুত্ববাদের দালালরা ভারতকে শুধু সযযোগ সুবিধা দিয়েই যাচ্ছে। বিনিময়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রতারণাপূর্ণ বন্ধুত্ব আর ধোঁকাবাজির গালগল্প ছাড়া কিছুই পায়নি।

তারই ধারাবাহিকতায় এবার ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য ত্রিপুরা, দক্ষিণ আসাম ও মিজোরামে পেট্রোলিয়াম নিতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করবে হিন্দুত্ববাদী ভারত। পেট্রোলিয়ামের এসব পণ্য ট্যাংকারে করে পাড়ি দেবে বাংলাদেশের ১৪০ কিলোমিটার পথ।

বুধবার (৩ আগস্ট) বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতীয় পেট্রোলিয়াম বা এলপিজি পণ্য বহনকারী যানবাহন চলাচলের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) এবং বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে মোটর স্পিরিট, হাই-স্পিড ডিজেল, সুপিরিয়র কেরোসিন তেল এবং তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসসহ পেট্রোলিয়াম পণ্যের চলাচলের সুবিধা পাবে।

চুক্তি অনুযায়ী, পণ্য পরিবহনে মেঘালয়ের ডাউকি থেকে বাংলাদেশের তামাবিলে এসে সিলেট হয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ, এরপর রাজনগর, সেখান থেকে মৌলভীবাজার অথবা ব্রাহ্মণবাজার থেকে শমশেরনগর হয়ে চাতলাপুর দিয়ে ভারতের ত্রিপুরার কৈলাশর যাবে ট্যাংকারগুলো। পেট্রোলিয়াম অথবা এলপিজি ট্যাংকারগুলো যথাক্রমে ডাউকি থেকে তামাবিল এবং চাতলাপুর থেকে কৈলাশর দিয়ে সিল করা অবস্থায় প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে। ট্যাংকারগুলো বাংলাদেশে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে। এর আগে ২০১৬ সালে একই ধরনের একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সময় ও খরচ অনেক কম হয়। পক্ষান্তরে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহার করলে খরচ ও সময় বেশি লাগার পাশাপাশি সড়ক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনার প্রবণতা অনেক বেশি।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, ভারত বাংলাদেশকে ব্যবহার করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশকে উপকার করার পরিবর্তে শোষন করছে। তাই চিন্তাবীদরা কারা প্রকৃত বন্ধু এবং কারা শত্রু তা চিনে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

১. পেট্রোলিয়াম নিতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করবে ভারত

- https://tinyurl.com/352dr4vh

হিন্দুত্ববাদী গোক্ষকদের হাতে ১ মুসলিম খুন, আহতদের গ্রেফতারের হুমকি

হিন্দুত্ববাদী ভারতে কোন ধরণের তদন্ত ছাড়াই শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুসলিম গরু ব্যবসায়ীদের উপর হামলা চালিয়েছে কথিত গো-রক্ষক নামধারী সন্ত্রাসীরা।

গত ২ আগস্ট মঙ্গলবার মধ্যরাতে মধ্যপ্রদেশের নর্মদাপুরম জেলার ব্রাখাদ গ্রামের কাছে উগ্র গোরক্ষকরা শুধু গরু পাচারের সন্দেহে একজন ৫০বছর বয়সী মুসলিম ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন করে।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বাসিন্দা নাজির আহমেদ নর্মদাপুরম জেলার নন্দেরওয়াদা নামক নিকটবর্তী গ্রাম থেকে শেখ লালা (৩৮) এবং সাইদ মুশতাক (৪০) এর সাথে ২৮ টি গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল কথিত গো-রক্ষক লাঠি ও রডসহ অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ঐ মুসলিমদের উপর। ট্রাক থামিয়ে তাদের উপর টর্চার শুরু করে তারা। তখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বাজে। পরে ঐ মুসলিমদের মৃত মনে করে গোরক্ষকরা চলে গেলে স্থানীয়রা তিনজনকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত নাজির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেই মারা যান। অন্য দু'জন একাধিক গুরুতর আহত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীদের হামলার ঘটনাটি ঘটেছে "নন্দেরওয়াদা গ্রাম থেকে ৮-১০ কিলোমিটার দূরে, যেখানে তারা গরুগুলিকে তাদের গাড়িতে বোঝাই করেছিল।" সন্ত্রাসী সশস্ত্র গো-রক্ষক আগে থেকেই হামলার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বেঁচে যাওয়া একজন শেখ লালা বলেছিলেন যে, ৫০-৬০ জনের একটি সশস্ত্র দল তাদের উপর হামলা করেছিল। "তারা লাঠি ও রড নিয়ে সজ্জিত হয়ে নাজির আহমদকে খুন করে।"

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সন্ত্রাসী খুনীদের ধরতে পারেনি, উল্টো তারা হিন্দুদের হামলা থেকে গুরুতর আহত হয়ে বেঁচে যাওয়া মুসলিমদের নামেই এফআইআর দায়ের করেছে। বেআইনিভাবে গরু পরিবহনের জন্য বেঁচে যাওয়াদের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বলেছে, অবৈধভাবে গরু পরিবহনের জন্য বেঁচে যাওয়াদের শীঘ্রই আমরা গ্রেপ্তার করব।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমরা সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। আলাদত, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সেক্টরে মুসলিম বিরোধী কার্যক্রম চলছে। শুধু সন্দেহের কারণেই তারা মুসলিমদের খুন করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, গুরুতর আহত করছে। পরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এসে আবার নানান ভিত্তিহীন অজুহাতে মুসলিমদের উপরেই চড়াও হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেফতার-গুম-খুন করছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. MP: Vigilantes Lynch Muslim Man, Injure 2 Others Over Suspicion of Cow Smuggling - https://tinyurl.com/2euk8d7d

2. Muslim man lynched by cow vigilantes in Madhya Pradesh - https://tinyurl.com/yavf28x4

বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে বিদ্যুতের খুঁটিতে তার লাগানোয় সীমান্ত-সন্ত্রাসী বিএসএফের বাঁধা

বাংলাদেশের কথিত স্বাধীনতার পর থেকেই সীমান্তে পাখির মত গুলি করে মুসলিমদের খুন করছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বিএসএফ। গুম, খুনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করেও প্রায়ই দাদাগিরি করে তারা। সীমান্ত এলাকার মুসলিমদেরকে হয়রানি, চাঁদাবাজি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন কাজে বাধা দেওয়া ও মুসলিম নারীদের তুলে নিয়ে যাওয়া - এগুলো তাদের নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নে সিস্টিয়ার পাড় এলাকায় বিএসএফের বাধায় বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটিতে তার টানা। গত ৩ আগস্ট বুধবার নেসকো ১১ হাজার লাইনের বিদ্যুতের খুঁটিতে তার লাগানোর সময় বাধা দেয় হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ।

সীমান্ত সূত্র জানায়, বুধবার দুপুরে নেসকোর কর্মীরা দহগ্রামের সিস্টিয়ার পাড় কলোনীপাড়া সীমান্তে ডিএমপি ১০ পিলারের ৬ এস সাব পিলারের কাছে নেসকোর পূর্বে বসানো খুঁটিতে তার লাগানোর কাজ শুরু করে। এ সময় ভারতীয় অরুণ ক্যাম্পের হিন্দুত্ববাদী সদস্যরা তাদের বাধা দিলে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

পাটগ্রাম বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসান হাবীব বলেছে, আমাদের ওখানে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পর্যন্ত বিদ্যুতের খুঁটি আগেই স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপন করা ওই খুঁটিতে এর আগে নেসকোর কর্মীরা তার টানতে গেলে বিএসএফ বাধা দেয়। এতে কাজ বন্ধ রাখা হয়। বুধবার নেসকোর কর্মীরা বিজিবির

সম্মতি নিয়ে আবার পিলারে তার টানতে গেলে আবারো বিএসএফ বাধা প্রদান করে। ফলে এবারেও কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ও হতাশা দেখা দিয়েছে।

গত বছরের ৪ এপ্রিল ২১ সালে সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ-এর বাধায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ডাবল লাইন, দুটি স্টেশন ও সেতুর নির্মাণকাজ বন্ধ যায়। শূন্যরেখার ১৫০ গজের ভেতর নির্মাণ কাজ হচ্ছে- এমন বানোয়াট অভিযোগে বিএসএফের বাধার মুখে এই নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। এতে মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে, এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে তারা কাজ শেষ করতে পারবে না।

বিজিবি'র এমন নির্লিপ্ততাও সচেতন মহলে প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, বিজিবি কি এখন সীমান্তে তাদের মূল দায়িত্ব আগ্রাসী শত্রুর মকাবিলা ছেড়ে শুধু এদেশের মুসলিমদের বুকে গুলি ছোরার হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে চলেছে? আর আমাদের দেশের কথিত গনতন্ত্রপন্থী নেতারা, যাদের দায়িত্ব ছিল এদেশের মুসলিমদের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তারা কি ভারতের দালালি করতে করতে এতটাই কাপুরুষ হয়ে গেছে যে, সামান্য বিএসএফ-এর অন্যায়ের মৌখিক প্রতিবাদটুকু তারা করতে পারছে না!

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই মনে করেন যে, এদেশের মুসলিদের এখন সময় এসেছে ঘরের ও বাইরের শত্রুকে ভালো করে চিনে নেওয়ার, এবং তাদের ভবিষ্যৎ আসন্ন বিপদ মোকাবিলার চিন্তা-ফিকির করার। তা না হলে অচিরেই হয়তো হিন্দুত্ববাদী শক্তি ও তাদের এদেশীয় দোসররা মিলে বাংলার মুসলিমদের ভাগ্যে এক মহাবিপর্যয়ের অবতারনা করবে।

তথ্যসূত্র:

----

১. বিএসএফের বাধায় পাটগ্রামের দহগ্রাম সীমান্তে বিদ্যুতের খুঁটিতে তার টানা বন্ধ- https://tinyurl.com/45nzxcra

২. বিএসএফের বাধায় দুটি রেলস্টেশন ও একটি সেতুর নির্মাণকাজ ১০ মাস ধরে বন্ধ - https://tinyurl.com/swcdsvht

---

০৩রা আগস্ট, ২০২২

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬ গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো আল-কায়েদা

সোমালিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অঘোষিত নতুন এক ইসলামি ইমারাহ্। যার নেতৃত্বে রয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। সম্প্রতি এই ইমারার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কারণে ৬ মার্কিন গুপ্তচরের বিষয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে ইমারার একটি ইসলামি আদালত।

পরে গত শুক্রবার দক্ষিণ পশ্চিম সোমালিয়ার বাইদাউয়ে শহরের একটি উন্মুক্ত মাঠে জনসম্মুখে উক্ত গুপ্তচরদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। যাদেরকে হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা টিম পৃথক অভিযানের মাধ্যমে বন্দী করেছিল।

এরপর বে রাজ্যের একটি ইসলামি আদালতে এই গুপ্তচরদের হস্তান্তর করে আশ-শাবাবের গোয়েন্দা টিম। এরমধ্য দিয়ে এই গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিচারিক কার্যক্রম। এতে জানা যায় যে, বন্দীদের মধ্যে ৫ জনই ক্রুসেডার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতো, অন্যজন ছিলো গাদ্দার সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য। যাদের প্রধান কাজ ছিলো মুজাহিদ উমারাদের দৈনন্দিন তথ্য সংগ্রহ করা, পাশাপাশি ঐসমস্ত সনামধন্য ও প্রসিদ্ধ আলেমদের চিহ্নিত করা, যারা গোপনে মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং তাদেরকে শরয়ী দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

পরে এসব তথ্য তারা ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর কাছে প্রেরণ করতো। এরপরেই চলতো নির্দিষ্ট স্থানে ড্রোন হামলা। যাতে অনেক নিরপরাধ মানুষ, মুজাহিদ, আলেম এবং ইমারার নেতৃস্থানীয় উমারাদেরকে শহীদ করা হতো।

আর এমনই বেশ কিছু হামলার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছে এই গুপ্তচররা। যারা হামলার সময়ও ঘটনাস্থলে থেকে মুজাহিদদের শাহাদাতের তথ্য নিশ্চিত করতো ক্রুসেডারদেরকে। যার সব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা তারা আদালতে পেশ করে এবং নিজেদের সব অপকর্মের কথা স্বীকার করে। ফলে ইসলামি আদালত সকল সাক্ষ্য প্রশাণের ভিত্তিতে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

খনি থেকে আফগান সরকারের রাজস্ব আয় ১৩.২ বিলিয়ন

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তারা গত বছরে ১৩.২ বিলিয়ন আফগানি রাজস্ব সংগ্রহ করেছেন।

বিবরণ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার নতুন মন্ত্রী পর্যায়ে জবাবদিহিতা মূলক একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে তালিবান প্রশাসন। এতে অংশ নেন খনি ও পেট্রোলিয়াম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শাইখ শিহাবুদ্দিন দেলাওয়ার সহ ইমারাতে ইসলামিয়ার মন্ত্রী পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা।

সম্মেলন থেকে শাইখ শিহাবুদ্দিন জানান, এই মন্ত্রণালয় গত এক বছরে ১৮৫ টি ছোট খনি উত্তোলনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেই সাথে আরও ১৩টি বড় খনির দরপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। আর এসব খনির চুক্তি এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে এবং খোলাখুলিভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিগত সরকারের চুক্তিবদ্ধ ১১টি বড় খনির প্রকল্পের কাজও বর্তমানে চলমান আছে। সেই সাথে কুনার ও নানগারহারে মার্বেল, এবং পারওয়ানে ট্র্যাভারটাইন প্রকল্পের কাজও চলমান রয়েছে।

"এই প্রকল্পগুলি পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হলে এগুলো দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বের করে আনতে সক্ষম, ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে কিছু স্থানীয় এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী এগুলিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় দুর্নীতি দমনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং খনি খাতে দুর্নীতিকে কখনই প্রবেশ করতে দেবে না।

আর এজন্যই এই মন্ত্রণালায় গত বছর ১৩.২ বিলিয়ন আফগানি বা ২০৯ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে আগের গোলাম সরকারের শাসনামলে তারা ২০০ মিলিয়ন আফগানির বেশি আয় করতে পারে নি।

ইসলাম শিক্ষা পাঠকে 'শিক্ষা জিহাদ' আখ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের এফআইআর

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমরা ইসলামের বিধিবিধান পালন করতে গিয়ে নানাভাবে হিন্দুদের বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। হয়রানি, হেনেস্থা এমনকি হতাহতের ঘটনাও ঘটাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

এবার তারা মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামিক বিধি শিখাকে শিক্ষা জিহাদ ট্যাগ লাগিয়েছে। কিছু দিন পরপরই হিন্দুত্ববাদীরা অবান্তর উদ্ভট বিষয়কে জিহাদ হিসেবে ট্যাগ লাগিয়ে মুসলিমদের হয়রানি করে।

কানপুরের ফ্লোরেটস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পরিচালকদের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 295A এবং ইউপি প্রহিবিশন অফ লফুল কনভার্সন অফ রিলিজিয়ন অ্যাক্ট 2021-এর ধারা 5(1) এর অধীনে মামলা করেছে। তার কারণ হিসেবে তারা বলেছে- এ স্কুলে বহু ধর্মের উপাসনার অংশ হিসেবে ইসলামিক প্রার্থনার পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়। এ নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মত কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী দল পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের জেরে টানা কয়েক দিনের মতো স্কুল বন্ধ ছিল। তাদের দাবি ইসলাম ধর্মের কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

সিসমউ থানায় জমা দেওয়া অভিযোগে উগ্র হিন্দুরা বলেছে যে, "স্কুলের দ্বারা ছাত্রদের ধর্মান্তরিত করার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।" স্কুলটি "শিক্ষা জিহাদ" পরিচালনা করছে। কারণ ছাত্রদের একটি ইসলামিক প্রার্থনার কিছু অংশ শিখানো হচ্ছে।

অথচ, যে বইটি পড়ানোর কারণে হিন্দুত্ববাদীদের অভিযোগ এটা কোন ইসলাম শিক্ষার বই ও নয়। বরং বহু ধর্মের উপসনার পদ্ধতি নিয়ে লিখিত। এতে গায়ত্রী মন্ত্র, সাঁচি বাণীসহ একাধিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত প্রার্থনা রয়েছে। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষের কারণে তাদের অভিযোগ শুধু ইসলামিক প্রার্থনার অংশটুকু নিয়েই।

একটি ভিডিও বিবৃতিতে ফ্লোরেটের অধ্যক্ষ বলেছেন যে, ২০০৩ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু-বিশ্বাসের প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু ইসলামিক প্রার্থনাকে নিয়ে কিছু হিন্দুরা আপত্তি তুলে। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধুমাত্র জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি করবে।

তিনি আরো বলেছেন, "আমরা সমস্ত ধর্মের প্রার্থনা শিক্ষা দেই। কোনও একটি বিশেষ বিশ্বাসকে নয়, এটি গত ১২-১৩ বছর ধরে চলছে।"

কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের কথা একটাই ইসলামের কিছু অংশ থাকায় "শিক্ষা জিহাদ চালানোর জন্য স্কুল সিলগালা করতে হবে।" উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত যতই সেকুলার সেজে সকলের সমান অধিকারের দাবি করুক, বাস্তবে মুসলিমদের বেলায় তার কিছুই নেই। হিন্দুত্ববাদী ভারতে ইসলামের সামান্য বিষয়ও তাদের সহ্য হয় না। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ইসলাম ও মুসলিম মুক্ত ভারতে হিন্দুত্ববাদের রাম রাজ্য কায়েম করা। সেই লক্ষ্যেই তারা অগ্রসর হচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Police Book Kanpur School for Multi-faith Worship, FIR Says Islamic Prayer is 'Shiksha Jihad' - https://tinyurl.com/yc4krnt7 - https://shorturl.one/hekTS

2. UP school booked for multi-faith prayer, FIR says Islamic prayer is 'Shiksha jihad" - https://tinyurl.com/4a82dnex

---

তুচ্ছ অযুহাতে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুন, দিলশান হত্যাকাণ্ডে মামলা নেয়নি পুলিশ

দখলদার ইসরাইল যেভাবে মুসলিমদের খুন করলে শাস্তির মুখোমুখি বা কৈফিয়ত দিতে হয়না, ভারতেও ঠিক একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এখানে দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যা করলেও কোন কৈফিয়ত দিতে হচ্ছেনা।

গত ৩১ জুলাই রাতে ভারতের বিহার রাজ্যের সমষ্টিপুরে ৩৫ বছর বয়সী মুসলিম যুবক মুহাম্মদ মুস্তাকিমকে পিটিয়ে হত্যা করে হিন্দুত্ববাদীরা। গরু চুরির মিথ্যা অভিযোগে হিন্দু যুবকরা নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে তাকে। কথিত গরু চুরির নামে এর আগেও অসংখ্য মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে এলাকাটিতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টকৃত ভিডিওতে দেখা যায় হিংস্র হিন্দুত্ববাদীরা অমানবিকভাবে পিটিয়েছে তাকে। কেউ মুখে কেউবা শরীরে পালাক্রমে আঘাত করছে তাকে।

অন্যদিকে গত ২৩ জুলাই ভারতের উত্তরপ্রদেশের কনৌজের মাদাইয়া গ্রামে 'আরএস ইন্টার কলেজে' ভর্তি হতে যাওয়া মুসলিম ছাত্র দিলশানকে রুমে তালাবদ্ধ করে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনায় এখন পর্যন্ত মামলা নেয়নি হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ।

কনৌজের পুলিশ সুপার (এসপি) অনুপম সিং ভারতীয় গণমাধ্যম 'দ্যা প্রিন্টকে' বলেছে, 'নির্যাতনের অভিযোগগুলি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিশোরের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

এছাড়াও ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও দিলশানকে অসুস্থ বলে প্রামাণ করা হয়েছে। এমনকি মামলা না করতে হুমকি দেয়া হচ্ছে দিলশানের পিতাকে। তবে দিলশানের পিতা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে নতুন করে তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের অবস্থান। যেখানে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সেক্টরে মুসলিম বিরোধী কার্যক্রম চলছে। তুচ্ছ সব কারণ দেখিয়েই হিন্দুত্ববাদীরা দিনে-দুপুরে মুসলিমদের খুন করছে। মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা যেন হিন্দুত্ববাদীদের ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ইচ্ছা করলেই কাউকে জখম করছে কিংবা খুন করছে, মালামাল ধ্বংস করছে বা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নিধনে সকল ক্ষেত্রেই তারা তাদের কাজকে জায়েজ করার জন্য নানান অযৌক্তিক অজুহাত দাড় করাচ্ছে। পরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ এসে আবার তাদের এসব ভিত্তিহীন দাবির পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপরেই চড়াও হচ্ছে, তাদেরকে গ্রেফতার-গুম-খুন করছে।

এ অবস্থায় উপমহাদেশের মুসলিমদের নিজ জান-মাল রক্ষায় নববী সুন্নাত অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ আলিমরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. 35-year-old Muslim man Muhammad Mustaqim was lynched to death in Bihar by Hindu extremists- - https://tinyurl.com/yb7hub5w

2. 'No illness, he was beaten to death' — why family of Kannauj Muslim teen wants fresh autopsy ARCHIVES-- https://tinyurl.com/mr2eu45f

3. ভিডিও লিংক- - https://tinyurl.com/3ahsxadm

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামপন্থী লেখকদের বই নিষিদ্ধ, স্কুল থেকে মসজিদ শিক্ষা সফরে বাধা

ভারতে মধ্যপ্রদেশের স্কুল পাঠ্যক্রম থেকে মুঘল শাসকদের ইতিহাস বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'জন ইসলামিক স্কলারের বই পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেয়ার দাবি ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসলামপন্থীদের বই পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একজন সিনিয়র শিক্ষাবিদ জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে ইসলামপন্থী এ দুই লেখকদের বই কথিত 'সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মান্ধতা সৃষ্টির' অযুহাতে সেগুলো নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এর পরই এ দু'জন লেখকদের বই নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান মুহাম্মদ ইসমাইল ভারতীয় গণমাধ্যম 'দ্যা টেলিগ্রাফ' কে জানিয়েছেন, 'কোন বিতর্ক হোক আমারা তা চাই না, বিধায় আমারা পাকিস্তানের আবুল আ'লা আল-মৌদুদী এবং মিশরের সাইয়্যেদ কুতুবের বইগুলি পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তিনি আরও জানান যে, ' ইসলামপন্থী লেখকদের বই 'সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মান্ধতা' প্রচার করেছে কথাটি সঠিক নয়। বইগুলিতে আপত্তিকর কিছু নেই। ডানপন্থী হিন্দুরা কিভাবে বুঝতে পেরেছে বই দু'টিতে সমস্যা আছে তা আমার জানা নেই।'

অন্যদিকে ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর হিসেবে এই সপ্তাহে শহরের একটি মসজিদে ভ্রমণে যেতে চেয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। মসজিদে ভ্রমণের খবর পেয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্যরা বাধা দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ সময় জয় শ্রীরাম স্লোগান তুলে মসজিদে ভ্রমণ বাদ দিতে দাবি জানায় তারা। অন্যথায় বড়সড় আন্দোলনের হুমকি দেয়া হয় তাদের পক্ষ থেকে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এর আগে আমরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। এবার আমারা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শহরের একটি মসজিদে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তাদের বাধার কারণে মসজিদে ভ্রমণ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমারা।

মূলত মসজিদে ভ্রমণে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে এটা হিন্দুত্ববাদীদের সহ্য হয়নি। বরং ভারত থেক ইসলামি সংস্কৃতি ধ্বংস করে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েম করতে ঐতিহাসিক বাবরি

মসজিদকে শহিদ করেছে তারা। অন্যান্য ইসলামি স্থাপনা ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে আছে তারা। এবং বর্তমানে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতিও ধ্বংস করার জঘন্য কাজ করছে হিন্দুরা। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামপন্থী লেখকদের বই ও মসজিদে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করছে। এবং প্রাইমারি স্কুলে ভারত মাতা পূজা করার নির্দেশ জারি করেছে বলে মনে করেন ইসলামি বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের এমন শোচনীয় অবস্থায় নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মীয় স্থাপনা তথা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তন্ত্র-মন্ত্রের ধোঁকায় না পড়ে মুসলিমদেরকে নববী মানহাজের অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপদেশ দিয়ে আসছেন সচেতন উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Aligarh Muslim University drops texts of two Islamic scholars- - https://tinyurl.com/y86hdkc9

2. Vadodara school calls off kindergarten field trip to mosque after Bajrang Dal threat- - https://tinyurl.com/53ap23s3

০২রা আগস্ট, ২০২২

কঙ্গোতে বেসামরিক নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করছে জাতিসংঘ

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীরা দেশটিতে অশান্তির আগুন আরও বাড়াচ্ছে। সম্প্রতি এই কুফফার সংঘটির সৈন্যরা কঙ্গো এবং উগান্ডার সীমান্তে বেসামরিকদের উপর গুলি চালিয়ে অন্তত ১৭ জনকে হতাহত করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (KDC) এবং উগান্ডার সীমান্তে বিক্ষোভকারীদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায় জাতিসংঘের সৈন্যরা। এতে ২ জন নিহত এবং ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছে।

মূলত দেশটিতে কুফফার জাতিসংঘের উপস্থিতির বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভে নামলে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। দেশটিতে সম্প্রতি দখলদার জাতিসংঘ বিরোধী বিক্ষোভে শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীসহ অন্তত ২০ জন প্রাণ হারিয়েছে।

সর্বশেষ এই ঘটনাটি ঘটেছে কঙ্গো এবং উগান্ডা সীমান্তের মধ্যবর্তী কাসিন্দি অঞ্চলে। এই এলাকায় জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীরা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গুলি চালায়।

দেশটির ইউএন স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন (মনসকো) প্রধান 'বিন্টো কেইটা' বলেছে যে, "শান্তিরক্ষীরা" কী কারণে গুলি চালিয়েছে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কঙ্গোতে জাতিসংঘের ১৬ হাজর সদস্য রয়েছে। যারা শান্তিরক্ষার নামে অশান্তির বীজ বুনছে। দেশে ধর্ষণ, অন্যায় হত্যাকান্ডের মতো ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে এই কথিত শান্তিরক্ষীরা। আর এসব কারণেই বিক্ষোভকারীরা দেশটিতে জাতিসংঘের উপস্থিতির বিরোধিতা করছে।

রিজার্ভ কমেছে আরও, কঠিন পরিস্থিতির দিকে বাংলাদেশ

বাজার স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিদিনিই ডলার বিক্রি করায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে কমছে। বুধবার (২৭ জুলাই) বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে প্রতি ডলার ৯৪ টাকা ৭০ পয়সা দরে ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দিন শেষে রিজার্ভ নেমে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৯৪৯ কোটি (৩৯ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন) ডলারে। প্রতি মাসে আট বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসাবে এই অর্থ দিয়ে এখন মাত্র পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর দেওয়া তথ্যের চেয়ে রিজার্ভের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক কম, সেকথা আইএমএফ আরও আগেই জানিয়েছে। আর দেশের অর্থনীতিবীদরা বলছেন, এই রিজার্ভ মাত্র ৩১ বিলিয়ন ডলারের মতো।

ডলারের বাজারে প্রতিদিন দামের ওঠা-নামা, চাহিদা বৃদ্ধি, ডলার সংকট ও এলসি পেমেন্ট বাধাগ্রস্ত হওয়া, রিজার্ভ কমে যাওয়া এখন নিত্যদিনের ঘটনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকেরা।

তবে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য বলছেন দেশে এমন একটা পরিস্থিতি অনুমেয়ই ছিল। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পশ্চিমা এবং বিশেষ করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালালি করা সরকার দেশের অর্থনিতীকে যেভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করেছে, তাতে দেশের মানুষের এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ছিল শুধু সময়ের ব্যপার। কালোবাজারি, বিদেশে অর্থপাচার, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অপ্রয়োজনীয় মেগা প্রজেক্ট- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিকে আজ একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে এই দালাল সরকার।

তাঁরা আরও বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য এই সরকার যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়। তাই দেশের জনগণের উচিত হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পশ্চিমা এবং হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালাল এই সরকারকে দেশের শাসনপদ থেকে উৎখাত করা এবং দেশকে ইসলামী শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসার কার্যক্রম শুরু করা।

তথ্যসূত্র :

১। রিজার্ভ আরও কমেছে - https://tinyurl.com/49tmyemb

গুজরাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে "ভারত মাতা পূজা" করার নির্দেশ

ভারতে কিছুদিন আগেই হিজাব পড়ে স্কুলে যাওয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম শিক্ষার্থীদের হেনেস্থা করে। পরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। হিন্দুত্ববাদী আদালত মুসলিমদের ধর্মীয় বিধানের তোয়াক্কা না করে স্কুলে হিজাব নিষেদ্ধের রায় দেয়। আর বলে, স্কুল ধর্মীয় বিধান পালনের স্থান নয়। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয়, গুজরাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে "ভারত মাতা পূজা" করার মত শিরকী বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। অথচ, সে স্কুলগুলোতে বহু মুসলিম শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। আর মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো উপাসনা করা বৈধ নয়। এটা সবচেয়ে বড় অন্যায়।

হিন্দুত্ববাদীরা জানিয়েছে,"জাতীয়তাবাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার" প্রয়াসে, গুজরাট প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ 'আজাদি কা অমৃত' মহোৎসবের অংশ হিসাবে ১ আগস্ট থেকে "ভারত মাতা পূজা" আয়োজন করার জন্য স্কুলগুলিতে নির্দেশ জারি করেছে।

বিশ্লেষকগণ নির্দেশটিকে ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে "একতরফা, অযৌক্তিক এবং অসাংবিধানিক" সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন। কারণ "ভারত মাতার মূর্তির কাছে প্রার্থনা করার জন্য হিন্দুত্ববাদীদের নির্দেশ ইসলামের অনুসারী হিসাবে ইসলামের নীতির পরিপন্থী। মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে না এমন কোনও ব্যক্তি এই ধরনের কার্যকলাপে অংশ নিতে পারে না। মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলে মুসলিমরা আর মুসলিম থাকে না।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) একটি শাখা (অখিল ভারতীয়) রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (এবিআরএসএম) এ জঘন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

হিন্দুত্ববাদীরা একদিকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিজাব নিষিদ্ধ করে তাদেরকেও অমুসলিম নারীদের মতো বেহায়া বানাতে চায়। আর বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দু ধর্মের শিরকি পূজা করিয়ে মুশরিক বানাতে চায়। এটা কি ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়? এই ব্যাপারে তাহলে কথিত প্রগতিশীলরা নীরব কেন?

তথ্যসূত্র:

----

1. Gujarat primary schools told to hold 'Bharat Mata Puja' from tomorrow - https://tinyurl.com/usdbzhxp - https://tinyurl.com/2e23ubyn

কাবুলে অ্যামেরিকার হামলা ও দাবির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

অ্যামেরিকা দাবি করেছে - তাদের হামলায় শহীদ হয়েছেন আল-কায়েদা প্রধান শায়েখ আয়মান আল-জাওয়াহিরি (হাফি.)।

একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায় যে, গতকাল রবিবার কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন আল-কায়েদার প্রধান শায়েখ আয়মান আল-জাওাহিরি (হাফি.)। একটি ভবনের বারান্দায় অবস্থানকালে ড্রোন হামলা চালানো হয় শায়েখের উপর। তারা এও দাবি করে যে, ঐ হামলায় শায়েখ আয়মান ব্যাতিত ভবনের অন্য কেউ হতাহত হয়নি।

সন্ত্রাসী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এই সংবাদ নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর অন্তরকে ব্যথিত করেছে, ইসলাম প্রিয় শত-সহস্র চোখকে অশ্রুসিক্ত করেছে। আর শায়েখ (হাফি.)-এর শাহাদাতের এই সংবাদটি সত্য হয়ে থাকলে, তা নিঃসন্দেহে উম্মাহর জন্য এক বিশাল ও অপূরণীয় ক্ষতি। তবে তা উম্মাহর অগ্রযাত্রার পথে কোন বাধা নয়, থমকে যাবার কোন কারণ নয়। কেননা মুসলিমদের রব আল্লাহ তাআলা আল হাইয়ুল কাইয়ুম, তিনি অবিনশ্বর। আর অমুসলিমদের কোন মাওলা নেই, সাহায্যকারী নেই।

তবে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র এই হামলা বা শায়েখ (হাফি.) এর শাহাদাতের বিষয়ে এখনো কিছু নিশ্চিত করেনি। আর আমরা মিথ্যাবাদী মার্কিনীদের ও তাদের দালাল মিডিয়াকে বিশ্বাস করিনা।

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফি.) এক বিবৃতিতে কাবুলে মার্কিন হামলার খবর নিশ্চিত করেছে, এবং এই হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। এটাকে তিনি আন্তর্জাতিক আইনের এবং দোহা চুক্তির লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি শায়েখ আয়মান (হাফি.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করেননি।

Islamic Emirate of Afghanistan
Commission for Cultural Affairs
Office of the Spokesperson

Date: ١٤٤٤/١/٣ Hijri Lunar — No٣٨٣

Statement of the spokesperson of the Islamic Emirate regarding the drone attack in Kabul city

On August ١, ٢٠٢٢, an air strike was carried out on a residential house in the Shirpur area of Kabul city.

At the outset, the nature of the incident was not revealed.

The security and intelligence agencies of the Islamic Emirate investigated the incident and found in their preliminary investigations that the attack was carried out by American drones.

IEA strongly condemns this attack on any cause and calls it a clear violation of international principles and the Doha Agreement.

Such actions are a repetition of the failed experiences of the past ٢٠ years and are against the interests of the USA, Afghanistan and the region.

Repeating such actions will damage the existing opportunities.

Zabihullah Mujahid Spokesperson of the Islamic Emirate of Afghanistan

هـق١٤٤٤/٣/١

هـش ١٤٠١/٥/١٠ م ٢٠٢٢/٨/١

সুতরাং, যাদের অন্তরে উম্মাহ, ইসলাম ও শায়েখের প্রতি ভালবাসা রয়েছে, তাদের উচিৎ সবর করা ও ভেঙ্গে না পড়া। এবং আল-কায়েদা সম্পৃক্ত নির্ভরযোগ্য কোন মিডিয়া থেকে সঠিক সংবাদের অপেক্ষা করা।

আর কোন কিছুইতো আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের অগোচরে নয়। আমরা তাঁর কাছে তাঁর এক প্রিয় বান্দার ব্যাপারে ফয়সালা জানার এবং তাঁর ব্যাপারে উত্তম ধারণা রাখার দোয়া করি।

পশ্চিম তীর থেকে ৪৯ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরাইল

দখলদার ইসরাইলি বাহিনী অধিকৃত পশ্চিম তীরে একটি বড় আকারের আটক অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে। এই আটক অভিযানের সময় ৪৯ জন ফিলিস্তিনিকে তুলে নিয়ে গেছে দখলদার ইহুদিবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

বিবরণ অনুযায়ী, দখলদার ইসরাইলি বাহিনী গত ৩১ জুলাই রাতে এবং ১ আগস্ট ভোরে অধিকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানে এসব আটক অভিযান চালায়েছে। এবং এসময় অনেক ফিলিস্তিনিকে বিনা অপরাধে জোরপূর্বক আটক করেছে বর্বর ইসরাইলি সৈনিকরা।

প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের খবর অনুযায়ী, দখলদার ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক এই আটক অভিযানগুলি বেশিরভাগ হেবরনে কেন্দ্রীভূত ছিল। যা পশ্চিম তীরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আটককৃতদের অধিকাংশকে তাদের বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়েছে।

এদিকে ইসরাইলি বাহিনী নাবলুসের কয়েকটি এলাকায় ফিলিস্তিনি নাগরিকদের উপর গুলি চালায় বর্বর ইসরাইলি সৈনিকরা। এতে দুই মুসলিম যুবক আহত হয়েছেন। এদিন হামলার জেরে আশপাশের কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। সংঘর্ষের সময় অভিযান চালিয়ে আরও তিনজনকে আটক করেছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা।

ইসরাইলিরা যখন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বর আগ্রাসন চালাচ্ছে, আরবের গাদ্দার শাসকেরা তখন তাদের সাথে সম্পর্ক 'স্বাভাবিক' করতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা তাদের ফিলিস্তিনি ভাইদেরকে বেমালুম ভুলে গেছে। মুসলিম ভূখণ্ডসমুহের এসব গাদ্দার শাসকেরা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দ্বীন, সম্মান ও আত্মমর্যাদা তাদের জায়নবাদী প্রভুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। মুসলিমদেরকে তাই এসব গাদ্দারদের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের মুক্তির দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নিতে পরামর্শ দিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

হবিগঞ্জে বোরকা পড়ে স্কুলে আসায় মুসলিম ছাত্রীকে নাকে খত দেওয়ালো হিন্দু শিক্ষিকা

উগ্র হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে কে বেশি বিভোর, হিন্দুত্ববাদী মিশন বাস্তবায়নে কারা বেশি এগিয়ে? ভারতের নাকি বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদীরা? - এই প্রশ্ন হয়ত পাঠককে অবাক করতে পারে। তবে হিন্দুত্ববাদের উগ্রতা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশের উগ্র হিন্দুরা যে পিছিয়ে নেই, বরং কিছু ক্ষেত্রে তাদের দুঃসাহস ভারতের হিন্দুদের চেয়ে বেশি, সেটা আবারো প্রমাণ করে দেখাল হবিগঞ্জের এক হিন্দু শিক্ষিকা।

বোরকা পড়ে স্কুলে আসায় হবিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর মেধাবী ছাত্রী সাদিয়া আক্তার কে ঐ স্কুলের হিন্দু শিক্ষিকা মৌসুমি রায় তার পায়ের কাছে সেজদা দিয়ে নাকে খত দিতে বলে। কিন্তু সাদিয়া শিক্ষিকা মৌসুমি রায় কে কেঁদে কেঁদে অন্য শাস্তি দেওয়ার কথা বল্লেও সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আমি যা বলেছি তাই তোমাকে করতে হবে। এক পর্যায়ে ঐ মুসলিম শিক্ষার্থীকে তাই করতে বাধ্য করে ঐ হিন্দু শিক্ষিকা। এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভয় দেখায়। এবং এব্যাপারে কোন রকম উস্কানি দিলে(Tc)টিসি দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৮ জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার। শিক্ষিকা মৌসুমী রায় ওই স্কুলের একজন খন্ডকালীন শিক্ষক বলে জানা গেছে।

গত বৃহস্পতিবার এ ঘটনাটি ঘটলেও, পরদিন শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ হওয়ায় শনিবার বিষয়টি নিয়ে জানাজানি হয়। তখন মুসলিম শিক্ষার্থী ও স্থানীয় মুসলিমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জনান, এবং হিন্দু শিক্ষিকার যথাযথ শাস্তির দাবি করেন। ৯২% মুসলিমের দেশে হিন্দু শিক্ষিকা এমন সাহস কিভাবে দেখায় তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তারা।

উল্লেখ্য, ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করার পর থেকেই এদেশে বসবাসরত হিন্দুরা প্রকাশ্যভাবে বোরকা, হিজাব নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এবং বাজে আচরণ করা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ হিন্দুরা এদেশে অবস্থান করলেও ভারতের হিন্দুত্ববাদীদেরকেই তাদের চেতনা ও আদর্শ হিসেবে নিয়েছে। আর ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের ঘটনা ভারত ও বাংলাদেশে একই ধারায় এবং একই স্ক্রীপ্টে এগিয়ে নিচ্ছে এই উগ্র হিন্দুরা। বিশ্লেষকগণ মনে করছেন, হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের এ ধারা রুখতে না পারলে গোটা উপমহাদেশেই তা মুসলিম গণহত্যায় রুপ নিবে।

তথ্যসূত্র:

১.হবিগঞ্জের মাটিতে মর্মান্তিক ঘটনা https://tinyurl.com/3wdsteyr

---

০১লা আগস্ট, ২০২২

ফিলিস্তিন | মুসলিম কিশোরকে গুলি করে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে আবারও এক ফিলিস্তিনি কিশোর নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর ১৮ কিশোরসহ ৫৪ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল সেনাবাহিনী। এদের মধ্যে আল-জাজিরার সাংবাদিক শিরিনও রয়েছে।

গত ২৯ জুলাই পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে ঐ কিশোরকে খুনের ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দখলদার ইহুদি নাগরিকরা এলাকাটিতে মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছিল। খোদ জাতিসংঘের প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তথ্য অনুসারে, এ বছর ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর ২৮৭টি হামলা চালিয়েছে ইহুদি নাগরিকরা। এসব হামলার অন্তত ৭৭ টিতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। যদিও বাস্তব হামলার সংখ্যা আরও বেশি।

এসব সহিংস অপরাধের প্রেক্ষিতে হাতে পতাকা ও প্লেকার্ড হাতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও স্লোগান দিচ্ছিল ফিলিস্তিনিরা। বিক্ষোভ মিছিল ভেঙে দিতে ফিলিস্তিনিদের উপর চড়াও হয় ইসরাইলি সেনাবাহিনী। কোন কারণ ছাড়াই চালানো হয় গুলি ও টিয়ার গ্যাস। এ সময় ইসরাইলি সেনার গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আমজাদ নাশাত আবু আলিয়া নামক ১৬ বছর বয়সি ঐ কিশোর। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান আবু আলিয়া। পুত্রের শোকে পিতা-মাতা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে চার দিন আগে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হওয়া আরেক ফিলিস্তিনি মসুলিম গত ৩০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেছে। জানা যায়, নিহত এই ফিলিস্তিনি একজন প্রতিবন্ধী ছিলেন। পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের একটি চেকপয়েন্টে পার হবার সময় ইহুদি সেনাদের গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

একদিকে মুসলিম জাতীর নিরবতা অন্যদিকে গাদ্দার শাসকদের ইসরাইল প্রীতি- ফলে প্রতিনিয়তই সন্ত্রাসী ইসরাইলি আগ্রাসনের স্বীকার হচ্ছেন মাজলুম ফিলিস্তিনিরা। তাদের জন্য না আছে কোন মানবাধিকার না আছে বেঁচে থাকার অধিকার। নিজ দেশেই পরবাসী হয়ে ধুকে ধুকে মরছে ফিলিস্তিনিরা। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় নববী মানহাজ অনুসারে জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন হকপন্থী উলামায়ে ইসলাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Palestinian boy shot dead 'by Israeli settlers' east of Ramallah - https://tinyurl.com/hey2xpvd

---

উগান্ডার সামরিক কনভয়ে আশ-শাবাবের অতর্কিত হামলায় ১২ শত্রুসেনা নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার উগান্ডান সেনাদের একটি সামরিক কনভয় অতর্কিত এক হামলার শিকার হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডার দেশটির অন্তত ১২ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৭ জুলাই রাজধানী মোগাদিশু থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে মার্কা শহরে উক্ত হামলার ঘটনাটি ঘটে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রথিরোধ যোদ্ধারা সামরিক কনভয় টার্গেট করে একাধিক রকেট ও বোমা হামলা চালান। এতে সামনে থাকা একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে হলে সামরিক কনভয়টি বাধাগ্রস্থ হয়।

আর তখনই প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা কনভয়টি ঘিরে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা উগান্ডান বাহিনীর ১২ সেনাকে হত্যা করতে সক্ষম হন। হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া অন্য সেনারা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে যুদ্ধ করছে উগান্ডান সৈন্যরা। যারা কুফ্ফার জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সামরিক বাহিনীর হয়ে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারকে সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু এই বাহিনী তাই প্রায়শই আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার টার্গেটে পরিণত হয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আশ-শাবাব মুজাহিদিন যখন ইথিওপিয়ার দখলকৃত সীমানা পুনরুদ্ধারের মিশন নিয়ে সেদেশের ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করছেন, তখন তারা একই সাথে সোমালিয়ার অভ্যন্তরেও ভিনদেশী এই শত্রুদের মোকাবিলা করছেন; আর কেনিয়াতেও তাদের কার্যক্রম চলমান। এতে করে প্রমাণ হয় যে, হারাকাতুশ-শাবাব অত্র এলাকায় একটি ইসলামি ইমারত গঠণ ও মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধানের সক্ষমতা ইতিমধ্যে অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

কাশগড়ে মসজিদ এখন রূপ নিচ্ছে মদের বারে

বর্তমানে লাখ লাখ উইঘুর মুসলিমদের 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প'এ পাঠিয়ে অমানবিক নির্যাতন করে যাচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট সরকার। উইঘুর মুসলিমদের ইসলাম থেকে বের করার জন্য প্রকাশ্যে মদ পান করতে বাধ্য করছে তারা। এমনকি মুসলিম নারীদেরকে জোরপূর্বক বিধর্মী চীনা পুরুষদের সাথে বিয়ে দিচ্ছে, মুসলিম শিশুদের জোর পূর্বক তাদের বাবা-মা থেকে আলাদা করছে।

কিন্তু এত কিছুর পরও ক্ষান্ত হচ্ছে না জালিম চীনা সরকার। মুসলিম নির্মূলীকরণের পাশাপাশি তাদের নজর পবিত্র মসজিদেও। ইসলাম কে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবার তারা মদের বারে পরিণত করছে পূর্ব-তুর্কিস্তানের মসজিদগুলোকে।

অবশ্য এর আগেও এই অত্যাচারী সরকার উইঘুর মুসলিমদের অনেক মসজিদ বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এখন তারা মসজিদগুলোকে মদের বারে পরিণত করার মাধ্যমে সরাসরি মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কাশগড়ের একটি মসজিদে মানুষ বসে বসে মদ খাচ্ছে এবং একজন ওয়েট্রেস সেখান থেকে মদের গ্লাস বাহিরে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক ঝড় তৈরী হয়েছে। বেশ কিছু মানবাধিকার কর্মীও উইঘুর মুসলিমদের পক্ষে স্লোগান তুলেছে। তারা চীন সরকারকে উইঘুরদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছে। কেউ কেউ চীন সরকারকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে উল্লেখ করছে।

কিন্তু মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁদের মতে, চীনের এই অত্যাচারী সরকারকে এভাবে দমন করা সম্ভব নয়। মুসলিমদের সবার আগে উচিত 'এক' হওয়া। কে তুর্কি মুসলিম, কে ভারতীয় মুসলিম, কে রোহিঙ্গা বা কে আরবি মুসলিম - বিধর্মীদের বানিয়ে দেওয়া এসব কৃত্রিম জাতিগত পরিচয় ভুলে 'এক উম্মাহ'র একক পরিচয়ে পরিচিত হওয়া। আর যদি মুসলিম উম্মাহ এক হয়, যেমন সাহাবা-তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনরা হয়েছিলেন, এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ শুরু করেন, তাহলে শুধু পূর্ব-তুর্কিস্তান নয় বরং পুরো বিশ্বের মুসলিমরাই অত্যাচারীদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র :

----

1. A mosque in #Kashgar city converted into a bar by Chinese authorities. - https://tinyurl.com/yewymfb8

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুলাই ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী
https://alfirdaws.org/2022/08/01/58304/

সন্ত্রাসী মার্কিন পুলিশের বর্বরতায় মুসলিম যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

আবারও বর্বর আমেরিকার হিংসাত্মক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ব। দেশটির ওকলন শহরে হাদি আবুআতেলা নামক এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে আমেরিকান পুলিশ সদস্যরা। গত ২৯ জুলাই এ ঘটনা ঘটে।

বিবরণে জানা যায়, ঐ দিন পুলিশ কর্মকর্তারা হাদি আবুআতেলার গাড়ি তল্লাশি করার সময় তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। এরপর তাকে মাটিতে ফেলে জাপটে ধরে মুখে

উপর্যুপরি ঘুষি মারতে থাকে। কয়েকজন পুলিশ সদস্যের নির্মম মারধরের ফলে গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত্যু হয় তার।

ঘটনার সময় এক নারী নিজ গাড়ির ভেতর থেকে ভিডিও করে ছেড়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। নতুবা পুলিশের পক্ষ থেকে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে নিহত যুবককেই ফাঁসানো হত। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই সমালোচনা করে বলছেন যে, গ্রেফতারের পর থানায় না নিয়ে এভাবে পিটিয়ে খুন করে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে সন্ত্রাসী আমেরিকা।

প্রায়ই আমেরিকান নাগরিক ও পুলিশের হাতে বর্ণবৈষম্যের স্বীকার হতে হন কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিমরা। মার্কিন পুলিশের হাতে বর্ণবৈষম্যের স্বীকার হয়ে প্রতি বছর অন্তত এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়। এবং এসব ঘটনায় একজন আমেরিকান নাগরিকেরও উল্লেখযোগ্য কোন বিচার হয়নি। যা স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন।

এরপরও আমেরিকা মানবতা ও মানবাধিকারের স্লোগান তুলে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববাসীকে। বিশ্বকে কথিত সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হামলা চালিয়েছে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশে। হত্যা করা হয়েছে লাখ লাখ নারী-শিশুদের। নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করে কোন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এখন তা আর কোরো অজানা নয়।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, সন্ত্রাসী আমেরিকা ও পশ্চিমাদের মনভুলানো 'মানবতা'র বাণী শুনে ধকায় পরে থাকার সময় এখন আর মুসলিমদের হাতে নেই। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের উপর অমুসলিমদের দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের ব্যবস্থা মুসলিমদের নিজেদেরকেই নিতে হবে; এবং এই মুখোশধারী মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিশ্ববাসীকে সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবী উপহার দেয়ার।

তথ্যসূত্র:

----

1. Teen hospitalized following violent arrest in Oak Lawn- - https://tinyurl.com/yrwdbdas